বাপ্পারাও।

(ঐতিহাসিক নাটক)

মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত।

প্রথম অভিনয় রজনী—শনিবার, ১৪ই ফাল্গুন, ১৩২২ সাল।

শ্রীনিশিকান্ত বসু রায় বি, এল,

প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

আশ্বিন, সন ১৩৩০ সাল।

প্রকাশক—শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়,

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স;

২০৩-১-১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

[মূল্য এক টাকা মাত্র।
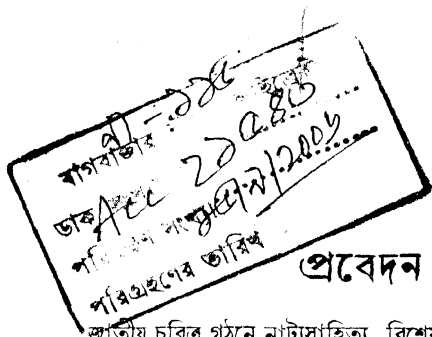
প্রবেদন।

জাতীয় চরিত্র গঠনে নাট্যসাহিত্য বিশেষতঃ ঐতিহাসিক নাটকের উপযোগীতা সর্ব্বসম্মত। সেই মহদুদ্দেশ্য লইয়াই "বাপ্পারাও" য়ের অবির্ভাব। এ পথে এই আমার প্রথম পাদক্ষেপ। সফলতা—সুধীবর্গের বিচার্য্য। তাঁহারা "বাপ্পারাও" কে কিঞ্চিন্মামাত্রও প্রীতির চক্ষে নিরীক্ষণ করিলে নিজেকে কৃতার্থমন্য জ্ঞান করিব।

"বাপ্পারাও" প্রণয়ণে মহাত্মা টডে্র রাজস্থানই আমার প্রধান অবলম্বন। ইহার দুই একটী দৃশ্য বিংশ শতাব্দীর নব্যশিক্ষাসম্মত নয় বলিয়া আপাতঃ প্রতীয়মান হইলেও সম্পূর্ণ আমার কল্পনাপ্রসূত নহে। রাজবারা-গৌরব বীরবর "বাপ্পারার" য়ের সম্বন্ধে অনেক জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। মহামতি টড্ও উহার উল্লেখের প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারেন নাই।

"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা"

বাগেরহাট, খুলনা।
২৪শে চৈত্র,
১৩২২সাল।

বিনীত—
শ্রীনিশিকান্ত বসু রায়।

প্রিণ্টার—শ্রীশশিভূষণ পাল,—
মেট্কাফ্ প্রেস,
৭৯নং বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পরম স্নেহময়,

আদর্শ চরিত্র, পূজ্যপাদ

পিতৃদেব

স্বর্গীয় রাইচরণ বসু রায় মহাশয়ের

শ্রীচরণোদ্দেশ্যে

ভক্তি-অঞ্জলি -

চরিত্রাবলী।

পুরুষ।

হারীত, গোরক্ষনাথ			মহাপুরুষ।
মানসিংহ	...	...	চিতোর-রাজ।
বীরসিংহ	...	...	বীরনগরাধিপতি।
সেলিম	...	...	গজনীর সুলতান।
ইয়াজিদ	...	...	ঐ সেনাপতি।
আসফ, ফরিদ ও হাদিম		...	ঐ সৈন্যাধ্যক্ষগণ।
বাপ্পারাও	...	...	নাগাদিত্য পুত্র।
বালীয়	...	...	বাপ্পার ভীল অনুচর
খোমান, জালিম, অপরাজিত		...	বাপ্পার পুত্রগণ।
দেব[illegible]	...	...	জনৈক রাজপুত।
করিম	...	...	আসফের মোসাহেব।
দুর্জ্জন	...	...	মানসিংহের অনুচর।

শিষ্যগণ, ঘাতকগণ, পুরোহিত, সৈন্যগণ, নাগরিকগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

মায়া	...	...	বীরসিংহের কন্যা।
নোশেরা	...	...	সেলিমের কন্যা।
লছমিয়া	...	...	বালীয়ের পালিতা।

নর্ত্তকীগণ, সখিগণ, নাগরিকগণ, ইত্যাদি।

বাজীরাও।

প্রথম অঙ্ক।

——:o:——

প্রথম দৃশ্য।

কুঞ্জকানন—ঝুলন-বাসর।

মায়া ও সখিগণ।

সখিগণের গীত।

আয় লো আয় খেল্‌বি যদি সাধের ঝুলনে,
প'রে সবে রঙিন্ সাড়ী নূপুর চরণে।
চলে চল তাড়াতাড়ি, নে ফুল তুলি আঁচল ভরি,
হেলে দুলে খেল্‌বি যদি কুঞ্জ-বিতানে।
১ম সখী—আমি ভাই কৃষ্ণ হব তুই হ' মোর প্রাণের রাই,
দুলাবো তোরে বামে নিয়ে তাই তাই তাই ;
২য় সখী—বটে! বেশ. হ'তে পারি তোর প্রাণের রাধা ধর্‌বি যদি পায়—
১ম সখী—এই ধর্‌লুম্ তোর চরণ দু'টি এখন বামে আয়।
সকলে—মিল্‌লো আজি রাধা-কৃষ্ণ মধুর মিলনে।

১ম সখী। তাহ'লে সখি, এখন ঝুলনের দোলা বাঁধি

মায়া। হাঁ, বাঁধ।

১ম সখী। ওমা! একি! দোলা বাঁধবার দড়ি কোথায়?

২য় সখী—তাইত! দড়ি কি হ'ল? ঐ যা—ভুলে এসেছি।

৩য় সখী। রাজকন্যা, এখন কি হবে?

মায়া। কি আর হবে? যেখান থেকে হয় একগাছা দড়ি সংগ্রহ ক'র্‌তেই হবে। এমন আমোদটা আজ একগাছা দড়ির জন্যে মাটী হবে—তা হবে না।

২য় সখী। কি ক'র্‌ব রাজকুমারি—এখানে দড়ি কোথা পাব?

মায়া। তাওত বটে—যদি কোন উপায়ে—না, এমন দিনটে আজ বৃথা গেল।

(বাপ্পার প্রবেশ)

১ম সখী। ওরে, ও রাখাল—আমাদের একগাছি দড়ি দিতে পারিস্?

বাপ্পা। পারি, কিন্তু—

২য় সখী। পারিস্ ত দে—আবার 'কিন্তু' কি?

১ম সখী। ভেঙ্গেই বল্‌না তুই কি চাস্।

বাপ্পা। তোমাদের কাছে কিছু চাই না।

২য় সখী। তবে কার কাছে চাস্?

বাপ্পা। (মায়াকে দেখাইয়া) এই, এঁর কাছে—

১ম সখী। (২য় সখীকে) ছোঁড়া কি ধড়িবাজ দেখ্‌ছিস্। আমাদের মাঝ থেকে রাজকন্যাকে ত ঠিক চিনে ফেলেচে। ও নিশ্চয় বড় একটা দাঁও মারবার ফন্দি করেচে।

২য় সখী। বড় একটা দাঁও মারবে! তুইও যেমন! একগাছা দড়ির ভারি দাম কিনা! ওরে ছোঁড়া, বলনা কি চাস্?

বাপ্পা। যার কাছে চাইব, তিনি কিছু বলচেন না,—আমি কি ক'রে চাইব বল।

মায়া। একগাছা দড়ির আমাদের বড় দরকার—বল, তুমি তার বিনিময়ে কি চাও?

বাপ্পা। রাজকন্যা, আমি তোমার দোলা বাঁধবার ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি—তুমি আমার এই পাগল প্রাণটাকে বাঁধবার উপায় কর। এযে সমস্ত দিন উধাও হ'য়ে আমায় কি জ্বালাতন করে তা' আর তোমাকে কি ব'লব। দোহাই রাজকন্যা, এর উপায় কর।

মায়া। তা আমি কি ক'র্‌ব ?

বাপ্পা। তুমি ইচ্ছে ক'র্‌লে সবই ক'র্‌তে পার।

মায়া। কি ক'রে ?

বাপ্পা। কেন তুমি কি জান না যে প্রাণ বাঁধতে হ'লে প্রাণ চাই।

৪র্থ সখী। বটে!

১ম সখী। (জনান্তিকে) চুপ, চুপ, বাধা দিস্‌নে। মজা কর। (প্রকাশ্যে) ওঃ, এই কথা। তা এতক্ষণ বলনি কেন? দেখত, পছন্দ হয়—একে—একে—একে—

বাপ্পা। সুন্দরি, চাঁদ ধ'রবার সাধ যার, সে কোন সুখে ক্ষীণদীপ্তি তারার দিকে ফিরে চাইবে!

৪র্থ সখী। তোমরা এ সব কি ক'র্‌ছ? একটা বদমায়েস রাখালের সঙ্গে যা তা আলাপ ক'র্‌ছ? এই,—এখান থেকে চলে যা। কেন এসেছিস এখানে? কার হুকুমে এসেছিস্?—

বাপ্পা। কা'রও হুকুমের অপেক্ষা রাখিনি—পথ দিয়ে যাচ্ছিলেম, গান শুনতে পেলেম। এখানে আস্‌তে ইচ্ছা হ'ল—ফটক খোলা পেয়ে সোজা চলে এলেম।

মায়া। ফটক খোলা কেন?

১ম সখী। রাজকুমারি, অপরাধ মাপ ক'র্‌বেন—ব্যস্ততা বশতঃ আমরা ফটক বন্ধ ক'রে আস্‌তে ভুলে গিয়েছি।

মায়া। প্রহরী কোথায়?

১ম সখী। উৎসব আরম্ভ হয়েছে এখন তাদের ছুটী।

৪র্থ সখী। এই ছোঁড়া,—যা বেরিয়ে যা—

বাপ্পা। বেশ যাচ্ছি—

২য় সখী। দড়ি দিয়ে যা—

বাপ্পা। সেটী হচ্ছে না।

৪র্থ সখী। তবে বেরিয়ে যা—

বাপ্পা। যাচ্ছি।

১ম সখী। যাচ্ছ ত অনেকক্ষণ থেকে—যাও না, কে বারণ ক'র্‌ছে!

বাপ্পা। রাজকুমারি, তা হ'লে আমি যাই।

[প্রস্থান ও অন্তরালে অবস্থান।

মায়া। এমন দিনটা আজ একটা তুচ্ছ জিনিষের অভাবে বৃথা গেল।

১ম সখী। তা হ'লে কি রাখাল ছোঁড়াকে ডাক্‌ব?

মায়া। দুর্! আমি কি তাই বলছি নাকি?

২য় সখী। ডাকলেই বা ক্ষতি কি? ও একটা পাগল। নইলে রাখাল হ'য়ে রাজার মেয়েকে বিয়ে ক'র্‌তে চায়! ডাক্‌না—ওকে নিয়ে একটু আমোদ করা যাক্।

৩য় সখী। আর ও ত সত্যি সত্যি তোমাকে বিয়ে ক'রছে না।

১ম সখী। তবে ডাকি—ও রাখাল—রাখাল—

(বাপ্পার প্রবেশ)

বাপ্পা। কি আমায় ডাকছিলে?

৪র্থ সখী। আজ্ঞে হাঁ। তোমাকে না ত, রাখাল বলে কি মন্ত্রি মশায়কে ডাকছিলেম?

বাপ্পা। কেন ডাক্‌ছিলে?

১ম সখী। দড়ি দাও।

বাপ্পা। তা হ'লে রাজকন্যা—

১ম সখী। হাঁ হাঁ তাই হবে।

বাপ্পা। তোমার কথা শুনব না, রাজকন্যা না বল্লে আমার বিশ্বাস হবে না।

৪র্থ সখী। হয়েছে! সখির চাঁদপানা মুখ দেখে গরীব বেচারীর মাথা ঘুলিয়ে গেছে!

১ম সখী। (মায়ার প্রতি) বল্‌না লো। আহা! যত দেরী ক'রছ তত সময় যাচ্ছে বুঝ্‌তে পার্‌ছ না।

মায়া। (জনান্তিকে) আমার লজ্জা করে—

১ম সখী। তুই ত আর সত্যি সত্যি বিয়ে ক'রছিস না। এযে খেলার বিয়ে—বল না—

মায়া। (বাপ্পাকে) আমি সম্মত আছি।

বাপ্পা। উত্তম। এই রজ্জু নাও। তোমরা দোলা বাঁধ।

১ম সখী। (দোলা বাঁধিতে বাঁধিতে) দেখ, আয় এক মজা করি।

২য় সখি। কি মজা?

১ম সখী। রাখাল যেন সত্যিই মায়ার বর—আমরা এই রকম ভাব দেখাই। তাহ'লে ও একেবারে আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে উঠ্‌বে। কি বলিস?

২য় সখী। বেশ ত, বেড়ে মজা হবে।

১ম সখী। দোলা বাঁধা হয়েছে—তা হ'লে রাজজামাতা, রাজকন্যা আপনারা এই দোলার উপর বসুন।

২য় সখী। রসো, আগে মায়ার কাপড়ের সঙ্গে জামাই বাবুর কাপড় বেঁধে দি। (তথাকরণ) ওমা! ছোড়ার কাপড়ে কি গরু গরু গন্ধ!

(বাপ্পা ও মায়ার দোলার উপর উপবেশন)

বাপ্পা। সুন্দরীগণ, তোমরা এখন মিলনের গান গাও।

৪র্থ সখী। (সখিগণের প্রতি) দেখ, তোমাদের এসব কাণ্ড কারখানা

আমার কিন্তু ভাল লাগছেনা। কি উৎপাত!—শেষে কিনা একটা রাখাল আমাদের হুকুম করছে, আর তাই তামিল ক'রতে হ'বে! আমি এখনই এসব কথা রাজামশাইকে বলে দেব।

১ম সখী। তুই ভাই রাগছিস্—আমাদের ত হাসি আস্ছে। দেখ্ছিস্ না রাখাল হুজুর কি গম্ভীর ভাবে আদেশ ক'র্ছেন।

২য় সখী। আমরাত ভাই আমোদ ক'রতেই এসেছি, এওত এক নূতন রকমের আমোদ। মন্দ কি?

বাপ্পা। কই তোমরা গাচ্ছ না যে?

১ম সখী। এই গাচ্ছি গাচ্ছি।

গীত।

মরি মিলন চমৎকার।
রাখালের পাশে রাজার ঝিয়ারী,
যেন বানরের গলে মুক্তাহার॥
কোকিল কুহুতে রাসভ রাগিনী,
কাঁচের পাশে ফণির মণি,
যেন নবতী বয়সে বালিকা ঘরণী,
আহা হ'লো কি বাহার॥

বাপ্পা। রাজপুত বালিকা—আজ হ'তে তুমি আমার ধর্ম্মপত্নী। আমি এখন বিদায় নিচ্ছি। রাজপুত বালক স্বেচ্ছায় যে ভার গ্রহণ করেছে সে তা অবশ্য বহন ক'রবে। রাজপুত বালিকার ধর্ম্ম তার নিজের হাতে; আমি যাচ্ছি—যখন সময় হবে আবার দেখা হবে। [প্রস্থান।

২য় সখী। ছোঁড়া আচ্ছা পাগল! ও নিশ্চয় মনে করেছে যে সখী তাকে বিয়ে করেছে। খুব মজা হ'ল যা হ'ক!

মায়া। (স্বগত) নিশ্চয় রাখাল নয়—ছদ্মবেশে কোন দেববালক।

১ম সখী। কি সখি কি ভাবছ?—মজ্লে নাকি?

মায়া। দূর্!

দ্বিতীয় দৃশ্য।

আশ্রম সম্মুখস্থ প্রাঙ্গন।

শিষ্যগণ।

১ম শিষ্য। আমি তখনই বলেছিলেম তা গুরুদেবের কিছুতেই বিশ্বাস হ'বে না। এখন দেখ্‌লেত? অমন পয়স্বিনী গাভী—বাঁটে একটু দুধ নেই! এ দুধ যায় কোথা? ঐ বাপ্পা ছোঁড়া নিশ্চয়ই অরণ্যে গোপনে দুগ্ধ দোহন ক'রে পান করে।

২য় শিষ্য। নিশ্চয় তাই। নইলে আমরা দিন দিন সব শুকিয়ে যাচ্ছি, আর বেটাচ্ছেলে দিন দিন ফুল্‌ছে। আর সেকি যে সে ফোলা—সাতটা বাঘে গতর খানা খেয়ে ফুরুতে পারে না।

৩য় শিষ্য। তার উপর গুরুদেবের ব্যবহারটা দেখেছ! আমরা বনে বনে কাষ্ঠাহরণ কর্‌ব, পুষ্প চয়ণ কর্‌ব, আগুন জ্বাল্‌ব, সন্ধ্যা পূজার সমস্ত যোগাড় কর্‌ব আর বাপ্পা বেটা গুরুদেবের প্রসাদ লাভ কর্‌বে। সে দিনত গুরুদেব স্পষ্টই বল্লেন, বাপ্পাই তাঁর প্রিয়তম শিষ্য!

৪র্থ শিষ্য। আমরা সমস্ত দিন খেটে মর্‌ব—একটু শোবার সময় নেই, আর বাপ্পা ব্যাটা গরু কয়টা বনে নিয়ে গিয়ে গোপনে দুধের সদ্ব্যবহার করে তার প্রিয় শিষ্য হবে!

১ম শিষ্য। হবে কি হে—হয়েচে। দেখ এখনও এর একটা প্রতিকার করা কর্ত্তব্য। যদি গুরুদেব মন্ত্রতন্ত্র সব বাপ্পাকে দিয়ে যান।

২য় শিষ্য। ব্যাটার শরীরের জোর দেখেছ—যেন একটা অসুর অবতার। সেদিন আমরা দশজনে যে গাছটাকে উঁচু কর্ত্তে পারিনি—ব্যাটা তাই ২।৩ ক্রোশ দূর থেকে আশ্রমে ব'য়ে নিয়ে এল!

৪র্থ শিষ্য। ঐ যে গজেন্দ্রগমনে আসছেন।

(বাপ্পার প্রবেশ)

বাপ্পা। আপনারা আমার প্রণাম গ্রহণ করুন—

সকলে। সুখী হও। (নিম্নস্বরে) নিপাত যাও—ত্রিরাত্রের মধ্যে ওলাউঠায় ধরুক। ধ্বংস হও।

বাপ্পা। ব'ল্‌তে পারেন কি গুরুদেব কোথায়?—

১ম শিষ্য। (জনান্তিকে) দেখ্‌লে ব্যাটার বিট্‌কেলিটা দেখ্‌লে! আমাদের আর হিসেবেই আন্‌চেন না, একেবারে গুরুদেব। (প্রকাশ্যে) প্রয়োজন?—

বাপ্পা। গাভী নিয়ে অরণ্যে যাত্রা ক'র্‌বার সময় হ'য়েছে তাই তাঁর পাদ-বন্দনা করে যাত্রা ক'র্‌ব—এই মাত্র।

১ম শিষ্য। (জনান্তিকে) ভক্তির চোট্‌টা দেখেছ! বনে যাবেন তা গুরুদেবকে প্রণাম ক'রে যাবেন। এমন ক'রে বশ ক'র্‌তে লাগ্‌লে গুরুদেব চিত্ত স্থির রাখ্‌বেন কি করে?

৪র্থ শিষ্য। (জনান্তিকে) স্পষ্ট বলাই ভাল—

বাপ্পা। আপনারা বোধ হয় অবগত নন। আমি তা হ'লে আশ্রমেই যাই। (প্রস্থানোদ্যত)

২য় শিষ্য। যায় যে। বল না—

৩য় শিষ্য। তুমি বল না—

২য় শিষ্য। আমার ভাই ভয় করে (১মকে) দাদা, তুমি বল—

১ম শিষ্য। দাঁড়াও—দেখ বাপ্পা, তোমার কি ইচ্ছা যে আমরা সব এখান থেকে চলে যাই—

বাপ্পা। আপনি কি বল্‌চেন আমি বুঝ্‌তে পারছি না।

৪র্থ শিষ্য। পার্‌ছ বই কি বাবা মনে মনে খুবই পার্‌ছ—তবে প্রকাশ্যে স্বীকার করছ না। না, আর চুপ করে থাকা যায় না। স্পষ্টই ব'ল্‌তে হ'ল। দেখ বাপ্পা, আমাদের সন্দেহ হয় যে তুমি—তুমি—তুমি—

১ম শিষ্য। অরণ্যে গাভীর দুগ্ধ—

৩য় শিষ্য। দোহন ক'রে পান কর।

৪র্থ শিষ্য। এবং গুরুদেবের নিকট আমাদের বিরুদ্ধে নানা দোষারোপ কর।

১ম শিষ্য। এবং আমাদের অজ্ঞাতে গুরুদেবের নিকট গুপ্ত মন্ত্র শিক্ষা কর।

বাপ্পা। আপনারা আমাকে অন্যায় সন্দেহ ক'র্‌ছেন। আমি আপনাদের চরণে কোন অপরাধ করিনি।

৪র্থ শিষ্য। আরে রেখে দাও তোমার ভেল্‌কী, ওসব চরণ টরণ এখানে চ'ল্‌চে না। আমরা গুরুদেবের মত অমন মূর্খ নই যে তোমার দুই একটা আধ-আধ কথা শুনে সব ভুলে যাব।

২য় শিষ্য। নিশ্চয়। বলি বাপুহে, গোপনে দুধ না খেলে গরুর বাঁটে দুধ থাকে না কেন? আমরা সব শুকিয়ে যাচ্চি আর তুমি দিন দিন এমন ভুঁড়ী ভাসাচ্চ কি ক'রে হে?

বাপ্পা। আমি এর কিছুই জানি না।

১ম শিষ্য। নিশ্চয় জান।

২য় শিষ্য। এখনও বল গরুর দুধ কোথায় যায়?

বাপ্পা। আমি ত পূর্ব্বেই বলেছি—আমি কিছুই জানিনা! আপনারা ভ্রান্ত—

১ম শিষ্য। কি আমরা ভ্রান্ত—আর অভ্রান্ত তুমি! তবে রে চোর—

২য় শিষ্য। মিথ্যাবাদী—

৩য় শিষ্য। ভেল্‌কিবাজ—

৪র্থ শিষ্য। পাষণ্ড, উল্লুক।

বাপ্পা। আপনাদের স্মরণ রাখা উচিত যে মানুষ মাত্রেরই ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে।

১ম শিষ্য। কি চোরের আবার বড় গলা! চুরি ক'রে দুধ খাবি আবার চোখ রাঙ্গাবি!

বাপ্পা। ব্রাহ্মণ! না, তোমরা অবধ্য। অন্য কেউ যদি আজ শিলাদিত্য বংশধর গিহ্লোট বাপ্পাকে এরূপ জঘন্য ভাষায় গালি দিত, তা হ'লে তার জিহ্বা চিরদিনের জন্য নীরব হ'ত। তোমরা কি জান্‌বে ব্রাহ্মণ, যে কে আমি এবং কেন এরূপ দীনভাবে তোমাদের এই অবজ্ঞা, তোমাদের এই ঔদ্ধত্য, তোমাদের এই অত্যাচার নীরবে সহ্য ক'র্‌ছি! আজ আমায় তোমরা ঘৃণ্য চৌর্য্যাপরাধে অপরাধী ক'র্‌তে সাহসী হচ্চ। এত স্পর্দ্ধা, এত দম্ভ, এত ঔদ্ধত্য তোমাদের! কি বলব, তোমাদের দেহ ঐ তিনগাছি সূত্রের অক্ষয় কবচে রক্ষিত, নইলে—না, না এ আমি কি বল্‌ছি—ক্রোধে আত্মহারা হ'য়ে এ আমি কি ক'র্‌ছি! (নতজানু হইয়া) মানব মাত্রই ক্রোধের দাস—আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।

২য় শিষ্য। (কাঁপিতে কাঁপিতে) হাঁ—হাঁ—আমরা ক্ষমা করেছি, তুমি এখন যাও।

বাপ্পা। ওঃ কথায় কথায় কত বেলা হ'য়ে গেল। আপনারা আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। [প্রস্থান।

২য় শিষ্য। নারায়ণ, নারায়ণ—অসুর অবতার। কি ভীষণ ক্রুদ্ধ দৃষ্টি! বাপ্‌রে বাপ্!

১ম শিষ্য। দেখ্‌লে ব্যাটার তেজটা—

৩য় শিষ্য। না, এর একটা প্রতিকার করা একান্ত প্রয়োজন। চল একটা উপায় ভেবে বের করা যাক।

১ম, ২য়, ৪র্থ। চল—চল— [সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

অরণ্যাভ্যন্তর, পর্ব্বত-কন্দর।

শিবলিঙ্গের উপর গাভী দুগ্ধ সিঞ্চন করিতেছে। অদূরে যোগমগ্ন হারীত।

[বাপ্পার প্রবেশ]

বাপ্পা। এই দিকেই ত এসেছে—কোথায় গেল? কি আশ্চর্য্য গাভী! পাল ছেড়ে একাকী এই নিবিড় পর্ব্বত কন্দরে প্রবেশ ক'র্‌লে! কোথায় গেল? কিছুতেই বুঝতে পার্‌ছি না যে পয়স্বিনীর ক্ষীরধারা কি হয়! ব্রাহ্মণগণ আমাকে সন্দেহ ক'রেছেন কিন্তু মা ভবানী জানেন আমি কোন দোষে দোষী নই। যে ভাবেই হ'ক আজ সত্য তথ্য অবগত হবই হব। দেখি গাভী কোথায় যায়—একি! লতাগুল্মের শিরোভাগে মা ভগবতী তাঁর সুধাময় ক্ষীরধারা শতমুখে অভিসিঞ্চন ক'র্‌ছেন! এর কারণ? (অগ্রসর হইয়া) একি! বিস্ময়ের উপর বিস্ময়—আমি জাগ্রত না তন্দ্রাতুর। শিবলিঙ্গ! পর্ব্বত কন্দরের মধ্যে নিবিড় লতাগুল্মাচ্ছাদিত শিবলিঙ্গের মস্তকে পয়স্বিনীর পয়োধারা অনর্গল ধারে সিঞ্চিত হচ্চে! আর সম্মুখে একি বিচিত্র দৃশ্য—বেতস বনের মধ্যে কেন ঐ আলো শিখা! আমি কি কোন মায়া-পুরীতে প্রবেশ ক'রেচি—কিছুই ত বুঝতে পার্‌ছি না—একি বিস্ময়কর ঘটনা—ধ্যান নিরত যোগীবর! ওঃ এতক্ষণে বুঝলেম, কেন গাভীর দুগ্ধ ক্ষরিত হয়। ধন্য আমি, আর প্রসন্ন আমার ভাগ্য—নতুবা—

হারীত। কে তুমি বালক?

বাপ্পা। (প্রণাম করিয়া) দাস শ্রীচরণে প্রণাম ক'রছে। সূর্য্যবংশীয় শীলাদিত্য বংশধর এ অধম দাসকে বাপ্পা ব'লেই জানবেন।

হারীত। আমার তা' পূর্ব্বেই অনুমান করা উচিত ছিল, তুমি ভিন্ন এ দেব-বাঞ্ছিত নির্জ্জন শান্তিময় স্থানে আর কার আগমন সম্ভব! বালক,

তোমার পরম সৌভাগ্য যে তোমার গাভীর ক্ষীরধারা পান ক'রে ভগবান একলিঙ্গদেব পরম পরিতুষ্ট। আমি তোমাকে "একলিঙ্গকা দেওয়ান" উপাধি দিচ্ছি—আজ হ'তে তুমি এবং তোমার বংশধরগণ এই গৌরবের উপাধিতে পরিচিত হবে। তোমার প্রগাঢ় ভক্তি দর্শনে তুষ্ট হ'য়ে আমি তোমাকে শৈব মন্ত্রে দীক্ষিত ক'রে পবিত্র যজ্ঞোপবীতে ভূষিত ক'র্‌ব।

বাপ্পা। গুরুদেব, এ অধম সন্তানের উপর আপনার এত করুণা। আমায় শিখিয়ে দিন কি ক'রে আমি আপনার পদসেবা ক'র্‌ব।

হারীত। বৎস, এতদিন আমি এ নশ্বর সংসার পরিত্যাগ ক'রে অমর-ধামে গমন ক'র্‌তেম, কিন্তু দেবাদিষ্ট হ'য়ে আমি তোমার অপেক্ষায় এতদিন অবস্থান ক'র্‌ছি। তোমাকে শৈব মন্ত্রে দীক্ষিত করে আগামী পরশ্ব প্রত্যুষে আমি এ নশ্বর দেহ পরিত্যাগ ক'র্‌ব। এক্ষণে আমার সঙ্গে এস—

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

রাজপ্রাসাদ। কক্ষ।

(বীরসিংহ, সামুদ্রিক ব্রাহ্মণ, মায়া, ও সখিগণের প্রবেশ)

ব্রাহ্মণ। আমার গণনা অভ্রান্ত। আপনার কন্যার ইতি পূর্ব্বেই বিবাহ হ'য়েছে। পুনরায় পাত্রস্থা ক'র্‌লে তাকে দ্বিচারিণী করা হবে।

বীর। অসম্ভব—আমার কন্যার এখনও বিবাহ হয় নি—হয় আপনি মূর্খ, না হয় আপনার শাস্ত্র মিথ্যা।

ব্রাহ্মণ। বাতুলের মত কি ব'ল্‌চেন মহারাজ ? জ্যোতিষ মিথ্যা !

বীর। ঠাকুর, ও সব শাস্ত্র আর পাণ্ডিত্যের ভেল্‌কি স্থানান্তরে দেখাবেন। আমি যোধসিংহের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিতে কৃত-সঙ্কল্প।

ব্রাহ্মণ। মহারাজ, মহাপাপে পাতকী হবেন। আমি আপনাকে াবধান ক'রে দিচ্ছি—বিবাহিতা কন্যাকে পুনরায় পাত্রস্থা ক'র্‌বেন না। কেন স্বর্গস্থ সপ্ত পুরুষকে পর্য্যন্ত সঙ্গী ক'রে নরকবাসের ব্যবস্থা ক'র্‌বেন। এদিকে এসত' মা—মনে করে দেখ দেখি, কোন দিন কাকেও কোন ভাবে ববাহ ক'রেছ কিনা। ভাল করে ভেবে দেখ—মনে রেখ তোমার কথার টপর তোমার পিতার পরকাল নির্ভর ক'র্‌ছে। কি মা নীরব রইলে যে—

বীর। (স্বগত)—নীরব—আশ্চর্য্য! (প্রকাশ্যে) মায়া, ব্রাহ্মণের াক্যের উত্তর দাও—

সখি। মহারাজ, যদি অনুমতি করেন তবে এ দাসী শ্রীচরণে একটা কথা নিবেদন ক'র্‌তে চায়।

বীর। কি বল?

সখী। সখী একদিন ক্রীড়াচ্ছলে এক রাখালকে বিবাহ ক'রেছিল। সেদিন ঝুলন-বাসরে দোলনা বাঁধ্‌তে গিয়ে দেখি দড়ি নেই। দড়ি না পেয়ে ক্ষুণ্ণ মনে আমরা অবস্থান ক'র্‌ছি এমন সময় এক রাখাল, রাজকন্যা তাকে বিবাহ ক'র্‌বে এই সর্ত্তে আমাদের দড়ি দিয়েছিল—

ব্রাহ্মণ। তারপর?

সখি। তারপর আমরা সখীর কাপড়ের সঙ্গে তার কাপড় বেঁধে দিয়ে দোলায় বসিয়ে দিলাম—

ব্রাহ্মণ। কি মহারাজ মুখ নীচু করে রইলেন যে? জ্যোতিষ সত্য এখন বিশ্বাস হয়েছে!

বীর। কি বল্‌ছ ঠাকুর—সেত ক্রীড়া বিবাহ—

ব্রাহ্মণ। রাজপুত বালিকা কথা দিয়েছে, রাজপুতবালিকা প্রতিজ্ঞা করেছে—মহারাজ, অন্যের পক্ষে সেটা লীলা হলেও রাজপুতের পক্ষে সেটা কঠোর সত্য।

বীরসিংহ। তাহলে কি আপনি বলতে চান যে একটা রাখালের সঙ্গে

আমার কন্যার—ছিঃ ছিঃ ছিঃ—না, এ অসম্ভব। আর সে অনেক দিনের কথা, তখন মায়া বালিকা।

ব্রাহ্মণ। কি ক'র্‌বেন মহারাজ—ভবিতব্যকে কে রোধ ক'রতে পারে?

বীরসিংহ। ঠাকুর আমার কর্ত্তব্য আমি বেশ জানি। তোমার উপদেশের কোন প্রয়োজন নেই। খুব হিতৈষী বন্ধু আমার তুমি! একটা রাখালের সঙ্গে আমার কন্যার বিবাহ!

ব্রাহ্মণ। মহারাজ, মনের সঙ্গে লুকোচুরি খেল্‌বেন না—

বীরসিংহ। ঠাকুর তুমি চুপ কর—কে তোমার পরামর্শ চাচ্ছে। আমি তোমাকে পুনরায় স্তব্ধ হ'তে আদেশ কর্‌ছি—

(বাপ্পা, বালীয়, ও কয়েকজন ভীলের প্রবেশ)

বাপ্পা। কিন্তু মহারাজ! আমি স্তব্ধ হব কি প্রকারে, বিনা বাক্য ব্যয়ে কোন্ রাজপুত তার ধর্ম্মপত্নীকে অপরের গলে মালা দিতে দেখ্‌তে পারে? আমি ত চুপ করে থাকতে পারি না।

বীরসিংহ। কে তুমি?

সখী। মহারাজ এই সেই—

বাপ্পা। সেই শুভ শারদীয় মধুর ঝুলন বাসরে আপনার কন্যার সম্মতি নিয়ে আমি তাকে বিবাহ করেছি।

বীরসিংহ। স্তব্ধ হ—কি স্পর্দ্ধা—কে আছিস্ এ বর্ব্বরটাকে এখান থেকে বের করে দে—

বালীয়। কে বর্ব্বর আছে রে রাজা। তোর কি চোখ দুটি কানা হোয়ে গেছে না কিরে? দেখ্‌চিস না, ছাইয়ে ঢাকা আগ্‌রে, ছাইয়ে ঢাকা আগ্‌। রাখালের কি এমন চেহারা হোয় রে, না এমন বাতচিৎ হোয়, এযে নাগাদিত্য বেটা বাপ্পা আছে।

বীরসিংহ। অসম্ভব নাগাদিত্য পুত্র কতকগুলি ভীলের সঙ্গে মিলে গরু

চরিয়ে বেড়ায় না। তোরা এই মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চকের অনুচর, তোদের কথা আমি বিশ্বাস করিনা।

বাপ্পা। মহারাজ আজ অবিশ্বাস ক'র্‌ছেন করুন, কিন্তু পুনরায় যেদিন আমাদের দেখা হবে সেদিন আপনার বিশ্বাস কর্‌তে হবে, যে এই বর্ব্বরই শীলাদিত্য বংশধর। হাঁ, আর এক কথা। আপনাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি, আমার ধর্ম্মপত্নীর উপর কোন অত্যাচার আমি সহ্য ক'র্‌ব না মনে রাখবেন। [প্রস্থান।

ব্রাহ্মণ। কেমন মহারাজ, জ্যোতিষ সত্য এইবার বিশ্বাস হ'ল।

বীর। ব্রাহ্মণ এখান থেকে চলে যাও।

ব্রাহ্মণ। যাচ্ছি। তবে কি জানেন সত্য কথা বল্‌লে অনেকেই অসন্তুষ্ট হয়। (প্রস্থানোদ্যত ও ফিরিয়া) মহারাজ আপনাকে স্পষ্টই বলে যাই। যোধসিংহের সঙ্গে আপনার কন্যার বিবাহ দেবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করুন। যোধসিংহ অপরের পরিণীতা পত্নীকে বিবাহ ক'র্‌তে অক্ষম।

বীর। সে কথা বলতে তুমি কে ঠাকুর?

ব্রাহ্মণ। মহারাজ বোধ হয় বিস্মৃত হয়েছেন যে যোধসিংহই আমাকে আপনার কন্যার করকোষ্ঠি পরীক্ষা ক'র্‌তে পাঠিয়েছেন।

বীর। তোমার যোধসিংহকে ব'ল যে বীরনগর অধিপতি বীরসিংহের কন্যাকে তিনি বিবাহ না ক'র্‌লে বীরসিংহের কন্যা অনূঢ়া থাক্‌বে না। তার অপেক্ষাও যোগ্যতর পাত্রের অভাব হবেনা।

ব্রাহ্মণ। তা হ'বে কেন? এদেশেত অসভ্য ভীল সাঁওতালের অভাব নেই।

বীর। কে আছিস! এ জানোয়ারটাকে বের করে দেত—

ব্রাহ্মণ। তা আপনি আর অত পরিশ্রম ক'র্‌বেন কেন, আমি নিজেই যাচ্ছি। কিন্তু মহারাজ সাবধান। [প্রস্থান।

বীর। এত অপমান—এত লাঞ্ছনা!—ছিঃ ছিঃ ছিঃ একটা রাখাল—দুর

হ' পাপীয়সী—তোর জন্য আজ আমার উঁচু মাথা হেট হ'ল, যে ব্রাহ্মণ আমার মনস্তুষ্টির জন্য সহস্র মুখে আমার গুণকীর্ত্তন করেছে—আজ সেও আমায় ব্যঙ্গ ক'রে গেল। এও সইতে হ'ল—হা ভগবান! তোদের আজীবন কারাগারে বন্দিনী ক'রে তিলে তিলে বধ ক'রব—যা দূর হ আমার সম্মুখ থেকে। [মায়া ও সখিগণের প্রস্থান।

কিন্তু যুবক রূপবান, কথাবার্ত্তাও নীচ বংশজাতের মত নয়। না, তা কিছুতেই হ'বে না। হ'ক নাগাদিত্য পুত্র—তবু না। একটা রাখাল ছিঃ ছিঃ ছিঃ। একথা ভাবতেও লজ্জায় মাথা নুইয়ে পড়ে। বর্ব্বর জীবিত থাকলে পদে পদে অপমানিত হবার সম্ভাবনা। এ কণ্টকের মুলোচ্ছেদ ক'র্‌তেই হবে—যে ভাবেই হ'ক। [প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

অরণ্য।

ঊর্দ্ধে দীপ্তিময় রথে হারীত—

(নেপথ্যে বাপ্পা) গুরুদেব, গুরুদেব, ক্ষণেক অপেক্ষা করুন—শিষ্যকে শেষবার পাদবন্দনা করবার অবকাশ দিন। রথের গতি বন্ধ করুন—ক্ষণেক অপেক্ষা করুন—

হারীত। তিষ্ঠ (রথ থামিল)

বেগে বাপ্পার প্রবেশ।

বাপ্পা। গুরুদেব দাসকে আশীর্ব্বাদ করুন।

হারীত। বৎস মুখ ব্যাদান কর।

বাপ্পার তথা করণ। হারীত নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিলেন, ও বাপ্পা "একি! নিষ্ঠীবন" বলিয়া ঘৃণাভরে মুখ সরাইলেন। নিষ্ঠীবন ভূমিতে পড়িয়া পদ্ম

হইল। রথ উড়িয়া গেল ও দৈববাণী হইল "হতভাগ্য, অবিমৃষ্যকারিতার জন্য অমর বর থেকে বঞ্চিত হলি, তবে তোর দেহ সর্ব্ব অস্ত্রের অভেদ্য হ'ল"।

বাপ্পা। এ্যাঁ—কি ক'রলাম—পেয়ে হারালাম—ওঃ (মূর্চ্ছা)

বালীয় ও লছমিয়ার প্রবেশ।

লছমিয়া। এখন উপায় দাদা, কোথাও ত বাপ্পার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না—এদিকে তা'কে হত্যা করার জন্য বীরসিংহের অনুচরেরা চতুর্দ্দিকে যে তার সন্ধান করে বেড়াচ্ছে।

বালীয়। হামাগোর ঝাঁকু বলছিল, যে সে ইধার পানে বাপ্পাকে ছুটতে দেখিছে—কুথারে বাপ্পা—কুথারে—

লছমিয়া। এখন কি ক'রবে। ওখানে ও কে শুয়ে? বাপ্পা না? তাইত! এখানে এ ভাবে শুয়ে! বাপ্পা—বাপ্পা—

বালীয়। আরে কুছ বিমারী হইয়েছে? বাপ্পা—বাপ্পা—

বাপ্পা। গুরুদেব, গুরুদেব, ক্ষমা করুন—আমি অজ্ঞান, তাই আঁপনাকে চিন্‌তে পারিনি।

বালীয়। কি বক্‌তিছে রে লছমি, হামিত বুঝ্‌তে পারিনা।

বাপ্পা। ওঃ বড় তৃষ্ণা—একটু জল—একটু জল। (মূর্চ্ছা)

লছমি। একি? একেবারে অজ্ঞান হয়ে পড়ল যে! এখন এখানে জল কোথায় পাই!

বালীয়া। (কান পাতিয়া শুনিয়া) হুঁ! লছমি, শুন্‌ছিস্—দুষমনের পায়ের আওয়াজ।

লছমি। আর কথা বলবার সময় নেই। যাও, যাও, যত সত্বর পার বাপ্পাকে নিয়ে চলে যাও। নিরাপদ স্থানে গিয়ে জলের ব্যবস্থা কর,—

[বাপ্পাকে লইয়া বালীয়ের প্রস্থান।

এমন অবস্থায়ও এক ফোঁটা জল দিতে পারলেম না,—কি ক'র্ব উপায় নেই।

ঘাতকগণের প্রবেশ।

১ম ঘাতক। এদিকেইত কাদের কথা শুনছিলাম, গেল কোথায়? আরে বাহাবা—বাহাবা—বাহাবা—

২য় ঘাতক। বেড়ে চেহারা—

৩য় ঘাতক। মুখখানা যেন ফোটা পদ্মফুল—

১ম ঘাতক। এই ছুঁড়ি—এদিকে কাকেও যেতে দেখেছিস্?

লছমিয়া। হুঁ—

২য়। কোথায়?

লছমিয়া। তা জানি না।

৩য় ঘাতক। কোন দিকে গিয়েছে?

লছমিয়া। (বিপরীত দিক দেখাইয়া) ঐদিক্।

১ম ঘাতক। মিথ্যা কথা। তুই মিথ্যা বলছিস্।

লছমিয়া। আমার কথা বিশ্বাস না কর তোমার যে দিক্ ইচ্ছা যাও।

গীত।

সই কে বলে পিরীতি ভাল।
হাসিতে হাসিতে পিরীতি করিনু কাঁদিয়ে জনম গেল॥
পিরীতি সুখের সাগর দেখিয়া, নাইতে নামিলাম তায়;
নাইয়া উঠিয়া ফিরিয়া চাহিতে লাগিল দুঃখের বায়,
কেবা নিরমিল প্রেম সরোবর, নিরমল তার জল।
দুঃখের মকর ফিরে নিরন্তর প্রাণ করে টল মল॥

ঘাতকগণ। আরে বাহাবা, বাহাবা—

১ম ঘাতক। চিজ্ মন্দ নয়। ছাড়া হচ্ছেনা—

২য় ঘাতক। এই ছুঁড়ী, চল্‌ আমাদের দেখিয়ে দিবি তারা কোথায় গিয়েছে।

লছমিয়া। আমি কেন তা' দেখাতে যাব—তোমাদের দরকার থাকে তোমরা খুঁজে নাওগে'।

৩য় ঘাতক। আমাদের সঙ্গে তোকে যেতে হবে।

লছমিয়া। কোথায়?

১ম ঘাতক। আমরা যেখানে নিয়ে যাই!

লছমিয়া। আমি মেয়েমানুষ, তোমাদের সঙ্গে যাব কি করে?

৪র্থ ঘাতক। কেন?

লছমিয়া। লোকে কি বলবে?

১ম ঘাতক। যা ইচ্ছে তাই বলুক গে'—আমরা কি তাদের কথার ধার ধারি? আমরা কে জানিস্‌?

লছমিয়া। কে?

১ম ঘাতক। আমরা মহারাজ বীরসিংহের ঘাতক।

লছমিয়া। ওরে বাবা—তোমরা ঘাতক! মানুষ মার—! না, আমি তোমাদের সঙ্গে যাব না। আমার ভয় করে।

১ম ঘাতমক। হাঃ হাঃ হাঃ ওযে আমাদের ব্যবসা। তোর কোন ভয় নেই। আমরা যাকে ভালবাসি তাকে কিছু বলি না।

লছমিয়া। তা হ'লে আমাকে তোমরা ভালবাস?

১ম ঘাতক। বাসি না?—তোকে খুব ভালবাসি। তোকে আমরা বিয়ে ক'র্‌ব।

লছমিয়া। তোমরা এত লোকে আমাকে বিয়ে ক'র্‌বে কি করে গা?

১ম ঘাতক। তাওত বটে! আচ্ছা তুই যাকে পছন্দ করিস সেই তোকে বিয়ে ক'র্‌বে। তবে, আমি হচ্ছি, এদের সর্দ্দার, রাজার কাছে আমার খুব মান। আমায় বিয়ে ক'র্‌লে খুব সুখে থাক্‌বি।

২য় ঘাতক। আমি এদের সকলের চেয়ে সুপুরুষ। এই যে গোঁফ জোড়াটা দেখ্‌ছিস এর দাম লাখ টাকা। আমি কাকেও এতে হাত দিতে দি না। আমায় বিয়ে ক'র্‌লে এই লাখ টাকার গোঁফে হাত দিতে পার্‌বি। ভেবে দেখ এ কম সৌভাগ্য নয়।

৩য় ঘাতক। হ্যাঁ ভারি তোমার গোঁফ—আমার দাড়ীর জুড়ী এ জগতে নেই। এ দাড়ী তৈরি ক'র্‌তে কত টাকার ঘি তেল খরচ হয়েছে তা জানিস? আমায় বিয়ে ক'র্‌লে এই দাড়ী দেখে চোক সার্থক ক'র্‌তে পারবি।

৪র্থ ঘাতক। দাড়ী দেখ্‌লেই বুঝি মেয়ে মানুষের সুখ হয়—ভারি জিনিষ কিনা? ওত মুখের উপর কতকগুলো—আবর্জ্জনা। আমায় দেখ্‌ছিস ত,—আমি এদের সবার চেয়ে ছোট। আমার এই নবীন যৌবন, নবীন পিপাসা, নবীন ভালবাসা। তোরও যৌবন কাণায় কাণায় ভরা। আমায় বিয়ে না ক'র্‌লে কি তোর পিরীত জমজমাট হবে?

লছমিয়া। তাইত তোমরা যে আমায় বড় গোলমালে ফেল্লে দেখছি—না—আমি তোমাদের সঙ্গে যাব না। তোমাদের যে দিক্ ইচ্ছা যাও—আমি বাড়ী যাই।

১ম ঘাতক। এ কি রকম কথা হলো—বলি এ কি রকম কথা হ'লো? একি ভদ্রতা?

লছমিয়া। (স্বগতঃ) এতক্ষণ বোধ হয় তারা বন অতিক্রম করেছে, আর ভয় নেই। যাই, এইবার পাপিষ্ঠদের শাস্তির ব্যবস্থা করি গে'।

[গান গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।

১ম ঘাতক। ছুঁড়ী গেল যে। এ্যাঁ!

২য়। দেখ্‌লে, কেমন বোকা বানিয়ে গেল! ঐ ছুঁড়ী নিশ্চয়ই সেই ছোঁড়ার কেউ হবে। আমাদের এতক্ষণ কথাবার্ত্তায় ভুলিয়ে রেখেছিল যেই বুঝেছে যে সে কোন নিরাপদ স্থানে পৌছেচে—সেই চলে গেল।

১ম। বটে! ধর ছুঁড়ীকে—ওকেই আজ রাজার কাছে নিয়ে যাব।

(দূরে লছমিয়ার সঙ্গীত শুনা গেল)

সকলে। ঐ—ঐ— [বেগে প্রস্থান।

পট পরিবর্ত্তন।

(ঘাতকগণের প্রবেশ)

নিবিড় অরণ্য—অন্ধকার।

১ম ঘাতক। তাইত—ছুঁড়ীর পিছনে ছুটে এ কোথায় এসে পড়লাম।

২য় ঘাতক। তোমারইত দোষ—কেন ওকে ধর্‌তে হুকুম দিয়েছিলে—বলত এখন বন থেকে বেরই কি করে!

৩য় ঘাতক। কি নির্ব্বোধের মত কাজই করেছি। হা অদৃষ্ট! হাজার হাজার টাকা পুরস্কার—ওঃ—বরাত্—বরাত্।

৪র্থ ঘাতক। তাতে বড় বিশেষ কিছু যায় আসে না—বেঁচে থাক্‌লে অনেক টাকা আয় করা যাবে, কিন্তু অমন সুন্দরীটা যে হাতছাড়া হ'য়ে গেল—ওঃ আঃ—

১ম ঘা। আরে রেখে দাও তোমার ওঃ—আঃ—এখন মাথা বাঁচাতে পার্‌লে বাঁচি।

৪র্থ ঘা। অমন সুন্দরীই যখন হাত ছাড়া হ'য়ে গেল—তখন এ মাথা থাকল আর গেল তাতে কিছু এসে যায় না।

(লছমিয়ার প্রবেশ)

লছমিয়ার গীত।

ধ'র্‌তে এসে পড়লে ধরা এমনি গ্রহের ফের।
জোর জুলুম ক'র্‌বে যদি, পাবে তবে টের॥
ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি? বুঝ্‌লে সোণার চাঁদ—
পালাবে কোথা? আট্‌কা কলে, এবে শক্ত বাঁধ;

সহজে কি মিট্‌বে এবার? বাকী আছে ঢের,
আজকে সবে থাক হেথায় কাল মিটাব জের॥

ঘাতকগণ। দোহাই সুন্দরি—তোমার পায়ে পড়ি আমাদের ছেড়ে দাও—এই নাকে কাণে খৎ দিচ্ছি আর এমন বেয়াদবি ক'র্‌ব না।

লছমিয়া। (সুরে) আজকে সবে থাক হেথায় কাল মিটাব জের।

[প্রস্থান।

ঘাতকগণ। দোহাই সুন্দরী, আমাদের প্রাণে মের না।

(লছমিয়ার অনুগমন)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

পর্ব্বত ও তৎপাদদেশস্থ প্রান্তর ভাগ।

পর্ব্বতের উপর দেব দণ্ডায়মান।

দেব। পাঁচ বৎসর—এক আধ দিন নয়—পূর্ণ পাঁচ বৎসর—তার সেই অহি বিষজর্জ্জরিত প্রাণহীন নিষ্প্রভ দেহখানি তরঙ্গক্ষিপ্ত কালী নদীর স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে উন্মত্তের মত পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। লক্ষ্য নেই—কার্য্য নেই—আসক্তি নেই। কি অপরাধ করেছি করুণাময় যে আমার এতটুকু সুখও তোমার সহ্য হ'লো না—তাই আমার সংসারের শেষ অবলম্বন—জীবনের একমাত্র বন্ধন—তাকেও তুমি সরিয়ে দিলে! তোমার এ অত্যাচার ভেবেছ আমি নীরবে সহ্য ক'র্‌ব? এই অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গ থেকে ঝম্প প্রদান করে, তোমার দেওয়া প্রাণ ত্যাগ ক'রে তোমার অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবো। তোমার সৃষ্টি ধ্বংস করে তোমায় বোঝাব যে সাজান সংসার ভাঙ্‌লে হৃদয়ে কি আঘাত লাগে—কি বেদনায় প্রাণ অহরহ কাঁদ্‌তে থাকে। করুণাময় ঈশ্বর! এই বেলা যত পার "করুণা" করে নাও—এর পর আর "করুণা" দেখাবার সুযোগ

পাবে না। না আর বিলম্ব কেন? ঐ নির্ম্মম হৃদয়হীন দস্যুর দেওয়া প্রাণ এখনই টেনে ছুড়ে ফেলে দেবে।

বালীয়। (নেপথ্যে) কোথা কে আছিস? একটু পানি দিয়ে পরাণ বাঁচা—

দেব। করুণাময়! এও কি আর এক করুণা তোমার। এক মুখে তোমার করুণার প্রশংসা ক'র্‌তে পার্‌ছি না। জল জল করে আর্ত্তনাদ ক'র্‌ছে—আর এ করুণ দৃশ্য তোমারই রচনা! তবু তুমি সংসারের চক্ষে করুণাময়! একি প্রাণ? হাঃ হাঃ হাঃ! তুমি যে পাষাণ—ঈশ্বরের সৃষ্টি তোমার সম্মুখে খণ্ডে খণ্ডে ভেঙ্গে গড়াবে, তুমি যে তাই তৃপ্তির নয়নে চেয়ে দেখ্‌বে। তবে আবার এ আগ্রহ—এ কম্পন এ হাহাকার কেন?

বালীয়। (নেপথ্যে) ঈশ্বর একটু পানি মিলাইয়ে দে, তোর ছেলিয়ার জান বাচা—আহা হা পানি না খাইয়ে মুখে বাত্ সরচে না রে—

দেব। কি অন্ধ বিশ্বাস! কি দুর্ব্বলতা!—তার কঠোর অত্যাচার প্রত্যক্ষ ক'র্‌ছে তবু তাকেই ডাক্‌বে! মূর্খ! ডাক তোমার ঈশ্বরকে, দেখি সে তার সিংহাসন থেকে নেমে, তোমার পিপাসা নিবৃত্তির জন্য পাত্র পূর্ণ বারি নিয়ে ছুটে আসে কিনা। নির্ব্বোধ! কেন সে পাষাণকে ডাক্‌ছ?—তার চেয়ে মরীচিকার পিছনে ছুট, কিছু আরাম পাবে। হাঃ হাঃ হাঃ—ঐত সম্মুখে নির্ঝরের কাকচক্ষুর মত নির্ম্মল পানীয় রয়েচে, ইচ্ছা ক'র্‌লে এখনই ও হতভাগ্যের প্রাণ রক্ষা ক'র্‌তে পারি। কিন্তু তা ক'র্‌ব না। কিছুতেইনা।—কেন জান? প্রতিশোধ। তোমার সৃষ্টি ধ্বংস হ'ক—আমি যা চাই।

বাপ্পার মূর্চ্ছিত দেহ লইয়া বালীয়ের প্রবেশ।

বালীয়। বাপ্পা, বাপ্পা আহা হা—তোরে কেমন করিয়ে বাচাবে? হামি পানি কুথা পাবে? কি ক'র্‌বে—হামি কি ক'র্‌বে? হামি কেমন করিয়ে দেখ্‌বে যে পানি না পাইয়ে বাপ্পা মরিয়ে যাবে।—কুথা কে আছিস, এক ফোটা পানি দিয়ে জান বাচা। হামি তোর নোকর হইয়ে রব। (নতজানু

হইয়া) ঈশ্বর এক ফোটা পানি মিলাইয়ে দে। বাপ্পা, বাপ্পা, কথা ক রে ভাই —হামি কেমন করিয়ে তোকে বাচাবে!—হামি কি করবে রে, কি করবে?

দেব। কেন? তোমার দয়াল ঈশ্বরকে ডাক—তিনি যে করুণাময়! তোমাদের এ দুর্দ্দশা দেখে তার চোখ ফেটে জল পড়ছে না,—প্রাণ হাহাকার করে কেঁদে উঠে তোমাদের দুঃখ মোচন ক'র্‌তে ছুটে আস্‌তে চাচ্ছে না?—খুব দয়া তোমার? তবু তুমি দয়াময়! কি তৃপ্তি! তোমার সৃজিত একটা প্রাণ আজ তোমার একফোঁটা অনুকম্পার অভাবে— আমার সামনে নষ্ট হচ্ছে—তোমারই রচিত একটি কুসুম তোমারই কঠিন করস্পর্শে বৃন্তচ্যুত হ'য়ে অকালে শুকিয়ে যাচ্ছে। আমি দেখ্‌ছি আর হাস্‌ছি। হাত তালি দিয়ে তাণ্ডব নৃত্য ক'র্‌ছি আর হাস্‌ছি—যা তুমি একদিন আমার সংসার ভেঙ্গে করেছ। কেমন প্রতিশোধ!—একি? পাষাণ গলে বেরুতে চাচ্ছে কেন? হৃদয় দৃঢ় হও। হাসি মুখে দৃঢ় ভাবে দাঁড়িয়ে এ পৈশাচিক দৃশ্য উপভোগ কর। পারবে না? তবু কেঁদে উঠ্‌ছ?

বালীয়। না তোরে বাচাবে—পানি মিললো না—রক্ত খাওয়াইয়ে বাচাবে, বুক চিরিয়ে রক্ত খাওয়াবে, তবু তোকে ছাড়বে না।

দেব। এ্যাঁ!—একি? উন্মাদ!—তাইত, সত্যসত্যই ছুরিকা বের কচ্ছে! দেব, ধিক তোমায়! রাজপুত কলঙ্ক! মানবাধম! হস্ত পরিমিত ভূমির মধ্যে নির্ঝর পরিপূর্ণ পানীয়, আর তোমার সম্মুখে—ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও—আমি জল নিয়ে যাচ্ছি আঘাত করো না—আঘাত করো না— [বেগে প্রস্থান।

বালীয়। কুথা কে রে ভাই—জলদি করিয়ে ছুটিয়ে আয়—দেরি হ'লে মরিয়ে যাবে।

বেগে দেবের পুনঃ প্রবেশ।

দেব। কোন ভয় নেই বন্ধু, এই জল নাও, তোমার বন্ধুর জীবন রক্ষা কর।

বালীয়। (জল খাওয়াইয়া) বাপ্পা, বাপ্পা—

বাপ্পা। বালীয়, কোথায় আমি? আর একটু জল দাও।

বালীয়। এই নে পরাণ ভরিয়ে জল খা। আহা—হা—পানি না পাইয়ে মরতে বসিয়েছিল। দেব্‌তা, তোমারে হামি আর কি বলবে তোমার জন্য হামি জান দেবে। তুমি হামার বাপ্পার জান বাঁচাইয়েছে।

বাপ্পা। (উঠিয়া বসিয়া) বালীয়, ভাই—কে ইনি।

বালীয়। আরে এই দেবতা পানি দিয়ে তোর জান বাঁচাইয়েছে।

বাপ্পা। আপনি আমার প্রাণ রক্ষা করেছেন, কি বলে আপনার নিকট আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাব!

দেব। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোন প্রয়োজন নেই। তৃষ্ণার্ত্তকে জল দেওয়া, ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দেওয়া, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেওয়া, বিপন্নকে কোল দেওয়া—এত মানুষের ধর্ম্ম। আর তাই না করা, রাক্ষসের কর্ম্ম। রাক্ষসীয় প্রবৃত্তির মোহে মানুষের ধর্ম্ম ভুলে গিয়েছিলাম। আপনার বন্ধুর মহৎ দৃষ্টান্তে আমার জ্ঞান চক্ষু উন্মিলীত হয়েছে। বোধ হয় আবার আমি মনুষ্যত্ব ফিরে পেয়েছি।

বাপ্পা। আপনার গৃহ বোধ হয় নিকটে।

দেব। গৃহ! গৃহ আমার নেই। পাঁচ বৎসর আমি গৃহত্যাগী।

বাপ্পা। গৃহত্যাগী! কেন? সংসারে আপনার—

দেব। কে আছে? কেউ নেই। যারা ছিল তাদের একে একে তোমাদের করুণাময় আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। তাঁর দয়া অসীম কিনা!

বাপ্পা। বুঝেছি শোকে আপনাকে ক্ষিপ্ত করেছে।

দেব। ক্ষিপ্ত! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

বাপ্পা। আপনি আমাদের সঙ্গে চলুন।

দেব। কোথায়?

বাপ্পা। কোথায় যে যাব তার এখনও কোন স্থিরতা নেই। তবে—

দেব। বুঝেছি—তোমরাও বিধাতার দয়া আকণ্ঠ পান করেছ উত্তম সঙ্গী। বেশ—চল।

বালীয়। বাপ্পা, তু সারাদিন কুছু খাইচিস্ না। এইখানে বসিয়ে থাক, হামি ফল লইয়ে আসি।

বাপ্পা। বালীয়, আমার জন্য তুমি কত কষ্টই পাচ্চ। তোমার ঋণ এ জীবনে পরিশোধ ক'র্‌তে পার্‌ব না।

বালীয়। আরে, তু কি ক্ষেপা আছিস রে?—তু কি হামার পর আছিস্! [প্রস্থানোদ্যত।

দেব। দাঁড়াও, তুমি একাকী ফল আহরণ ক'র্‌তে পারবে না—আমি সঙ্গে যাচ্ছি।

বালীয়। বাপ্পাকে একা রাখিয়ে যাবো—সে কি ভালো হোবে—বিপদ হইতে পারে। তু এখানে বসিয়ে থাক্ হামি একাই পার্‌বে।

বাপ্পা। না বালীয়, এঁকে তোমার সঙ্গে নাও। আমি এখন সুস্থ হয়েছি, তোমার কোন ভয় নেই।

বালীয়। তবে চল। (প্রস্থানোদ্যত ও ফিরিয়া) বাপ্পা, যদি তারা ইধার পানে আসে চিল্লাইয়ে হামারে ডাকবি—হামি ছুটিয়ে আসবে, বুঝিয়েছিস্!

বাপ্পা। কোন ভয় নেই—যাও বন্ধু। [দেব ও বালীয়ের প্রস্থান। বালীয়, কি পুণ্যবলে তোমার ন্যায় বন্ধু পেয়েছি। পরের জন্য নিজকে এমন করে ভুলে যাওয়া বুঝি এক তোমাদের বন্য ভীল হৃদয়েই সম্ভব।

গোরক্ষনাথের প্রবেশ।

গোরক্ষ। কে তুমি?

বাপ্পা। দাসের প্রণাম গ্রহণ করুন। তপোধন, এ অধম সন্তানকে নাগাদিত্য পুত্র বাপ্পা বলে জানবেন।

গোরক্ষ। আমি তোমারই জন্য এ স্থলে আগমন করেছি। দেবতার আদেশ, তুমি তোমার মাতুল চিতোরপতি মানসিংহের নিকট গমন কর। বৎস, মহৎ কার্য্য নিয়ে তুমি সংসারে আগমন করেছ মনে রেখ। দেবতার আশীর্ব্বাদ তোমার সহায়। এই নাও বৎস দ্বিধার তরবারি। উপযুক্ত মন্ত্রপূত ক'র্‌লে এর সাহায্যে গিরি বিদীর্ণ করা যায়। কিন্তু একবার পাষাণ গাত্রে নিক্ষিপ্ত হ'লে এ অস্ত্র অকর্ম্মণ্য হ'য়ে যাবে। এস তোমাকে মন্ত্র শিখিয়ে দি। (তথাকরণ) বৎস, তুমি ক্ষত্রিয়, রামায়ণের পূত বক্ষে যে সকল প্রাতঃস্মরণীয় বীর পুরুষদের অমর কীর্ত্তিগাথা গ্রথিত রয়েছে, তুমি তাদেরই বংশধর। কায়মন প্রাণে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ কর। আর এক কথা, বাপ্পারাওর বংশধর বলে যে পরিচয় দেবে—রাজপুত বলে গর্ব্বে যার বরানন দীপ্ত হবে, সে যেন কোনদিন কোন কারণে আশ্রয়প্রার্থীকে বিমুখ না করে। সে যেই হ'ক, তাতে শত্রু মিত্র বিচার নেই, জাতি ধর্ম্মের পার্থক্য নেই। এই-ই রাজপুতের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য, চরম সাধনা।

বাপ্পা। আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

গোরক্ষ। আমি এখন বিদায় হই বৎস, (বাপ্পা প্রণাম করিলেন) একলিঙ্গ দেব তোমার মঙ্গল করুন। [প্রস্থান।

বাপ্পা। গুরুদেব, আপনার আদেশ প্রতিবর্ণে পালন ক'র্‌ব। তাতে প্রয়োজন হয় ত প্রাণ দেব। একলিঙ্গ দেবের কেন এত কৃপা আমার উপর? কি মহৎ কার্য্য সাধনের জন্য আমার জন্ম? কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। তুমিই কর্ণধার প্রভু। যেদিকে ইচ্ছা নিয়ে যাও, যা ইচ্ছা করাও, আমি তোমার উপর নির্ভর ক'রে স্রোতে গা ঢেলে দিয়ে পড়ে রইলেম।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

—— ∘:∗:∘ ——

প্রথম দৃশ্য।

উদ্যান। চিন্তামগ্না মায়া।

মায়া। কেন আমি তার কথা ভাবছি? কে সে আমার! সে একটা ইতর রাখাল, আর আমি রাজার মেয়ে। আমাদের মধ্যে যে সমুদ্র প্রমাণ ব্যবধান—তবে? না, সেই একদিনের কএক মুহূর্ত্তে, সে এক মোহময় মনোরম সেতু নির্ম্মাণ করে গিয়েছে, তাই তার চিন্তা ছায়ার মত, আমার মনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, তাই প্রাণের সঙ্গিনীদের সেই মুক্ত প্রাণের মুক্ত উচ্ছ্বাস, সেই হাসি কৌতুক আর আমার ভাল লাগে না। তাই সর্ব্বদা তাদের কাছ থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াই। কি মধুর তার স্পর্শ—জানিনা তাতে কি মাদকতা আছে, নতুবা সমস্ত শরীরে কেন সেই মধুমাখা শিহরণ অনুভব করেছিলাম, প্রতি শিরায় কেন বিদ্যুৎ ছুটেছিল, মনের অজ্ঞাতসারে চোখ কেন লজ্জা সরম সঙ্কোচ ভুলে নির্লজ্জের মত তার মুখের উপর অনিমেষনিবদ্ধ ছিল! কে সে যাদুকর? সে কি সত্যই রাখাল? না, না, সে ছদ্মবেশী কোন দেবকুমার—আমায় মজাতে এসেছিল।

গীত।

বঁধুর লাগিয়া কত না কাঁদিনু, গাঁথিনু ফুলের মালা।
হার শুকায়ল, বাসনা বিফল, কেবলি বাড়য়ে জ্বালা॥
বড় সাধ মনে, এ রূপযৌবনে, মিলিব বঁধুর সনে,
পথ পানে চাহি, কত না সহিব কত প্রবোধিব মনে;
পরাণ বঁধুয়া, এসহে ফিরিয়া, মুছাও নয়ন বারি।
হাম অভাগিনী দিবস যামিনী কত সহি তুয়া স্মরি॥

[জনৈক সখিগণের প্রবেশ ও গীত]

বঁধুয়া কেঁদ না কেঁদ না আর।
আমার ভজন, তোমার চরণ,
তুমি যে গলারই হার ॥
মুছায়ে নয়ান, আকুল পরাণ,
পরিতে তোমারি মালা।
(আজি) হৃদয় ধরিয়ে অধর চুমিয়ে,
ঘুচাব সকল জ্বালা ॥

মায়া। (স্বগত) সর্ব্বনাশ! ধরে ফেলেছে নাকি? (প্রকাশ্যে) হাঃ-হাঃ হাঃ, আচ্ছা, সখি এখন বলত কেমন হ'ল?

সখি। কি কেমন হ'ল!

মায়া। কেন! এই যে আমি বিরহ বিধুরা নায়িকার ভূমিকা অভিনয় ক'র্‌লাম। আমি যেন প্রানেশ্বরের বিরহে কাতর হ'য়ে, তার পথের দিকে চেয়ে আছি—

সখী। বটে!

মায়া। আচ্ছা সখি, বাস্তবিক যদি আমার এ অভিনয় নিখুঁত হ'য়ে থাকে, তাহ'লে তুমি আমার কল্পনা শক্তিকে নিশ্চয় বাহাবা দেবে। কি বল?

সখী। কারণ?

মায়া। বাঃ—কোন বিরহিনীকে না দেখে তার অনুকরণ করাটা কি তুমি সহজ মনে ক'র্‌লে? তার উপর তোমায় দেখে আমার সেই অপ্রস্তুতের অভিনয়—সেই থত মত অভাব, যেন আমার ভয়ানক একটা গুপ্ত রহস্য তুমি জেনে ফেলেছ—একি কম কল্পনা শক্তির পরিচায়ক?

সখী। বলিহারি! বলি এখনও যে চখের জল শুকোয়নি।

মায়া। (চক্ষুমুছিয়া) কই? তাইত! এ্যাঁ এত স্বাভাবিক হয়েছে!—

এত সুন্দর অনুকরণ হবে, এযে আমি কোন দিন কল্পনাও ক'র্‌তে পারিনি। অভিনয়ে চক্ষের জল পর্য্যন্ত পড়েছে—এত স্বাভাবিক!—আশ্চর্য্য!

সখী। চমৎকার! ধন্য মেয়ে!

(**দ্বিতীয় সখার প্রবেশ**)

২য় সখী। ওরে বাপ্‌রে বাপ্‌। কোথায় যাব গো? কোথায় পালাব গো?—আমার কি হবে গো?—আমি কেন আঁতুড় ঘরে মরিনি গো?—আমি কেন এখনও বেঁচে আছি গো?

মায়া ও ১ম সখী। কি—কি? কি হয়েছে?

২য় সী। আর কি হয়েছে—দেখ গিয়ে রাজামশার হাত পা পেটের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে, আর মন্ত্রী মশার মুখের ভেতর ভুধামা মাছি গিয়েছে।

১ম সখী। আর তোর বাপ সেনাপতি মশার কি হয়েছে?

২য় সখী। আর কি হ'বে? চোখ দুটো রক্তজবার মত রাঙা হ'য়েছে—যেন কপাল থেকে খসে পড়তে চাচ্ছে আর কেবল দাঁত কড় কড়ি আর তলোয়ারের ঝন্ ঝনিতে দিব্য ঐক্যতান বাদ্য হচ্ছে!

মায়া। কেন? হয়েছে কি?

২য় সখী। হবে আর কি? আমার মাথা আর আমার মুণ্ডু।—ঐ যে সেই পাঠান রাজা যার রাজত্ব সেই গজনী না সজনীতে।

মায়া। কে? সেলিম?

২য় সখী। ওমা মা—তাইত বলি সাধে কি লোকে বলে যে "যার বিয়ে তার দেখ্‌তে নেই, পাড়া পড়শির ঘুম নেই।"

মায়া। কার বিয়ে রে?

২য় সখী। নেকী আর কি? কার বিয়ে তা আর তুমি জান না, তাই আধ আধ স্বরে ৫ বছরের খুকীর মত জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছ কার বিয়েরে! কেন? তোমার বিয়ে।

মায়া। নেকামী রাখ, কি হয়েছে বল।

২য় সখী। ঐ সেই গজনীর রাজা, যে তোমাকে বিয়ে ক'র্‌তে চেয়ে দূত পাঠিয়েছিল, ঐ যার দূতকে তোমার বাবা অপমান করে তাড়িয়ে দেন—সে তোমাকে জোর করে বিয়ে ক'র্‌বে বলে সৈন্য নিয়ে আস্‌ছে। রাতারাতি এসে পড়বে।

মায়া। সেকি! ভাই, কি হ'বে? ওঃ—কেন আমি জন্মেছিলেম। বাবা কি তার গতিরোধ ক'র্‌তে পার্‌বেন—শুনেছি সে প্রবল পরাক্রান্ত। আমি কি ক'র্‌বো? কোথায় যাব?

(লছমিয়ার প্রবেশ)

লছমিয়া। ভাগ্যবতি, কোন ভয় নেই তোমার। গজনীনৃপতির সাধ্য কি যে তোমার কেশাগ্র স্পর্শ করে। যে মহাপুরুষ স্বেচ্ছায় তোমার ভার গ্রহণ করেছেন—যিনি তোমাকে সযত্নে বুকে তুলে নিয়েছেন তাঁর বাহুদ্বয় তোমাকে রক্ষা ক'র্‌তে অশক্ত নয়। তার আদেশবাহী সব, সর্ব্বদা তোমার প্রহরায় নিযুক্ত আছে। কোন চিন্তা নেই তোমার।

মায়া। কে আপনি?

লছমিয়া। আমি তোমার এক বোন।

১ম সখী। তুমি কার কথা বলছিলে গো? কে সে?

মিলছয়া। এর মধ্যে তাকে ভুলে গিয়েছে? তোমারা ভুলতে পার—কিন্তু রাজনন্দিনী নিশ্চয় তাকে ভোলেন নি। তোমাদের সখিকে জিজ্ঞাসা কর।

১ম সখী। কেলো? কার সঙ্গে আবার আমাদের গোপন করে প্রেম করেছিস? বল্‌না?

মায়া। সখি সেই ঝুলন।

১ম সখী। আরে সে যে এক ছোড়া রাখাল।

২য় সখী। আর তার সমস্ত গায়ে গরু গরু গন্ধ।

১ম সখী। তার সঙ্গে আবার কি ?

২য় সখী। তুমি কি পাগল নাকি গা ? কি বল্‌ছ ?

লছমিয়া। পাগল আমি নই—পাগল তোমরা। তাই ছাই চাপা আগুন চিন্‌তে পারনি। তাকে যদি রাখালই মনে করে থাক—বেশ সেই রাখালের প্রতাপ দেখে চক্ষু সার্থক ক'রো। আর আমার বিলম্ব ক'র্‌বার সময় নেই।—রাজনন্দিনি, আবার বলছি তোমার কোন ভয় নেই; তোমার কর্ত্তব্য তুমি করে যাও—তার কাজ তিনি নিশ্চয় ক'র্‌বেন। আমি যাচ্ছি। তুমিও প্রাসাদে যাও। [প্রস্থান।

১ম সখী। মাগী পাগল! – নইলে আবল তাবল বক্‌বে কেন ?

২য় সখী। মাগী অমনি অমনি চলে গেল—দুটো গালাগালও দিয়ে দিলেম না। (পশ্চাৎ দিক্‌ হইতে ছদ্মবেশী সেলিম ও ইয়াজিদের অতি সন্তর্পণে প্রবেশ ও তাহাদের নিকটে গমন) আমি কি দিন দিন বোকা হচ্ছি ? এ্যাঁ বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পাচ্ছে ? এর শোধ তুলব—মাগীকে ডেকে দুটো গালাগাল দিয়ে তবে ছাড়ব। হ্যাঁ। ও মাগী—এ্যাঁ এ্যাঁ কে তোমরা—ওরে বা—বা—

সেলিম। খবরদার—চুপ (ইয়াজিদকে ইঙ্গিত করিলেন ও ইয়াজিদ ২য় সখীর মুখ বাঁধিতে গেল)

২য় সখী! কে তোমরা ? কেন এখানে এসেছ—

(সেলিম তরবারি বাহির করিয়া তাহার গলার ধারে লইয়া)

সেলিম। খবরদার—একটা কথা বল্‌লে কেটে ফেল্‌ব!

মায়া। (১মকে জড়াইয়া ধরিয়া) সখি কি হবে ? কি হবে ?

সেলিম। কোন ভয় নেই সুন্দরি—আমি তোমার দাস। তোমার জন্যই এতদূর এসেছি—এখন আমার সঙ্গে এস।

মায়া। সখি, আমায় রক্ষা কর—আমায় রক্ষা কর।

সেলিম। আমার সঙ্গে এস। সুন্দরি স্বেচ্ছায় না এলে, তোমার স্পর্শ সুখ থেকে আমি নিজেকে বঞ্চিত কর্‌ব না।

মায়া। আপনি আমার পিতা—আমায় ছেড়ে দিন।

সেলিম। কোথা যাবে সুন্দরি? চমৎকার কৌশল তোমার ইয়াজিদ! সৈন্যক্ষয় নেই, রক্তপাত নেই—একেবারে বাজীমাৎ। তোমায় আমি যথেষ্ট পুরস্কার দোব।

ইয়াজিদ। যা দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছেন তাই চাই—অন্য কিছুর প্রত্যাশা রাখি না।

সেলিম। সেটা বড় বেশী হয় ইয়াজিদ।

ইয়াজিদ। কি আপনি নোসেরাকে অর্পণ ক'র্‌তে অস্বীকার ক'র্‌ছেন? এখনও স্পষ্ট বলুন—তা হ'লে—

সেলিম। না আমি প্রস্তুত আছি।

ইয়াজিদ। মনে থাকে যেন।

সেলিম। নিশ্চয়। আর সেত কোরাণ ছুয়ে শপথ করেছি। দেরী হচ্ছে। এস সুন্দরি—এস। ইয়াজিদ বোধ হয় বল প্রকাশের আবশ্যক হ'বে; তাতেও আমরা পশ্চাদপদ নই। এস সুন্দরি।

মায়া। কে কোথায় আছ রক্ষা কর—ম্লেচ্ছের কবল থেকে রাজপুত রমণীকে রক্ষা কর।

ভীল অনুচর সহ লছমিয়ার প্রবেশ।

লছমিয়া। কোন, ভয় নেই দেবী। ম্লেচ্ছের সাধ্য কি যে তোমার অঙ্গ স্পর্শ করে। কাপুরুষ তস্করদের বধ কর।

(যুদ্ধ করিতে করিতে ভীলগণ, সেলিম ও ইয়াজিদের প্রস্থান)

অরণ্য মধ্যে বৃক্ষবদ্ধ অশ্ব দেখে আমি এইরূপই অনুমান করেছিলেম যাও—অন্তঃপুরে যাও।

মায়া। কি বলে আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাব! আপনি আমার ধর্ম্ম রক্ষা করেছেন—আমার পিতার মুখ রেখেছেন।

লছমিয়া। সুন্দরি, আমি কে? তাঁর আজ্ঞাবাহী ভৃত্য মাত্র। তুমি তাঁরই কাছে কৃতজ্ঞ। তাঁর কাছে কি করে কৃতজ্ঞতা জানাবে তা সময়ে বলে দোব। যাও, এখন প্রাসাদে যাও।

১ম সখী। কিছুই বুঝতে পার্‌ছি না? কি এ সব? আপনি কে?

লছমিয়া। (হাসিয়া) পরে জান্‌তে পার্‌বে! [সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

চিতোর। কক্ষ।

বাপ্পা ও দেব।

বাপ্পা। না—আমি তোমার মলিন মুখ দেখ্‌তে চাইনা। কি আশ্চর্য্য! এতদিন এক সঙ্গে আছি, একদিনও তোমাকে প্রাণখুলে হাস্‌তে দেখলাম না।

দেব। তাতে আশ্চর্য্য হচ্ছ কেন বন্ধু? প্রাণখুলে হাস্‌ব কি করে? এ প্রাণে যে হাসি সে ফুটিয়েছিল, তা তার সঙ্গে সঙ্গেই ঝরে গিয়েছে। তোমাদের আনন্দে যোগ দিতে কি আমার ইচ্ছা হয় না? হয়, কিন্তু পারি না। হাস্‌তে যাই, আর তখনই কি মনে পড়ে যায়। পরক্ষণেই হাসি অধরে শুকিয়ে গিয়ে একটা বুক ভাঙ্গা তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে পরিণত হয়।

বাপ্পা। ঐ তোমার সববিষয়েই বাড়াবাড়ি—আর কারও স্ত্রী ত মরেনি—শুধু তোমায় স্ত্রীই মরেছে। কেন বসে ভাব? কার্য্য স্রোতে গা ঢেলে দাও, জগতের মধ্যে আপনাকে ডুবিয়ে ফেল, দেখবে তোমার প্রাণের ক্ষত আরোগ্য হয়ে যাবে! আর এই ভাবে বসে বসে হা হুতাশ ক'র্‌লে ত তুমি বেশী দিন বাচবেও না। কেন এ অকাল মৃত্যুকে ডেকে আন্‌বে?

দেব। তোমার মুখে পুষ্প চন্দন বৃষ্টি হ'ক! যেন তাহাই হয়। এ জ্বালা আমি সহ্য ক'র্‌তে পারি না। তুমি জান না বাপ্পা সে আমার কি ছিল, আর তুমি কল্পনাও ক'র্‌তে পারনা যে সে আমাকে কত ভালবাসত! কর্ম্মক্লান্ত অবসন্ন দেহে গৃহে এসে যখন তার কোলে মাথা রেখে শয়ন ক'র্‌তেম, চোখ দুটো পলকহীন হ'য়ে তার মুখের উপর লেগে থাক্‌ত, আর তার চোখ দুটী কতভাবে কত ভাষায় কত ছন্দে আমায় যেন বল্‌ত যে সে আমারই। সে চাহনিতে—না থাক সে কথা—আমার কাছে ওর শেষ নেই, অন্য কথা বল। তুমি হয়ত এ উন্মত্তের প্রলাপে বিরক্ত হচ্ছ।

বাপ্পা। সে কি? তোমার দুঃখের কথা আমায় বল্‌ছ, তাতে কেন আমি বিরক্ত হব! যদি একজন আর একজনকে তার দুঃখের কাহিনী বল্‌তে না পেত, যদি একজনের দুঃখে আর একজন সমবেদনা না জানাত, তবে এ সংসার শ্মশানে পরিনত হত। ভাই, আমার একটা অনুরোধ রাখবে?

দেব। যদি সম্ভব হয় অবশ্য রাখ্‌ব। কেন রাখব না? শোকে আমায় উন্মাদ করেছে সত্য, কিন্তু আমি অকৃতজ্ঞ নাই। আমি কি বিস্মৃত হয়েছি যে তুমি প্রবল পরাক্রান্ত চিতোরাধিপতির ভাগিনেয়—চিতোরের প্রধান সামন্ত এক হতভাগ্য গৃহহীন রাজপুত যুবককে বন্ধুভাবে গ্রহণ করেছ? তোমার এ করুণা আমি এ জীবনে বিস্মৃত হব না।

বাপ্পা। আর এও বোধ হয় বিস্মৃত হওনি যে সেই হতভাগ্য গৃহহীন রাজপুত যুবকই এই চিতোরের প্রধান সামন্তের প্রাণদাতা। দেব, আমিই তোমার নিকট কৃতজ্ঞ।

দেব। ওসব যাক্—বল, তোমার কি অনুরোধ?

বাপ্পা। তাকে ভুলে যাও, অন্ততঃ ভুলতে চেষ্টা কর। কেন এক মর্ম্মপীড়ক স্মৃতি নিয়ে জ্বল্‌ছ? তার চেয়ে বুক বেঁধে নূতন উদ্যমে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করে সংসারকে অন্যচক্ষে দেখ্‌তে চেষ্টা কর।

দেব। হাঃ হাঃ হাঃ তাকে ভুলব! ঐ তরবারি খানা নিয়ে এস, আমার বুকে বসিয়ে দাও—এই বুক এগিয়ে দিচ্ছি। বাপ্পা! বালক তুমি—ভাই এ অনুরোধ ক'র্‌ছ। তার চেয়ে হিমালয়কে অন্তস্থানে উঠে যেতে বল্‌লে বোধ হয় অধিক কৃতকার্য্য হতে। জান বাপ্পা, তার স্মৃতি আমার প্রাণ—জান বাপ্পা, তার স্মৃতি অটুট অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে আমি এ পাঁচ বৎসর কোন স্ত্রীলোকের মুখ দেখিনি—আর কখনও দেখব না প্রতিজ্ঞা করেছি। কি জানি যদি তার আসন নড়ে যায়। প্রাণ বড় বিশ্বাসঘাতক—আমি তাকে বিন্দুমাত্রও বিশ্বাস করি না।

বাপ্পা। আমায় ক্ষমা কর বন্ধু। আমি তোমার ভালবাসার গভীরত্ব উপলব্ধি ক'র্‌তে পারিনি। তোমার কথায় আমার চোখেও জল এসেছে। ধন্য তুমি!

(নেপথ্যে লছমিয়ার গীত)

"যুবক অথবা বালক বৃদ্ধ হও সবে আগুয়ান।"

বাপ্পা। একি? কার স্বর? লছমিয়ার?—এ সময়ে!
একি! তুমি চমকালে যে?

দেব। চুপ্‌—

(নেপথ্যে লছমিয়ার গীত)

যুবক অথবা বালক বৃদ্ধ হও সবে আগুয়ান।
পর বীর-সাজ অটল হৃদয়ে, ধর করে খরশান।
অই—আসিছে পাঠান হরিয়া লইতে,
তোমাদের নারী তোমরা থাকিতে;
রবে কি সুপ্ত ক্ষত্রবীর্য্য—ম্লেচ্ছ দলিবে নারীর মান?

দেব। অসম্ভব! অসম্ভব!!—সাবধান—তবুও—তবুও (জোরে বক্ষ চাপিয়া ধরিলেন)

বাপ্পা। দেব, তুমি কি অসুস্থ ?

দেব। না—কে গাচ্ছে ?

বাপ্পা। আমি বুঝতে পার্‌ছি না ? তবে লছমিয়ার কণ্ঠস্বরের মত ? এ সময়ে তারও ত আসবার কোন কারণ দেখি না।

দেব। লছমিয়া ?—

বাপ্পা। বালীয়ের ভগ্নী—এই যে লছমিয়া।

লছমি ও বালীয়ের কয়েকজন সৈন্যসহ প্রবেশ।

লছমিয়া, তুমি এ সময় এখানে ?

বালীয়। তুষ্‌মন মাকে ধরিয়ে লিতে আইছে। হামার লোক সব হাজির আছে। হুকুম দে ?

বাপ্পা। সে কি লছমিয়া ?

লছমিয়া। গজনীর সুলতান মায়াকে বলপূর্ব্বক নিয়ে যাবার জন্য বহু সৈন্য নিয়ে বীরনগর অবরোধ করেছে। শীঘ্র না গেলে মায়ার উদ্ধার অসম্ভব।

দেব। (স্বগত) আবার—আবার—সাবধান। হৃদয় দৃঢ় হও—

বাপ্পা। সেকি ? আমিত কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।

বালীয়। আর বুঝবি কি ? হুকুম দে—তুষমনকে সাজা দিয়ে মাকে লইয়ে আসি।

বাপ্পা। ব্যস্ত হয়ো না বন্ধু—আমায় সব জান্‌তে দাও।

লছমিয়া। সেলিম মায়াকে বিবাহ ক'র্‌বার প্রস্তাব করে বীরসিংহের নিকট এক দূত পাঠায়। বীরসিংহ সে দূতকে অপমান করে তাড়িয়ে দেন।

বাপ্পা। উত্তম করেছে—তার পর ?

লছমিয়া। সুলতান ক্রুদ্ধ হয়ে বহু সৈন্য নিয়ে বীরনগর আক্রমণ করেছে। তার প্রতিজ্ঞা—যে ভাবেই হয় মায়াকে বিবাহ ক'র্‌বে।

বাপ্পা। বটে! এত স্পর্দ্ধা!—শৃগাল হ'য়ে সিংহীকে—একি দেব? একি মূর্ত্তি তোমার!—ওষ্ঠদ্বয় সংবদ্ধ—মুখখানা রক্তশূন্য, পাণ্ডুবর্ণ—সমস্ত শরীর পবনান্দোলিত বেতস পত্রের মত সঘনে কাঁপছে!

দেব। আ—মি—অ—সু—স্থ। [প্রস্থান।

বাপ্পা। অদ্ভুত। এমন হৃদয়, এমন প্রতিভা এক মরিচিকার পেছনে ঘুরে নষ্ট হচ্ছে। বালীয়, আর সময় নেই। তোমার অনুচর বর্গকে প্রস্তুত হ'তে আদেশ দাওগে, এই মুহূর্ত্তে আমরা যাত্রা ক'র্‌ব। [বালীয়ের প্রস্থান।

কি স্পর্দ্ধা এই সুলতানের! শৃগাল হ'য়ে সিংহীকে—কত সৈন্য নিয়ে সুলতান বীরনগর অবরোধ করেছে?

লছমিয়া। বিশ সহস্রের কম হবে না।

বাপ্পা। বিশ সহস্র!—আর আমার পঞ্চশত অর্দ্ধশিক্ষিত রাজপুত ও ভীল সৈনিক। চমৎকার যুদ্ধ! বেশ হয়েছে—এই আমার অদৃষ্ট পরীক্ষার উত্তম সুযোগ।

বালীয়ের সৈন্যগণসহ প্রবেশ।

বালীয়। সব তৈয়ার আছে বাপ্পা—হুকুম দে।

বাপ্পা। ভাইসব আজ রাজপুতের এক কঠোর পরীক্ষার দিন। তোমাদের মান সম্ভ্রম, তোমাদের ধর্ম্ম এক রাক্ষসের দানবীয় লালসা গ্রাস ক'র্‌তে চাচ্ছে। তার সৈন্যবল, তার অস্ত্রবল তোমাদের চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ,—তা বলে কি তোমরা জড়ের মত খাড়া হ'য়ে, তোমাদের চোখের সামনে তোমাদের রমণীর অবমাননা দেখ্‌বে?—মৃন্মূর্ত্তির মত নিশ্চল হ'য়ে রাজপুতের মর্য্যাদাকে ম্লেচ্ছের পদতলে নুয়ে পড়তে দেখ্‌বে? যদি এমন কাপুরুষ কেউ থাক—গৃহে ফিরে যাও।

সৈন্যগণ। আমরা সবাই যুদ্ধ ক'র্‌ব। জয় চিতোরের জয়—

বাপ্পা। ভাই সব তারা আস্‌ছে, এক উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়পরায়নতার দ্বারা

চালিত হ'য়ে আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের মর্য্যাদা, আমাদের কুলমান গ্রাস-ক'র্‌তে—আর আমরা যাচ্ছি, প্রাণের আবেগে, কর্ত্তব্যের উত্তেজনায় তাই রক্ষা ক'র্‌তে,—তারা আস্‌ছে সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের মত ভীম ভৈরব গর্জ্জন নিয়ে দুকুল প্লাবিয়ে, আর আমরা যাচ্ছি—কয়েক খণ্ড প্রস্তর নিয়ে তার প্রবল স্রোত প্রতিরোধ ক'র্‌তে—এ ক্ষেত্রে মরণ অবশ্যম্ভাবী। তোমাদের মধ্যে যারা এই মরণকে স্বেচ্ছায় বরণ ক'র্‌তে প্রস্তুত আছ, যাদের প্রাণ রাজপুত কামিনীর এই বিপদে আকুল হ'য়ে উঠে তার রক্ষার্থে আগুয়ান—তারা আমার সঙ্গে এস। মনে রেখ, সাধু উদ্দেশ্যে একলিঙ্গ দেব আমাদের সহায়।

সৈন্যগণ। আমরা সকলেই প্রস্তুত। এ যুদ্ধে আমরা প্রাণ দেব।

বাপ্পা। উত্তম। জয় একলিঙ্গজীর জয়।

সকলে। জয় একলিঙ্গজীর জয়, জয় বাপ্পারাওএর জয়।

দেবের প্রবেশ।

দেব। আমি?

বাপ্পা। যা ইচ্ছা ক'র্‌তে পার? ইচ্ছা হয় আমার সঙ্গে এস।

দেব। বেশ—তাই হোক।

সকলে। জয় একলিঙ্গজীর জয়। [প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

বীরনগর প্রাসাদস্থ কক্ষ।

সেলিম ও নোসেরা।

নোসেরা। বাবা, শুনলেম তুমি বীরনগরাধিপতিকে বন্দি করেছ?

সেলিম। হ্যাঁ মা। সিংহকে পিঞ্জরাবদ্ধ করেছি।

নোসেরা। রাজপুত কেমন যুদ্ধ ক'র্‌ল!

সেলিম। নোসেরা, এ যুদ্ধে আমি আমার পাঁচ হাজার বীরকে হারিয়েছি। ভেবেছিলেম রাজপুত জাতি যুদ্ধবিদ্যায় অপারদর্শী। কিন্তু এবার আমার সে ভুল ভেঙ্গে গিয়েছে। সহস্র সৈন্য মাত্র সহায় করে বীরসিংহ আমার বিশ সহস্র সৈন্যের গতিরোধ করে। প্রাতঃকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঘোরতর সংগ্রাম চলেছিল। যুদ্ধান্তে আমি বীরসিংহের সহস্র সৈন্যের মধ্যে দশ জনকেও বন্দি ক'র্‌তে পারিনি, একে একে তারা সম্মুখ সংগ্রামে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছে। বহু অনুসন্ধানের পর রাশি রাশি শবস্তূপের মধ্যে বীরসিংহের আহত মূর্চ্ছিত দেহ পেয়ে তাকে বন্দি করেছি।

নোসেরা। চমৎকার! এখন কি ক'রবেন?

সেলিম। কাল বীরসিংহের বিচার হবে।

নোসেরা। বিচারে তাকে মুক্ত করে দেবেন নিশ্চয়।

সেলিম। তা ঠিক বলতে পারি না।

নোসেরা। বাবা—

সেলিম। নোসেরা তুমি বিস্মৃত হচ্ছ যে বীরসিংহ আমার অপমান করেছে।

নোসেরা। আপনি ত তার উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দিয়েছেন। এখন তাকে মুক্ত করে তার রাজ্য তাকে ফিরিয়ে দিয়ে একটা কীর্ত্তি রেখে দেশে ফিরে চলুন।

সেলিম। কিন্তু এখনও ত আমাদের বিবাদের কারণ দূরীভূত হয় নি।

নোসেরা। কি সে কারণ?

সেলিম। আমি বীরসিংহের কন্যার পানি প্রার্থনা করেছিলেম। যদি বীরসিংহ তার কন্যাকে আমার হস্তে অর্পণ ক'র্‌তে স্বীকৃত হয়, আমি তাকে মুক্ত করে তার রাজ্য তাকে ফিরিয়ে দেব। নতুবা—

নোসেরা। তাকে বধ করে বল প্রয়োগে তার কন্যার পানি গ্রহণ ক'রবেন। কেমন? তা মন্দ নয়, সে একটা বেশ দেখবার জিনিষ হবে।

বীরসিংহের সন্থ উষ্ণ রক্তে রঞ্জিত আপনার হস্তে বীরসিংহ-দুহিতার কম্পিত হস্ত বেশ মানাবে! আর বীরসিংহের কন্যা তার পিতৃঘাতককে কেমন ভালবাসে এ দেখ্‌তে, আমার বিশ্বাস স্বয়ং খোদাও স্বর্গ থেকে নেমে আস্‌বেন। বাবা, আমার বিশ্বাস আপনি খোদার চেয়েও শক্তিমান।

সেলিম। যাও, যাও, ও সব বাজে কথার উত্তর দেবার আমার সময় নেই। আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রতে এসেছি, তার যথাযথ উত্তর দাও।

নোসেরা। আজ্ঞা করুন।

সেলিম। তুমি ইয়াজিদকে বিবাহ ক'র্‌তে স্বীকৃত কি না?

নোসেরা। আমার ত অনেক দিন বিয়ে হয়েছে।

সেলিম। সে কি! কার সঙ্গে?

নোসেরা। আপনি জানেন না? (ইয়াজিদের অলক্ষ্যে প্রবেশ) আমি যে বহুদিন পূর্ব্বে আমার বর বেছে নিয়েছি। আপনার পোষা কুকুরটা, যেটা আপনার আদেশে আপনার পাদুকা লেহন করে, সেই আপনার জামাতা। আমার পছন্দের তারিপ ক'র্‌তে হবে—কি বলেন?

ইয়াজিদ। সুলতান!

সেলিম। কে? ইয়াজিদ! এখানে! ওঃ—তা কতক্ষণ এসেছ? বিশেষ দরকার আছে? [নোসেরার প্রস্থান।

ইয়াজিদ। হাঁ একটু দরকার আছে। আমি আপনার প্রতিজ্ঞার বিষয় আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে, আমার পুরস্কার প্রার্থনা ক'র্‌তে এসেছি।

সেলিম। ইয়াজিদ, তাতে একটু অন্তরায় ঘটেছে।

ইয়াজিদ। কি রকম?

সেলিম। নোসেরা বোধ হয় তোমাকে বিবাহ ক'র্‌তে প্রস্তুত নয়।

ইয়াজিদ। বেশ। এখন আপনার উত্তর?

সেলিম। আমার উত্তর ত তুমি বেশ অনুমান ক'রতে পার। কোন্ পিতা, কন্যা অসুখী হবে জেনে তার বিবাহ দিতে পারে।

ইয়াজিদ। তা হলে বীরসিংহের অপরাধ কি? সেও ত তার কন্যা অসুখী হবে জেনে আপনার দূতকে ফিরিয়ে দিয়েছিল।

সেলিম। হাঁ, তা সত্য বটে। কিন্তু আজ আর বীরসিংহের বিচারের শক্তি নেই। সে আমার বন্দি; আজ আমার আদেশ অবনত মস্তকে পালন ক'র্‌তে সে বাধ্য।

ইয়াজিদ। আপনিও কোরাণ স্পর্শ করে যে প্রতিজ্ঞা করেছেন তা পালন ক'র্‌তে বাধ্য।

সেলিম। ইয়াজিদ!

ইয়াজিদ। সুলতান!

সেলিম। তুমি বোধ হয় বিস্মৃত হয়েছ যে কার সম্মুখে দাঁড়িয়ে তুমি কথা বলছ।

ইয়াজিদ। কিছু মাত্র না। আমি ঠিক জানি যে এক মিথ্যাবাদী কপটের সঙ্গে আলাপ ক'র্‌ছি।

সেলিম। কৈ হ্যায়।

৫জন সৈনিকের প্রবেশ।

বন্দি কর। কি চুপকরে দাঁড়িয়ে রইলে যে ইয়াজিদ খাঁকে বন্দী কর।

১ম সৈনিক। ক্ষমা ক'র্‌বেন হুজুরালি—সেনাপতি সাহেবের অঙ্গে হস্তক্ষেপ ক'র্‌তে আমরা অক্ষম।

সেলিম। তবে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।

সৈনিকগণ। আমরা প্রস্তুত। (তরবারি ফেলিয়া দিল।)

সেলিম। চমৎকার! ইয়াজিদ, আমাকে কি কোন স্বপ্নের দেশে নিয়ে এসেছে! এযে আমার বিশ্বাস ক'র্‌তে ইচ্ছা হচ্ছেনা। আমার বেতনভোগী

সৈন্য সব, তোমার এতদূর অনুরক্ত যে তোমার সম্মান রক্ষা ক'র্‌তে, মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও আমার আদেশ লঙ্ঘনে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ করেনি। ইয়াজিদ, তুমি যাদু জান। তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নেই। আর সৈন্যগণ, আমার সেনাপতির উপর তোমাদের প্রগাঢ় ভক্তি ও ভালবাসার পুরস্কার মৃত্যু নয়—এই মহামূল্য হীরকাঙ্গুরীয়। তোমরা প্রমোদের জন্য অবকাশ প্রার্থনা করে আমার নিকট যে আবেদন করেছিলে তা আমি মঞ্জুর ক'র্‌লেম। যাও সৈন্যগণ, প্রাণ খুলে উৎসবের স্রোতে গা ঢেলে দাও গে'।

সৈন্যগণ। জয় সুলতানের জয়। [প্রস্থান।

ইয়াজিদ। সুলতান, এ আপনি কি ক'র্‌লেন?

সেলিম। কি ক'র্‌লেম ইয়াজিদ?

ইয়াজিদ। সৈন্যদের বিশ্রাম মঞ্জুর ক'র্‌লেন—শত্রুর দেশে?

সেলিম। ক্ষতি কি? সিংহ ত পিঞ্জরাবদ্ধ।

ইয়াজিদ। তবুও শত্রুর দেশ—কাজটা যেন ভাল হয়নি।

সেলিম। যার সেনাপতি ইয়াজিদ, তার কি আবার শত্রুকে ভয় করে চল্‌তে হ'বে।

ইয়াজিদ। সুলতান, আমার ঔর্দ্ধত্য মাপ করুন।

সেলিম। সুলতানের ভাবী জামাতার পক্ষে কি কোন ঔর্দ্ধত্য সম্ভবে ইয়াজিদ।

ইয়াজিদ। সুলতান, অনুমতি দিন আমি একবার সৈন্যদের দেখে আসি।

সেলিম। হ্যাঁ যাও, কিন্তু তাদের বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটিও না।

ইয়াজিদ। যো হুকুম খোদাবন্দ্। [প্রস্থান।

সেলিম। বুঝ্‌তে পার্‌ছি না যে কোন মন্ত্রবলে সৈন্যদের এতদূর বশীভূত করেছে। কি করব? উপায় নেই।—নোসেরা অসুখী হবে।

তা বলে আমি গজনি হারাতে পারি না। ইয়াজিদ, এ ঔদ্ধত্যের প্রত্যুত্তর আর একদিন দোব—যদি দিন পাই।

নোসেরার প্রবেশ।

কে? ওঃ—নোসেরা—তা এ সময়?

নোশেরা। একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে এসেছি।

সেলিম। কি?

নোসেরা। একখানা কেতাবে পড়লেম বানরের গলায় মুক্তার মালা—বাবা আপনি এ অদ্ভুত জিনিষ কোনদিন দেখেছেন কি?

সেলিম। দুর পাগ্‌লি—ওঃ বুঝেছি—তা উপায় নেই—

নোসেরা। উপায় আছে। অন্ধ আপনি, তাই দেখ্‌তে পার্‌ছেন না। লজ্জা করে না পিতা, যে আপনার অন্নে যার দেহ পুষ্ট, আপনার পাদুকা একদিন যে অবনত মস্তকে বহন করেছে আজ আপনার সেই গোলাম আপনার উপর চোখ রাঙা্‌ল, আর আপনি তাই নীরবে সহ্য ক'র্‌লেন। আপনার কন্যাকে তার হস্তে সমর্পণ ক'র্‌তে আপনার অনিচ্ছা সত্ত্বেও আপনাকে বাধ্য করাল! এর চেয়ে অধঃপতন আর কি আছে! একজন সৈন্যও কি আপনার দিকে দাঁড়াত না—একজনের বিবেকও কি আপনার আহ্বান শুনে লাফিয়ে উঠে বল্‌ত না যে, খবরদার বেইমানি করিস না। আর যদিই বা তারা বেইমানি করে আপনাকে ত্যাগ ক'র্‌ত—কেন বীরের মত—মানুষের মত—বিশ্বাসঘাতকের দণ্ড দিলেন না? বাবা রাজ্যের মায়া কি এতই প্রবল—আর কন্যার মায়া কিছুই নয়?

সেলিম। নোসেরা, আমার কর্ত্তব্য আমি বেশ জানি। তুমি বিশ্রাম করগে'। [প্রস্থান।

নোসেরা। আপনার কর্ত্তব্য আপনি বেশ জানেন আমার কর্ত্তব্য ও আমি বেশ জানি।—না—কখনও না।

ইয়াজিদের প্রবেশ।

কে ?

ইয়াজিদ। আমি ইয়াজিদ।

নোসেরা। এখানে কেন ?

ইয়াজিদ। প্রয়োজন আছে।

নোসেরা। কোন প্রয়োজন নেই—এ স্থান ত্যাগ কর—আচ্ছা আমিই যাচ্ছি। (নোসেরা প্রস্থান করিলেন। ইয়াজিদ কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন পরে ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিলেন)।

চতুর্থ দৃশ্য।

কক্ষ।

মায়া।

মায়া। না—বৃথা আশা। হয় আমাকে উদ্ধার ক'রতে তারা অক্ষম অথবা আমার সঙ্গে ছলনা করেছে। ছলনা কেন ক'রবে ? যদি ছলনা করাই তাদের উদ্দেশ্য, তাহ'লে সে দিন উদ্যানে ম্লেচ্ছের কবল থেকে আমায় রক্ষা ক'র্‌বে কেন ? আর সেই দেবকুমার—তার সেই অনিন্দ্যসুন্দর মুখে ত কপটতার রেখামাত্রও দেখিনি। তা হলে তারা পারছে না। সব আশা গেল। পিতা বন্দী—আর আমায় কে রক্ষা ক'র্‌বে ? যুদ্ধের পূর্ব্বে পিতা আমাকে একখানি শাণিত ছুরিকা দিয়ে বলেছিলেন "মা, যদি আমি পরাস্ত হয়ে তোমাকে রক্ষা ক'রতে অশক্ত হই—এই ছুরিকার আশ্রয় নিও—এ তোর ধর্ম্ম রক্ষা ক'রবে।" সেখানি আমি বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছি—আশা ছিল, তাই তার আশ্রয় গ্রহণ করিনি। আজ ত আর আমার আশা নেই!—এস রক্ষক—এস বন্ধু—আমার ধর্ম্ম রক্ষা কর।

প্রাণেশ্বর—জানি না—তুমি কে! তোমাকে দেখবার এক অদম্য আকাঙ্খা বুকে নিয়ে মর্‌ছি। পায়ের শব্দ শুনতে পার্‌ছি আর বিলম্ব ক'র্‌ব না—

(ছুরির দ্বারা বক্ষে আঘাত করিতে গেলেন ও নোসেরা আসিয়া হাত ধরিয়া ফেলিলেন)

নোসেরা। ছিঃ—

মায়া। কে তুমি রমণী আমার সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে এসেছ?

নোসেরা। চুপ—

মায়া। নারি!—জান না—তুমি নারী হ'য়ে আমার কি সর্ব্বনাশ ক'র্‌ছ। আমায় ছেড়ে দাও—আমায় আত্মহত্যা করে আমার ধর্ম্ম রক্ষা ক'র্‌তে দাও—আমায় ছেড়ে দাও। কি দেবে না? তুমি না রমণী? তোমার আচরণে আমার সর্ব্বস্ব যাচ্ছে—আমার নারী-জীবনের সার—আমার ধর্ম্ম যেতে বসেছে—আর তুমি লৌহ মুষ্টিতে আমার হাত ধরে পর্ব্বতের মত অটল হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছ? আজ যদি তোমার এ অবস্থা হ'ত? আমি তোমার কন্যা, আমি তোমার ভগিনী, আমি তোমার মাতা—আমায় রক্ষা কর—আমায় আত্মহত্যা ক'র্‌তে দাও—

নোসেরা। (নিম্নস্বরে) মহাপাপ—

মায়া। ম্লেচ্ছনারি, হিন্দুনারীর নারীত্বের মর্ম্ম তোমরা কি বুঝবে? হ'ক মহাপাপ—আমার হাত ছাড়, নতুবা,—নতুবা তোমাকে হত্যা করে তার পর—

(নোসেরা বুক পাতিয়া মায়ার সম্মুখে দাঁড়াইলেন ও আঘাত করিতে ইঙ্গিত করিলেন)

মায়া। কে তুমি উন্মাদিনী? কি তোমার উদ্দেশ্য—কি চাও?

(নোসেরার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল)

একি! তোমার চোখে জল! তুমি কাঁদছ! তাহ'লে ত তুমি আমার শত্রু নও—তুমি আমার ব্যথার ব্যথি। তবে ভাই আমার সর্ব্বনাশ ক'র্‌ছ

কেন? আমায় মরতে দিচ্ছ না কেন? না—না—তুমি দেবী, আমায় মুক্ত ক'র্‌তে এসেছ—বল বল দেবী, আমি কিসে মুক্তি পাব? (নোসেরা ঊর্দ্ধে অঙ্গুলী উত্তোলন করিয়া দেখাইলেন এবং দুইজনে নতজানু হইয়া করজোড়ে ঈশ্বরকে ডাকিতে লাগিলেন)

(নেপথ্যে বীরসিংহ)। মায়া, মায়া,—

মায়া। বাবা, বাবা— [শব্দ লক্ষ্য করিয়া বেগে প্রস্থান।

নোসেরা। আমার সঙ্গে এর সমান অবস্থা—আমারই মতন দুঃখিনী। না, তাই বা কি করে? এ ত আমার চেয়ে সুখী। এর তবু সান্ত্বনা আছে যে, যতদিন শক্তি ছিল, ক্ষমতা ছিল, উপায় ছিল, ততদিন ওকে রক্ষা ক'র্‌বার জন্য ওর পিতা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন,—ওকে সুখী ক'র্‌বার জন্য তিনি পরাজয় নিশ্চিত জেনেও, একটা প্রবল শক্তিকেও শত্রুকে আহ্বান ক'র্‌তে দ্বিধা বোধ করেন নি। আজ তিনি বন্দী, শক্তিশূন্য, ক্ষমতাশূন্য, তাই এর এই অবস্থা। আমার যে সে সান্ত্বনাও নেই। আমার পিতা প্রকাণ্ড রাজ্যের রাজা হয়েও—একটা প্রবল শক্তির পরিচালক হয়েও, আমার মুখের দিকে একবারও চাইলেন না, আমার সুখের কথা একবারও ভাবলেন না! হাঃ—ঈশ্বর! [প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

কক্ষ।

বীরসিংহ ও সেলিম।

সেলিম। বীরসিংহ—আজ তুমি আমার বন্দী।

বীরসিংহ। তা জানি সেলিম।—

সেলিম। কিছুদিন পূর্ব্বে যে প্রস্তাব নিয়ে তোমার নিকট আমার দূত

এসে অপমানিত হয়ে ফিরে গিয়েছিল—আজ বোধ হয়—সানন্দে সে প্রস্তাবে সম্মতি দিতে তুমি প্রস্তুত আছ ?

বীরসিংহ। ম্লেচ্ছ নৃপতি! সে প্রস্তাব সম্বন্ধে আমার সেই একই উত্তর।

সেলিম। জান বীরসিংহ, আমি ইচ্ছা ক'রলে আজ কি ক'র্‌তে পারি ?

বীর। জানি বৈ কি! তুমি ইচ্ছা ক'র্‌লে তোমার অধীন আমার এই দেহের উপর যথেষ্ট অত্যাচার ক'র্‌তে পার, কিন্তু আমার মন তো তোমার অধীন নয়।

সেলিম। শোন বীরসিংহ—আমি তোমার কন্যার রূপে আত্মহারা হয়েছি। আমি তাকে বিবাহ ক'র্‌বই যে ভাবে হ'ক। তুমি আপোষে সম্মত হও—উত্তম। নতুবা আমার অন্য পথ দেখ্‌তে হবে।

বীর। তোমার যা ইচ্ছা ক'র্‌তে পার।

সেলিম। শোন, তুমি যদি আমার প্রস্তাবে সম্মত হও—তোমাকেই আমি এই বীরনগরে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত ক'র্‌ব। আমি জানি যে বলপ্রকাশে আমি সব ক'র্‌তে পারি। তবু কেন পুনঃ পুনঃ তোমাকে সম্মত হ'তে অনুরোধ ক'র্‌ছি জান ?

বীর। কেন ?

সেলিম। জোর করে আমি তোমার কন্যাকে বিবাহ ক'র্‌তে পারি—কিন্তু সে মিলনে সুখ হবে না। এখনও বিবেচনা করে দেখ—আমার প্রস্তাবে সম্মত হবে কি না।

বীর। বার বার কেন এ ঘৃণিত প্রস্তাবের উল্লেখ ক'রে আমায় অপমানিত ক'র্‌ছ ?

সেবিম। বীরনগরের জন্যও সম্মত হবে না ?

বীর। বীরনগরত অতি তুচ্ছ—সুলতান সেলিমের মুকুট-শোভিত মস্তক আমার পায়ের নীচে লুটিয়ে পড়্‌লেও না—

সেলিম। বটে! কৈ হ্যায়—

একজন সৈনিকের প্রবেশ।

বীরসিংহের কন্যাকে এখানে নিয়ে আয়— [সৈনিকের প্রস্থান।

বীরসিংহ, তোমার সম্মুখে তোমার কন্যার মর্য্যাদা নষ্ট হবে,—আর তুমি তাই প্রস্তরমূর্ত্তির মত নির্ব্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌বে।

বীর। নরাধম পাষণ্ড—সাক্ষাৎ সয়তান, একথা উচ্চারণ ক'রতে তোর কণ্ঠরোধ হলো না, জিহ্বা খসে গেল না—বুকের রক্ত জমাট বেঁধে গেল না। কি বল্‌ব—আমার হস্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ—নইলে—

সেলিম। নইলে কি হ'ত বীরসিংহ?

বীর। এই ভাবে তোর ও বাক্যের উত্তর দিতাম। (ভূমে পদাঘাত)

সেলিম। বেইমান কাফের!—বন্দী হ'য়েও তোর স্পর্দ্ধা কমেনি! এর ঔষধ আমার কাছে আছে। রসো দিচ্ছি। (পদাঘাত)

বীর। সয়তান— (আক্রমনোদ্যত)

সেলিম বংশীধ্বনি করিলেন ও রক্ষীগণ প্রবেশ করিল।

সেলিম। বেড়ী লাগাও— [তথাকরণ ও রক্ষীগণের প্রস্থান।

(নেপথ্যে মায়া।—বাবা, বাবা, আমায় রক্ষা কর—আমায় রক্ষা কর—)

বীর। ঐ—ঐ—ঐ মায়ার স্বর! হতভাগিনী! সর্ব্বনাশী! এখনও ছুরীর মর্য্যাদা রাখতে পারলিনা! এখনও আত্মহত্যা ক'রতে পারলিনা! কি করলি! কি করলি!

মায়াকে টানিতে টানিতে প্রহরীর প্রবেশ।

মায়া। বাবা, বাবা, রক্ষা কর—

প্রহরী। জনাব, বিবির হাতে এই ছোরা ছিল।

সেলিম। চলে যা এখান থেকে। (প্রহরীর প্রস্থান)

বীর। ওঃ, সব শেষ!—কি করলি হতভাগিনি? কেন পূর্ব্বে আত্ম-হত্যা করিস্‌নি?

সেলিম। (মায়ার হাত ধরিলেন) এস সুন্দরি—

মায়া। বাবা বাবা—

সে দৃশ্য দেখিয়া বীরসিংহ চোখ ঢাকিলেন পরে বলিলেন -"ওঃ—ভূমিকম্প! নেমে এস, নেমে এস—এই পাপ পৃথিবীকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়ে যাও।—বজ্র, তোমার ভৈরব মন্ত্র নিয়ে লাফিয়ে পড়ে এই পাপ বসুন্ধরাকে জীর্ণ, দীর্ণ, ভিন্ন করে দাও। জ্বলে ওঠো—জ্বলে ওঠো চারিদিকে কালানল!—ভস্ম কর, ধ্বংশ কর সব। এস ঝঞ্ঝা, এস প্রলয়, তোমাদের সর্ব্বনাশিনী শক্তি নিয়ে। না—সব নীরব—কেউ আমার কাতর আহ্বানে সাড়া দিল না।—সয়তান—মায়া বালিকা, তাই ভয়ে পারেনি। দেখ্ বীরসিংহ কি ক'রে নিজের মর্য্যাদা রক্ষা করে" (হস্তের শৃঙ্খল দিয়া পুনঃ পুনঃ মস্তকে আঘাত করিতে লাগিলেন। মস্তক ফাটিয়া দর দর ধারে রক্ত ছুটিল। তিনি মাটিতে পড়িয়া গেলেন। মায়া সেলিমের নিকট হইতে সজোরে হাত ছাড়াইয়া লইয়া "বাবা বাবা, আমায় একা ফেলে কোথা যাও" বলিয়া বীরসিংহের বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।)

বীর। কেন মা, আমার স্নেহ-আশীর্ব্বাদের সদ্ব্যবহার করনি? তা হলেত আজ আমি সুখে প্রস্থান ক'রতে পারতাম। না, তোকে একা ফেলে আমি যেতে পার্‌ব না। তোকে কার কাছে রেখে যাব? মাথাটা আর একটু এদিকে আমার হাতের কাছে নিয়ে আয়। তোকেও সঙ্গে নিই। (মায়ার তথাকরণ। বীরসিংহ হস্তের শৃঙ্খল দ্বারা তাহার মস্তকে প্রহার করিতে গেলেন। সেলিম এক হাতে তাহার হাত ধরিলেন ও অন্য হাতে মায়ার হাত ধরিয়া সজোরে তাহাকে বীরসিংহের বক্ষ হইতে দূরে লইয়া গেলেন।)

সেলিম। "বীরসিংহ! এই দেখ, তোমার রাজপুতত্ব—তোমার হিন্দুত্ব

আমি কেমন করে ঘুচিয়ে দিই। এস সুন্দরি"—বলিয়া মায়াকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন ও মায়া—"কে কোথায় আছ রক্ষা কর—ওগো তুমি আমার পিতা, আমায় ছেড়ে দাও" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন।

বীরসিংহ। "নরকের কীট—সাক্ষাৎ সয়তান" বলিয়া উঠিয়া, সেলিমকে আক্রমণ করিতে গেলেন; কিন্তু দুর্ব্বলতার জন্য পড়িয়া গেলেন। পরে "কি ক'র্‌লে ভগবান্! এত শক্তিহীন ক'র্‌লে!—ওঃ—না, এ দৃশ্য পিতা হয়ে কেমন করে দেখবো—কেমন করে দেখবো!"

শৃঙ্খল দিয়া বুকে আঘাত করিতে লাগিলেন ও ঠিক সেই সময় বাপ্পা, দেব, বালীয়, লছমিয়া ও সৈন্যগণের প্রবেশ।

বাপ্পা। (সেলিমকে পদাঘাত করিয়া মাটীতে ফেলিয়া দিলেন) নরাধম—রমণীর উপর অত্যাচার! একি—একি! আপনি! বীরনগরপতি! আপনার এ অবস্থা! ওঃ, আর যদি দু'দণ্ড পূর্ব্বে আস্‌তে পার্‌তাম।

বীর। মা—য়া—তো—মা—র—আশীর্ব্বাদ (হাত উচু করিলেন)

বাপ্পা। আপনার এ শ্রেষ্ঠ দান বহুমানে আমি মাথায় করে নিচ্ছি।

বীর। ক্ষমা—নি—শ্চি—ন্ত—শা—ন্তি (মৃত্যু)

বাপ্পা। ওঃ! সব শেষ।

মায়া। বাবা—বাবা—আমায় একা ফেলে কোথা যাও। বীরসিংহের (বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন)

বাপ্পা। সুলতান সেলিম!—এ দৃশ্য দেখ্‌ছ—ভাল করে দেখ—যাতে স্মৃতিতে ঠিক গাঁথা থাকে।

লছমিয়া। মায়া, মায়া, হতভাগিনী! বৃথা শোক ক'র্‌ছ, আর বিলম্ব ক'র না, আমাদের সঙ্গে এস।

বাপ্পা। সসম্মানে বীরনগরপতির শব বহন করে নিয়ে এস।

লছমিয়া। আর বিলম্ব কেন?

বাপ্পা। চল। (প্রস্থানোদ্যত ও নোশেরার প্রবেশ)
কে তুমি নারী—আমাদের পথ আগ্‌লে দাঁড়ালে? পথ ছাড়।

নোশেরা। আমি ভিখারিণী—আপনার কাছে ভিক্ষা ক'র্‌তে এসেছি।

বাপ্পা। ভিখারিণী তুমি!—যার বহুমূল্য পরিচ্ছদে একটা রাজ্যের ধন দৌলত জড়িয়ে রয়েছে। আশ্চর্য্য! তুমি কি চাও?

নোশেরা। আপনার আশ্রয়—

বাপ্পা। কেন?

নোশেরা। সে অনেক কথা—বলবার সময় নেই। ইয়াজিদ হয়ত এতক্ষণ সজ্জিত হ'ল। আমি আপনার পথ ত্যাগ ক'র্‌ব না—হয় আমাকে আশ্রয় দিন—নতুবা আমাকে বধ ক'রে আপনার পথ পরিষ্কার করুন—

বাপ্পা। কে তুমি?

নোশেরা। সুলতান সেলিমের কন্যা নোশেরা—

বালীয়। শয়তানি—তবে মর—(ভল্ল নিক্ষেপোদ্যত)

লছমিয়া। (বালীয়াকে বাধা দিয়া) ছিঃ! বাপ্পা—

বালীয়। কি কর্‌ছিস্ লছমি—ওযে শয়তানের লেড়কী শয়তানি আছে।

বাপ্পা। হ'ক শয়তানি তবু আমি আশ্রয় দেব। সুলতানকন্যা, আজ হতে আমি তোমার আশ্রয়দাতা।

নোশেরা। তবে প্রতিজ্ঞা করুন—আমি আপনার আশ্রয় ত্যাগ না ক'র্‌লে আপনি আমায় ত্যাগ ক'র্‌বেন না। তাতে যদি—

বাপ্পা। হাঁ, তাতে যদি ত্রিভুবনের বিরুদ্ধেও আমায় দাঁড়াতে হয়, তাও দাঁড়াব প্রতিজ্ঞা ক'র্‌ছি।

নোশেরা। (নতজানু হইয়া) খোদা আপনার মঙ্গল করুন।

সকলে। জয় চিতোরের জয়—জয় সেনাপতি বাপ্পার জয়—(সেলিম ব্যতীত সকলের প্রস্থান। সেলিম এ দৃশ্য দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া জড়ের মত নির্ব্বাক নিস্পন্দ অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।)

তৃতীয় অঙ্ক।

—০:০:০—

প্রথম দৃশ্য।

রাজপ্রাসাদ। কক্ষ।

মানসিংহ, বাপ্পা, দেব।

মানসিংহ। তাইত বাপ্পা—এ যুদ্ধে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। যে সব সামন্ত চিতোরের রক্ষক, যারা চিতোরের স্তম্ভস্বরূপ, আজ তারা হাত গুটিয়ে ব'সেছে—আজ আমি তাদের বিষ নজরে প'ড়েছি।

বাপ্পা। শুনলেম, আমার উপর আপনার অত্যধিক স্নেহই তাঁহাদের এই অসন্তোষের কারণ। আপনি যদি আমাকে ত্যাগ করেন, তা হ'লেও কি তাঁদের ক্রোধের শান্তি হবে না।

দেব। বোধ হয় না। সে কথাও আমি তাঁদের নিকট প্রস্তাব করেছিলাম, তাতেও তাঁরা স্বীকৃত হন নি।

বাপ্পা। যদি তাঁরা একান্তই চিতোরের রক্ষার্থে আজ পরাঙ্মুখ হ'ন, তা হ'লে ইয়াজিদের আক্রমণ প্রতিরোধ ক'র্‌বার জন্য আমাদের সাধ্যমত প্রস্তুত থাকা কর্ত্তব্য।

মানসিংহ। হাঁ তা সত্য বটে, কিন্তু পরাজয় অনিবার্য্য।

বাপ্পা। সামন্তগণের অভাবে আমরা হীনবল সত্য—কিন্তু মুসলমান অজেয় নয়।

মানসিংহ। বাপ্পা, তুমি বালক। তুমি ইয়াজিদকে জাননা তাই

ও কথা বলছ। তার বিজয়-বৈজয়ন্তি শতযুদ্ধে হিমালয়ের মত গর্ব্বভরে মাথা খাড়া করে বায়ুভরে পত্ পত্ শব্দে উড়েছে, আজ পর্য্যন্ত কারও নিকট মাথা নোয়ায় নি।

বাপ্পা। হতে পারে ইয়াজিদ আজ পর্য্যন্ত কোন যুদ্ধে পরাজিত হয়নি, কিন্তু তাই বলে অলসভাবে কালযাপন করে তার উদয় মাত্র ত্রাসজনিত কম্পিত কলেবরে তার পদতলে রাজশ্রীকে উপহার দেওয়া আমি সঙ্গত মনে করি না। যত বড় দুর্দ্ধর্ষ বীরই ইয়াজিদ হ'ক না কেন, বিনা যুদ্ধে আমি তাকে চিতোরে পদমাত্র অগ্রসর হতে দেব না, তাতে আমি সামন্তদের সাহায্য পাই—আর না পাই—

মান। বাপ্পা, বোধ হয় সেদিনের কথা তুমি বিস্মৃত হওনি, যে দিন নিঃস্ব আশ্রয়হীন হয়ে তুমি চিতোরসিংহাসন তলে বসে দীনভাবে করুণা ভিক্ষা করেছিলে।

বাপ্পা। না ভুলিনি এবং প্রাণ থাক্‌তে ভুল্‌ব না।

মান। তারপর বোধ হয় তোমার মনে আছে যে আমি ধূলা থেকে তোমাকে বুকে তুলে নিয়ে অকাতরে শ্রাবণের ধারার ন্যায় তোমার উপর সম্মান ও ঐশ্বর্য্য বর্ষণ করেছি। আর তোমারই জন্য আমার পরম মিত্রদেরও শত্রু করেছি—

বাপ্পা। সে কথা আজ কেন তুলছেন, আপনার করুণার কথা আমরণ আমার স্মরণ থাক্‌বে—আপনার নিকট আমি চিরঋণী।

মান। যদি তাই হয়—সেই ঋণ পরিশোধ ক'র্‌বার আজ সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। তুমি ইচ্ছা ক'র্‌লে আজ এ যুদ্ধ নিবারণ করে আমায় রক্ষা ক'র্‌তে পার।

বাপ্পা। কি উপায়ে?

মান। সেলিমের কন্যাকে ইয়াজিদের হস্তে সমর্পণ করে।

বাপ্পা। এ আপনি কি আদেশ ক'র্‌ছেন! সেলিমের কন্যা আমার

আশ্রিতা, আমি রাজপুত—তাকে অভয় দিয়ে একবার আশ্রয় দিয়েছি। আজ কোন মুখে তাকে শত্রুর হাতে সঁপে দেব।

মান। সে ম্লেচ্ছকন্যা, কেন তার জন্য বিপদকে আহ্বান করে আনবে? যদি একজন রাজপুতকে আশ্রয় দিতে এ বিপদকে ডেকে আন্‌তে, আমি আপত্তি ক'র্‌তেম না।

বাপ্পা। গুরুর আদেশ—রাজপুতের শ্রেষ্ঠ সাধনা জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে আশ্রিত রক্ষণ।

দেব। চমৎকার!

মান। আজ তোমার জন্য চিতোরের সিংহাসন হারালেম! ওঃ—আমার বুকভরা স্নেহের—আমার কার্পণ্যহীন করুণার আজ এই প্রতিদান —

বাপ্পা। মহারাজ, আপনার সেই স্নেহের, আপনার সেই করুণার বিনিময়ে আপনার সিংহাসন রক্ষার্থে বাপ্পা তার শেষ বিন্দু শোণিত অকাতরে ঢেলে শত্রু অসি রঞ্জিত ক'র্‌বে।

মান। হা ভগবান—

বাপ্পা। কোন চিন্তা নেই আপনার, আপনি আমায় শুধু আশীর্ব্বাদ করুন, আমায় শুধু আদেশ দিন। আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা ক'র্‌ছি যে আপনার আশীর্ব্বাদে ও একলিঙ্গদেবের কৃপায় আমি ইয়াজিদকে পরাস্ত করে চিতোরে প্রবেশ ক'র্‌ব— [মানসিংহের প্রস্থান।

দেব! কি বলব? বিস্ময়ে নির্ব্বাক হ'য়ে গিয়েছি। এতখানি মহত্ব এর কাছে মাথা নোয়ানও যে গৌরব। মানব শ্রেষ্ঠ! ধন্য আমি যে এ অধমকে তুমি বন্ধুবলে গ্রহণ করেছ।

বাপ্পা। আবার পাগলামো আরম্ভ ক'র্‌লে!

দেব। পাগলামো নয় বাপ্পা; জানিনা, কোন কুহকবলে তুমি এক উদাস ব্যথিত প্রাণকে আবার কর্ম্মস্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছ, জানিনা

কোন মন্ত্রবলে তুমি এক সুপ্ত লুপ্ত তেজকে আবার নবপ্রাণ দিয়ে জাগিয়ে তুলেছ, কে তুমি যাদুকর ?

বাপ্পা। এর মধ্যে ভুলে গেলে ?—সেই গিরিকন্দরে পানীয় দিয়ে যে তৃষ্ণাতুর বালকের জীবন রক্ষা করেছিলে, আমি সেই। এত শীঘ্র ভুল্‌লে চল্‌বে কেন ? যাক্ সে কথা—দেব—তুমি সৈন্যদের প্রস্তুত হ'তে বলগে'—

দেব। বেশ। [প্রস্থান।

বাপ্পা। ইয়াজিদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্‌ব, কিন্তু এক কথা— নেশোরার মনের ভাব একবার জানা দরকার। যদি সে তার পিতার নিকট যেতে ইচ্ছুক হয়, তা হ'লে আমি কেন তাকে বাধা দেব।

নোশেরার প্রবেশ।

এই যে নোশেরা—নোশেরা আমি মাতুলের আদেশে যুদ্ধ ক'র্‌তে যাচ্ছি।

নোশেরা। কার সঙ্গে যুদ্ধ ?

বাপ্পা। ইয়াজিদের সঙ্গে। কেন তুমি জাননা ? সে যে তোমার পিতার আদেশে তোমাকে ধর্‌বার জন্য সসৈন্যে চিতোর আক্রমণ করেছে।

নোশেরা। জানি। যুদ্ধে প্রয়োজন নেই, আমি ধরা দেব।

বাপ্পা। যদি তুমি স্বেচ্ছায় ইয়াজিদের নিকট আত্মসমর্পণ কর, আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু যদি ঘুণাক্ষরেও বুঝ্‌তে পারি যে আমাদের বিপদমুক্ত ক'র্‌তে তুমি আত্মসমর্পণ ক'র্‌ছ, আমি বাধা দেব।

নোশেরা। কেন ?

বাপ্পা। কেন ! তুমি ভুলে যাচ্ছ, সেদিন কি প্রতিজ্ঞা করে আমি তোমাকে আশ্রয় দিয়েছি।

নোশেরা। কেন একজন হতভাগিনী যবন কন্যার জন্য এই সুখের কুঞ্জে, এই শান্তির ধামে একটা মহা আতঙ্ককে, একটা বিকট অভিশাপকে

একটা ত্রস্ত হাহাকারকে, আহ্বান ক'র্‌বেন—কেন আপনার পরম শত্রুর কন্যাকে রক্ষা ক'র্‌তে আপনার সহস্র সহস্র স্বধর্ম্মী স্বজাতীয় বীরের জীবন বিপন্ন ক'র্‌ছেন? তার চেয়ে অনুমতি দিন আমি ইয়াজিদের সঙ্গে পিতার নিকট চলে যাই। আপনার মহত্ত্ব,—আপনার উদারতা—আপনার দেবদুর্ল্লভ আশ্রিতবাৎসল্য তৃপ্তির সঙ্গে উপভোগ করে, এখন তারই অবকাশ গ্রহণ করে আপনার কোন বিপদ ঘটান আমার ইচ্ছা নয়; অনুমতি দিন আমি বিদায় হই।

বাপ্পা। যদি তাই হয় আমার অনুমতি নিতে এসেছ কেন? তুমি ত স্বাধীন, আমাকে না বলেও তুমি অনায়াসে ইয়াজিদের নিকট যেতে পার্‌তে। যাওনি কেন?

নোশেরা। কেন তা জানি না। একবার তা ভেবেছিলাম; কিন্তু আপনার অনুমতি না নিয়ে যেতে পারলাম না!

বাপ্পা। কেন? বিপদে উপকার করেছি সেই কৃতজ্ঞতার জন্য?

নোশেরা। ঠিক্ বল্‌তে পারি না।

বাপ্পা। ঠিক বল্‌তে পার না।

নোশেরা। অনুমতি করুন, আমি বিদায় হই।

বাপ্পা। হাঁ, অন্তঃপুরে যাও।

নোশেরা। অন্তঃপুরে!

বাপ্পা। আশ্চর্য্য হচ্ছ কেন?

নোশেরা। তা হ'লে আমার জন্য যুদ্ধ ক'র্‌বেন?

বাপ্পা। তোমার কি বোধ হয়!

নোশেরা। কি বলে আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাব? আপান নররূপী দেবতা।

বাপ্পা। চিতোরপতির আদেশ পেয়েও একটু দ্বিধা ছিল, কারণ তোমার মনের ভাব জানতেম না। এখন আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

নোশেরা। তা হ'লে আমার একটা অনুরোধ রাখুন—যুদ্ধস্থলে আপনার সমভিব্যাহারী হতে আমায় অনুমতি দিন। আজ যে সমরানল প্রজ্বলিত হ'ল তাতে কত শত চিতোর-বীর ভস্মীভূত হবে, কত শত অর্দ্ধদগ্ধ হ'বে। সেই উদার পরোপকারী পুরুষোত্তমগণের মৃত্যু শয্যায় বসে, তাদের শুশ্রূষা করে, তাদের একটা সান্ত্বনার কথা বলে, যদি তাদের গরিমা-দীপ্ত মৃত্যুর করাল ছায়াঙ্কিত প্রশান্ত মুখে একটুও হাসি ফুটাতে পারি—তাদের মৃত্যু যন্ত্রণা একটুও লাঘব ক'র্‌তে পারি, তা হ'লে আমি নিজকে ধন্যা মনে ক'র্‌ব। আপনি অমত ক'র্‌বেন না। আপনার পায়ে ধরে নিবেদন ক'র্‌ছি, আমায় অনুমতি দিন।

বাপ্পা। উত্তম। আমি অনুমতি দিলাম। প্রস্তুত হয়ে এস। আমি অপেক্ষা ক'রছি। [প্রস্থান।

নোশেরা। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। এতখানি করুণা, এতখানি বীরত্ব—একি কখনও মানুষে সম্ভব? আশ্চর্য্য এই রাজপুত জাতি? কুসুমের মত কোমল আবার লৌহের মত দৃঢ়। যদি রাজপুত হ'য়ে জন্মাতেম— [প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শিবির। চিতোর প্রান্তস্থ অরণ্য।

ইয়াজিদ ও সৈন্যাধ্যক্ষগণ।

ইয়াজিদ। সব সময় তোমাদের সতর্ক থাকৃতে হ'বে। আমি এই রাজপুত সেনাপতির সহিত প্রথম পরিচয়ে যা বুঝেছি, তা'তে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে সে আকস্মিক আক্রমণের পক্ষপাতী। আর তার গতি উল্কা অপেক্ষাও ক্ষিপ্র। বীরনগরে তার কার্য্যের বিষয় মনে হলেও আমার

হৃৎকম্প হয়। কি আশ্চর্য্য! পঞ্চশত মাত্র সৈন্য ল'য়ে কোথা থেকে উল্কাবেগে বজ্রের মত আমার পনের হাজার সৈন্যকে মথিত ক'রে, প্রাসাদে প্রবেশ পূর্ব্বক সুলতান-কন্যা ও বীরসিংহের কন্যাকে লয়ে চক্ষের নিমিষে কর্পূরের মত মিলিয়ে গেল। পশ্চাদ্ধাবনের সুযোগ পর্য্যন্ত দিল না।

সকলে। তাজ্জব!

৩য় সৈ। অন্য কোন যুদ্ধে ত এত সৈন্য সমাবেশ, এরূপ সতর্কতা দেখিনি!

ইয়াজিদ। সেটা কিছু আশ্চর্য্য নয়। পূর্ব্বে যে যুদ্ধ করেছি, সে যুদ্ধ ক'র্‌বার জন্য—পররাজ্য গ্রাস ক'র্‌বার জন্য—বা কোন খেয়ালের জন্য! কিন্তু এবার যুদ্ধ ক'র্‌তে এসেছি মানের দায়ে, প্রাণের টানে, সুলতান কন্যাকে তস্করের হাত থেকে মুক্ত ক'র্‌তে এবং তস্করকে শাস্তি দিতে। তোমরা সকলে সতর্ক থেকো। [প্রস্থান।

১ম সৈ। সেনাপতি সাহেবের আদেশ শুন্‌লেত?

৩য় সৈ। রেখে দাও তোমার আদেশ। আজ যদি মেরিজানেরা বিরহ-শয্যায় রাত কাটায়, তাহ'লে কি আর কাল জায়গা দেবে মনে ক'রেছ? আচ্ছা, তোমরাও কি এই কাট্‌ খোট্টাদের দেশে এসে এদের মত নীরস হ'লে?

১ম সৈ। কিন্তু সেনাপতি সাহেবের কড়া হুকুম—সাবধান হ'তে।

৩য় সৈ। আরে তুমিও যেমন—আমরা সশরীরে রাজপুতনায় পদার্পণ করেছি, এ কথা শোনবা মাত্র রাজপুত পুরুষগুলো ভয়ে মূর্চ্ছা গিয়েছে আর রাজপুত মেয়েগুলো আহ্লাদে বরণডালা আর ফুলেরমালা সাজিয়ে রেখেছে। আমি তোমায় স্পষ্ট ব'লে রাখ্‌ছি, কাল রাজপুতদের মৃতদেহ দিয়ে, রাস্তা তৈরী ক'রে তার উপর দিয়ে চিতোরে প্রবেশ ক'র্‌ব; সুন্দরীমহলেই বল, আর রণস্থলেই বল, এ মিঞাকে কেউ কোন দিন পিচ্‌পাও হ'তে দেখিনি! করিম—

(নেপথ্যে) করিম। হুজুর—

৩য় সৈ। জল্‌দি—

(নর্ত্তকী সহ বোতল ও গ্লাসহস্তে করিমের নাচিতে নাচিতে প্রবেশ)

করিম। হুজুর তা' হ'লে ধরি ?

৩য় সৈ। আল্‌বৎ। কাহে নেই!

করিম। (স্বরে) মেরিজান্—জান্—জান্—জান্—জা—

৩য় সৈ। একি ? করিম—করিম! থাম—থাম।

করিম। কেন জনাব ? আমার এটাকি গান হচ্ছে না।

৩য় সৈ। হ্যাঁ হচ্ছে বৈকি। তবে কি জান, তোমার ওসব বৃহৎ রাগিণী কিনা, প্রথমে তোমার ওটা শুন্‌লে পিয়ারিদের ও মিহি রাগিণী আর ভাল লাগবে না। তোমার সাকৃরেদদের একটা গান ক'র্‌তে বল।

করিম। ধর্‌ত ছুঁড়ীরা—

নর্ত্তকীগনের গীত।

কর পান—

আজি সরম ভুলিয়া, পরাণ খুলিয়া, রূপের মদিরা করিব দান॥
অধোমুখে কেন আছ দূরে সরে হৃদে তোমা আজি রাখিব গো ধরে,
আজি নাহিক মান, নাহি অভিমান, শুধু হাসি আর শুধু গান॥
হতাশের শ্বাস ভুলে যাও বঁধু, আজি নাহিক গরল হৃদে শুধু মধু;
প্রেমের ফাঁসি, (এই) অধরে হাসি, আজি লুকান নয়নে মদন

(৩য় সৈন্য মধ্যে মধ্যে "বাহবা করিম" বলিয়া উৎসাহ দিতে লাগিল।)

ইয়াজিদের প্রবেশ।

(একজন নর্ত্তকীদের প্রস্থান করিতে ইঙ্গিত করিলেন অপর একজন মদের বোতল ইত্যাদি আড়াল করিয়া দাঁড়াইলেন)

ইয়াজিদ। এর চেয়ে অধঃপতন আর কি হ'তে পারে ? নিমকহারাম

বেইমান! শিবির রাজপুত দ্বারা আক্রান্ত, আর তোমরা এখানে সুরাপানোন্মত্ত হ'য়ে নর্ত্তকীদের সঙ্গীত-সুধা পান ক'র্‌ছ! ধিক তোমাদের!

৩য়। আজ্ঞে! এ ত বিশ্রাম সময়।

ইয়াজিদ। বিশ্রাম সময়? ধিক তোমাদের! সতর্কতার অভাবে যাদের নারী, তস্কর কর্ত্তৃক অপহৃত হয়, তাদের আবার বিশ্রাম! নির্লজ্জ তোমরা, তাই একথা বল্‌ছ। আমি আর একবার এই রাজপুত সেনাপতির রণনীতি দেখে এবার তার নিকট থেকে এইরূপ আক্রমণ আশঙ্কা করে তোমাদের সতর্ক থাকৃতে বলেছিলাম, তোমরা আমার আদেশ খুব যোগ্যতার সহিত পালন করেছ!

কাসিম, তুমি রাজপুত সৈন্তের দক্ষিণভাগ আক্রমণ কর, যাও।

[১ম সৈন্যের প্রস্থান।

হামিদ, তুমি বামভাগ আক্রমণ করগে'— [২য় সৈন্যের প্রস্থান।

আসফ, তুমি আমার সঙ্গে এস। [উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কৃত্রিম শিবির।

বাপ্পা, দেব, বালীয় ও সৈন্যগণের প্রবেশ।

বাপ্পা। কি আশ্চর্য্য দেব, ইয়াজিদের চিহ্নমাত্র ও নেই! শূন্য শিবির গুলো যেন আমাদের মূর্খতাকে উপহাস ক'র্‌ছে। কোথায় গেল ইয়াজিদ? —কোথায় তার বন্যার জলস্রোতের মত প্রকাণ্ড সৈন্যস্রোত?

দেব। আমার বিশ্বাস, আমাদের চক্ষে ধুলা দেবার জন্য ইয়াজিদ এই সকল কৃত্রিম শিবির সংস্থাপিত করেছে। নিশ্চয়ই সে কোথাও লুক্কায়িত আছে, সময়মত আমাদের আক্রমণ ক'র্‌বে।

বাপ্পা। যদি তাই হয়, তাহ'লে আমাদের সতর্ক থাকা কর্ত্তব্য।

বালীয়। দেখত দেবদাদা, একটা বাতি যেন ছুটিয়ে আসৃতিছে!

দেব। তাইত—মশালধারী অশ্বারোহী!—কোন গুপ্তচর।

বাপ্পা। নিশ্চয় ইয়াজিদ নিকটে কোথাও আছে।

গুপ্তচরের প্রবেশ।

কি সংবাদ? ইয়াজিদের কোন সন্ধান পেলে?

গুপ্ত। সেনাপতি! সর্ব্বনাশ উপস্থিত। মুসলমান সেনাপতি আমাদিগকে চতুর্দ্দিক থেকে আক্রমণ ক'রৃতে অগ্রসর হচ্ছে।

বাপ্পা। কোথায় সে?

গুপ্ত। এই মণ্ডলাকার কৃত্রিম শিবিরের কেন্দ্রস্থলে শিবির রক্ষা ক'রে, সে আমাদের আক্রমণের অপেক্ষা কর্‌ছিল। গুপ্তচরের মুখে সংবাদ পেয়ে মুহূর্ত্ত মধ্যে সজ্জিত হ'য়ে, বায়ু বেগে ধেয়ে আসৃছে।

বাপ্পা। উত্তম। সৈন্যগণ, তোমরা সকলে তোমাদের পিতৃতুল্য নৃপতির সম্মান রক্ষার্থে বদ্ধপরিকর হ'য়ে এসেছ। ভরসা করি, তোমাদের সে সঙ্কল্প অটুট আছে। তোমাদের জীবন, তোমাদের শৌর্য্য, তোমাদের ঐশ্বর্য্য—বৃথা, যদি তা' তোমাদের রাজার রক্ষার্থে ব্যবহৃত না হয়। তোমাদের জীবন নিস্ফল—যদি তোমরা নিমকের মর্য্যাদা রাখতে না জান। আজ তোমাদের রাজা বিপন্ন হ'য়ে তোমাদের মুখের দিকে চেয়ে আছেন। প্রাণ দিয়ে অন্নদাতা প্রভুকে রক্ষা করে' তার সিংহাসন নিস্কণ্টক কর। আজ পাঠান বুঝে যাক্ যে, যে বীরপুরুষগণ একাধিক বার তাদের দর্প চূর্ণ করেছে, তোমরা তাদেরই বংশধর—তোমরা তাদেরই মত দৃঢ়হস্তে অসি ধারণ কর।

সকলে। জয় একলিঙ্গজীর জয়। [প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

রণক্ষেত্র।

আসফ ও ইয়াজিদের প্রবেশ।

ইয়াজিদ। দেখছ আসফ, ক্ষুধার্ত্ত কেশরীর মত রাজপুত ভীম গর্জ্জনে আমাদের অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে, এখনও সন্ধান পায়নি। খুব সতর্কতার সহিত নিঃশব্দে বন অতিক্রম ক'রে তুমি তাদের পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ ক'রে পলায়নের পথ বন্ধ কর। মনে রেখ, সুলতান কন্যার উদ্ধারসাধন ও আমাদের মর্য্যাদা, আজ তোমার কার্য্যের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর ক'র্‌ছে, যাও।

আসফ। যো হুকুম। [প্রস্থান।

ইয়াজিদ। আজ দেখ্‌ব বাপ্পা, তুমি কেমন সৈন্যাধ্যক্ষ! আজ সয়তানে সয়তানে লড়াই। আর তুমি নোশেরা—এত দম্ভ তোমার, যে আমাকে বিবাহ ক'রবার অপমান সহ্য ক'র্‌তে পার্‌বে না বলে মর্য্যাদা ভুলে বিধর্ম্মীর আশ্রয় নিয়েছ! আজ দেখি কে আমার শ্যেনলক্ষ্য থেকে পক্ষাবরণে তোমায় ঢেকে রাখে? একবার তোমায় মুঠোর মধ্যে পেলে—না, সে নিষ্ঠুরতার কথা বাতাসও যদি জান্‌তে পারে, তবে সে চমকে উঠে, ভয়ে চপলাসন্ত্রস্ত বালকের মত চোখ ঢাক্‌বে—(নেপথ্যে। "জয় ভবানীর জয়, জয় একলিঙ্গজীর জয়।") একি বিজয়ধ্বনি—

দূতের প্রবেশ।

দূত। হুজুরালি, হামিদ খাঁর সৈন্য ছত্রভঙ্গ, প্রাণপণে চেষ্টা ক'রেও হামিদ খাঁ তাদের শ্রেণীবদ্ধ ক'র্‌তে পার্‌ছেন না। [প্রস্থান।

ইয়াজিদ। অপদার্থ হামিদ। [প্রস্থান।

দেব ও তাহার সৈন্যগণের প্রবেশ।

দেব। ভাই সব, আর একবার—আর একবার—চেষ্টা কর। তোমাদের পক্ষে আজ ভীষণ পরীক্ষার দিন। আজকার রণজয় তোমাদের এই ব্যূহ-ভেদে উপর নির্ভর ক'র্‌ছে—রাজপুতের ভাগ্যচক্র তোমাদেরই মুখের দিকে অনিমেষে চেয়ে আছে। রাজপুতের ইতিহাস, আজ উদ্বেগপূর্ণ স্থির নিশ্চল দৃষ্টিতে তোমাদের হস্তধৃত অসির দিকে তাকিয়ে আছে। ভাই সব, জীমূতমন্দ্রে আকাশ কাঁপিয়ে, সিংহবীর্য্য নিয়ে আর একবার চেষ্টা কর—আর একবার তাদের রাজপুত খড়্গের পরিচয় দাও।

সকলে। জয় একলিঙ্গজীর জয়, জয় চিতোরের জয়।

সসৈন্যে হামিদের প্রবেশ।

হামিদ। বন্দী কর—(যুদ্ধ চলিতে লাগিল)

সসৈন্যে লছমিয়ার প্রবেশ।

লছমি। একজনও যেন পালাতে না পারে।

[যুদ্ধ করিতে করিতে সকলের প্রস্থান

....

পঞ্চম দৃশ্য।

গান্ধারপর্ব্বতের পাদদেশ

বাপ্পা, যোদ্ধৃবেশে নোশেরা, বালায় ও সৈন্যগণের প্রবেশ।

বাপ্পা। বন্ধুগণ, আজ আমার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য তোমাদের সকলের জীবন বিপন্ন। দেব বন্দী এবং লছমিয়া বিপদগ্রস্ত জেনে, যবন সৈন্যকে গজনার মধ্য পথে বাধা দিতে আমি সেই প্রবঞ্চক ব্যাধের কথা বিশ্বাস করে,

তোমাদের এই পথে নিয়ে এসেছি। মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবিনি, যে সেই ব্যাধ ইয়াজিদের অনুচর। ঐ দেখ ভাই সব, সম্মুখে বিরাট দেহ গান্ধার পর্ব্বত আর পশ্চাতে অর্দ্ধমণ্ডলাকারে ইয়াজিদের বিপুল সৈন্য-প্রবাহ। সম্মুখে অগ্রসর হবার উপায় নেই—পশ্চাতে ফির্‌বারও কোন পথ নেই। মৃত্যু অনিবার্য্য। স্থির জানি আমি, তোমাদের মধ্যে এমন কাপুরুষ—এমন রণবিমুখ—এমন রাজপুত-কলঙ্ক কেউ নেই, যে মৃত্যুকে ভয় করে। আজ বড় আক্ষেপ যে প্রাণ দিয়েও কার্য্যোদ্ধার ক'র্‌তে পারলাম না।

নোশেরা। আমার জন্যই আজ আপনাদের এ বিপদ। আমাকে ইয়াজিদের হাতে সমর্পণ ক'র্‌লে কি ইয়াজিদ আপনাদের পরিত্যাগ করে না? যদি করে, আমায় বিদায় দিন।

বাপ্পা। নোশেরা, গুরুর আদেশ, রাজপুতের প্রধান ধর্ম্ম—আশ্রিত-রক্ষণ। আমি যদি সে ধর্ম্মপালনে অক্ষম হই—আমি যদি রাজপুত নামের অযোগ্য হই, তার জন্য আশ্রিতা তুমি,—নিজেকে সকল বিপদের কারণ মনে ক'রে কেন বৃথা কষ্ট পাচ্ছ? তোমাকে রক্ষা ক'র্‌তে বাপ্পার প্রাণ—বা দেব—বা এই ক্ষুদ্র সেনামুষ্টি ত অতি তুচ্ছ—প্রয়োজন হ'লে চিতোর বলি দেব—রাজপুত জাতিকে বলি দেব। পুনঃ পুনঃ তোমাকে ত্যাগ ক'র্‌তে আমায় অনুরোধ ক'রে, আমার অক্ষমতার কথা আমাকে স্মরণ করিয়ে, আমার মনে কষ্ট দিও না।

বালীয়। স্বর্গে দেবতা আছিস্—পরাণ ভরিয়ে শুনিয়ে লে। এমন মিঠা বাত্ আর শুন্‌বি নারে।

বাপ্পা। ভাই সব, একবার একলিঙ্গ দেবের নাম স্মরণ ক'রে অসি হস্তে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াও—সবাই খড়্গ হস্তে প্রতিজ্ঞা কর, যতক্ষণ দেহে একবিন্দু রক্ত থাক্‌বে, ততক্ষণ যবন-রক্তে অসি রঞ্জিত ক'র্‌তে কেউ বিরত হবে না।

সকলে। জয় একলিঙ্গের জয়।

বাপ্পা। কেন ইয়াজিদকে আক্রমণের সম্মান দেব? এস আমরাই যবনসৈন্যকে অক্রমণ করি। (প্রস্থানোদ্যত ও হঠাৎ চমকিয়া দাঁড়াইয়া) গুরুদেব, ক্ষমা করুন—আমি বিস্মৃত হ'য়েছিলাম। ভাই সব, আর ভয় নেই। এখনই আমরা গুরুর কৃপায়, মহর্ষি হারীত প্রদত্ত এই মন্ত্রপূত দ্বিধার খড়গ দ্বারা ঐ বিরাট পর্ব্বতকে বিদীর্ণ ক'রে—ছিন্ন ভিন্ন ক'রে—পথ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক গজনীতে পৌছে অরক্ষিত সুলতানকে বন্দী ক'র্তে পার্ব। প্রাণ ভরে সবে একবার মা ভবানীর নাম কর।

সকলে। জয় মা ভবানী, জয় মা ভবানী।

বাপ্পা। মহর্ষি হারীত, গুরু গোরক্ষনাথ, ভগবান একলিঙ্গদেব, মা ভবানীর আদেশে এই গিরি বিদীর্ণ কর।

(খড়গ দ্বারা গিরি-গাত্রে আঘাত। পর্ব্বত বিদীর্ণ হইয়া গেল এবং সঙ্কীর্ণ পথ নির্ম্মিত হইল।)

এস—সবে উল্কা-বেগে আমার পিছনে ছুটে এস। [প্রস্থান।

(ব্যাধবেশে ফারিদ, ইয়াজিদ ও সৈন্যগণ)

ইয়াজিদ। কই ফারিদ? কোথায় রাজপুত সৈন্য?

ফাদির। তাইত—কোথায় গেল? তাজ্জব!

ইয়াজিদ। আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা। পশ্চাতে আমরা ছিলাম, সেদিকে নিশ্চয়ই যায় নাই—আর সম্মুখে এই অত্যুচ্চ গান্ধার পৰ্ব্বত—একি! একি! ফারিদ! ফারিদ, আমি কি জাগ্রত না নিদ্রিত—প্রকৃতিস্থ না উন্মাদ—একি দেখ্‌ছি। বিপুলদেহ গান্ধার বিদীর্ণ, মধ্যে সঙ্কীর্ণ পথ!—কোন যাদুকর তার যাদুদণ্ড বুলিয়ে গান্ধারের এ অবস্থা ক'রেছে? একি সম্ভব?

ফারিদ। বিস্ময়ে নির্ব্বাক হ'য়ে গেছি জনাব। কাল প্রত্যুষেও আমি স্বচক্ষে এ স্থান পরিদর্শন ক'রেছি। কই, এ দৃশ্য দেখেছি বলে ত মনে হয় না।—মনে পড়ে, গান্ধার সৃষ্টির আদিকাল থেকে যেমন গর্ব্বভরে মাথা খাড়া ক'রে দাঁড়িয়েছিল, কালও তাকে তেমনি দেখেছি। কিন্তু একি!

ইয়াদিজ। বাপ্পা, বুঝ্‌লাম তুমি দৈব-বলে বলীয়ান।—তাই সহস্রবার নিশ্চিত মৃত্যু থেকেও রক্ষা পেয়েছ,—তাই তোমার বিঘ্নস্বরূপ, অলস স্বেচ্ছাচারী গান্ধারের দর্প চূর্ণ ক'রে, নিজের পথ পরিস্কার ক'রেছ।—ফারিদ, আর আশা নাই। এতদিন যে ইসলামীয় জাতীয়পতাকা গজনীর দুর্গশিখরে সগর্ব্বে মাথা খাড়া ক'রে, অর্দ্ধপৃথিবীর হৃদয়ে একটা মহা আতঙ্ক জাগিয়ে তুলেছিল—দেখ গিয়ে, আজ সে তার অক্ষম রক্ষীগণের উপর অভিমান ক'রে মাটীতে লোটাচ্ছে—আর তার স্থানে রাজপুতের লোহিত পতাকা, ইসলামীয় বৈজয়ন্তীর প্রতি বিদ্রূপ কটাক্ষ নিক্ষেপ ক'রে, বালারুণকে অভিবাদন করতঃ রাজপুতের অভ্যুত্থান এবং এক নবযুগের প্রারম্ভ ঘোষণা ক'র্‌ছে। ওঃ—এই দৃশ্য দেখার পূর্ব্বে কেন আমার মৃত্যু হয়নি! খোদা—খোদা আজ মহম্মদিগণ কোন অপরাধে তোমার নিকট অপরাধী, যে তাদের এ অবস্থা ক'র্‌লে!

ফারিদ। সেনাপতি সাহেব, উতলা হবেন না। অনুমানের উপর হতাশ হওয়া কর্ত্তব্য নয়। আর গজনী ত একেবারে অরক্ষিত নয়। চলুন, আমরা গজনী অভিমুখে যাত্রা করি।

ইয়াজিদ। বেশ—চল। কিন্তু আর আশা নেই। কারো সাধ্য নেই যে তাকে পরাস্ত করে—যদি বাস্তবিক এ সংসারে অজেয় কেউ থাকে, তবে আজ সেই রাজপুতবীর। [প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

গজনিপ্রসাদ—কক্ষ।

সুলতান, সেলিম, ও উজির।

সেলিম। উজির, আমার আদেশমত সমস্ত ঠিক ক'রেছ?

উজির। হাঁ জনাব, কিছুরই ত্রুটি হয়নি।

সেলিম। ওঃ! কি ভীষণ জীবন-মরণ-ব্যাপারে প্রবৃত্ত হচ্ছি! এক মুহূর্ত্তে সব ওলট পালট হ'তে পারে। যদি রাজপুত সেনাপতি আমাদের কৌশলজালে আবদ্ধ না হয়, তা—হলে—তা হ'লে—ওঃ উজির, ভাব্‌তেও আমার হৃদ্‌কম্প হয়!

উজির। জনাবালি, আপনি বৃথা চিন্তা ক'র্‌ছেন। রাজপুত সেনাপতি বীরত্ব ও সামরিক কৌশল দ্বারা সম্মুখ যুদ্ধে আমাদের পরাস্ত ক'রেছেন সত্য, কিন্তু এবারের যুদ্ধে তাঁর পরাজয় অনিবার্য্য।

সেলিম। তুমি প্রাসাদের সমস্ত দ্বার উন্মুক্ত ক'র্‌তে আদেশ দিয়েছ ত?

উজির। হাঁ জনাব, আপনার আদেশ তামিল ক'রেছি। কিন্তু আমার একটু ভয় হচ্ছে!

সেলিম। কি ভয়?

উজির। রাজপুতগণ হারেমের স্ত্রীলোকদের উপর কোন অত্যাচার—

প্রহরীর প্রবেশ।

সেলিম। কি সংবাদ?

প্রহরী। আমরা সমস্ত দরজা খুলে দিয়েছি—রাজপুত সেনাপতি কয়েক জন সৈন্য নিয়ে প্রাসাদে প্রবেশ ক'রেছেন।

সেলিম। উত্তম—যাও। খুব সাবধান। [প্রহরীর প্রস্থান। উজির, জানিনা কি হয়! আমার মাথা ঘুর্‌ছে—কি ভয়ঙ্কর মুহূর্ত্ত! এক পলের মধ্যে জয়-পরাজয় নিশ্চয় হ'য়ে যাবে।

উজির। আপনি কোন চিন্তা ক'রবেন না, ইঁদুর ঠিক কলে পড়্‌বে।

দ্বিতীয় প্রহরীর প্রবেশ।

সেলিম। কি—কি সংবাদ?

প্রহরী। রাজপুতেরা সমস্ত কক্ষে আপনাকে অনুসন্ধান ক'র্‌ছে।

সেলিম। সবাই এক সঙ্গে?

প্রহরী। না। দুই তিন জন ক'রে দলবদ্ধ হ'য়ে।

সেলিম। যাও (প্রহরীর প্রস্থান) যদি সেনাপতি সেদিকে না যায়? উজির, বুঝি সর্ব্বনাশ হ'ল! ওঃ—(ভীষণশব্দ) ওই—ওই—উজির, উজির, বাজীমাৎ, বাজীমাৎ—নিশ্চয় বন্দী হ'য়েছে। আর ভয় নেই—আর ভয় নেই! ঐ ভীষণ শব্দে আমার বিজয় বার্ত্তা ঘোষিত হয়েছে।

স্থলতানের উষ্ণীষশোভিত সমসেরের প্রবেশ।

সমসের, সমসের! বল, কৃতকার্য্য হ'য়েছ?

সমসের। হাঁ জনাব, আপনার এই উষ্ণীষশোভিত আমাকে কক্ষে প্রবেশ ক'র্‌তে দেখে, সেনাপতি স্বয়ংই স্থলতানকে বন্দী ক'র্‌তে যান। তারপর যা হয়েছে,* তা ত শব্দেই বুঝ্‌তে পেরেছেন। হুজুরালি, এই আপনার উষ্ণীষ।

সেলিম। (উষ্ণীষ লইয়া) সমসের, ধন্য তোমার সাহস—আমি তোমায় যথেষ্ট পুরস্কার দেব। উজির! আর বিলম্বে প্রয়োজন কি? এস, সামন্তদের নিয়ে মন্ত্রণাকক্ষে যাই। উজির, আমার এ অদ্ভুত ঘটনা বিশ্বাস ক'র্‌তে সাহস হচ্ছে না। এত নসিবের জোর আমার—

উজির। দীনদুনিয়ার মালিকের ইচ্ছা হ'লে অসম্ভব সম্ভব হ'তে কতক্ষণ লাগে জনাব? [উজির ও স্থলতানের প্রস্থান।

সমসের। সমসের, জোর কপাল তোর! মোসাহেব থেকে একেবারে স্থলতান। উন্নতি বটে। কিন্তু বড় ভাল বোধ হচ্ছে না। রাজা রাজড়ার কি রাজমুকুট হাতছাড়া ক'র্‌তে আছে? ওসব গরম জিনিষ—একবার গরম ভাঙ্‌লে কি আর জমে? দেখা যাক্। [প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

অন্ধকার পাষাণ গৃহ।

বাপ্পা।

বাপ্পা। সুলতানকে এই কক্ষে প্রবেশ ক'র্‌তে দেখে তাকে বন্দী ক'র্‌বার জন্য কি কুক্ষণে এখানে প্রবেশ ক'রেছিলেম—আর নিজেই বন্দী হলেম। জয়ী আমি, তথাপি বিজিত সুলতানের কৌশলে আজ আমি তারই বন্দী। তীরে এসে তরী ডুবিয়েছি! একেই বলে অদৃষ্টের উপহাস। পুরুষকারের সাধ্য কি যে অদৃষ্টকে ঠেলে ফেলে উপরে ওঠে। সৈন্যগণ হয়ত আমার অভাবে ছত্রভঙ্গ হ'য়ে পড়েছে—অথবা তারা এতদিন আছে কি না তাই বা কে জানে। না—আর ভাব্‌ব না। যা হবার তাই হবে। ভবানীর যদি এই ইচ্ছা হয়, বেশ, তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ক। কিন্তু সুলতান যে গৃহে প্রবেশ ক'রেছিলেন—সে ধ্রুব সত্য। সুলতান গেলেন কোথায়? নিশ্চয়ই নিষ্ক্রামণের পথ আছে। আমি এ গৃহের কৌশল জানিনা—তাই দ্বারের সন্ধান পাচ্ছি না—একি! প্রাচীরের গাত্রে যেন কেউ আঘাত ক'র্‌ছে অতি সন্তর্পণে একটু আলো যেন কক্ষের মধ্যে প্রবেশ ক'র্‌লে।—এ কয়দিন ত অন্ধকারই দেখে আস্‌ছি। একি? প্রাচীরের একাংশ স'রে যাচ্ছে!

গুপ্তদ্বার দিয়া নোশেরার প্রবেশ।

এ কি! কে তুমি? কে তুমি—আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি! তুমি! তুমি—নোশেরা—এখানে! এই অভিশাপের রাজ্যে!

নোশেরা। চুপ। আস্তে কথা বলুন—আমি আপনাকে মুক্ত ক'র্‌তে এসেছি। চলে আসুন।

বাপ্পা। আর মুক্ত হ'য়ে কি হবে নোশেরা? তোমাকে এখানে দেখেই আমি বুঝ্‌তে পেরেছি যে, আমার আশা ভরসা সমস্তই গিয়েছে।

নোশেরা। কিছু যায়নি—আপনি চিন্তিত হবেন না। আপনি পিতার কৌশলে বন্দী হয়েছেন শুনে আপনাকে মুক্ত ক'র্‌বার জন্য আমি পিতার নিকট ফিরে এসেছি। আপনার চিন্তার কোন কারণ নেই।

বাপ্পা। এ্যাঁ—বল কি? তাহ'লে কি এখনও আশা আছে! বল, বল নোশেরা—দেব, বালীয়, লছমিয়া, আমার প্রাণপ্রতিম সৈন্যগণ, তারা সব কোথায়—কি অবস্থায় আছে?

নোশেরা। সসৈন্যে ইয়াজিদ গজনীতে পৌছেছে। বালীয় আপনার অবর্ত্তমানে সৈন্যপরিচালনার ভার নিয়ে তাকে আক্রমণ করে দেবকে মুক্ত করেছে। প্রাণের ভগ্নী লছমিয়া সদলবলে তাদের সঙ্গে মিলিত হ'য়েছেন। গজনীর সামন্ত প্রদেশে রুদ্ধশ্বাসে তারা আপনার অপেক্ষা ক'র্‌ছে। ইন্ধন প্রস্তুত, এখন আপনি গিয়ে তাতে অগ্নি সংযোগ ক'রলেই দাবানল সৃষ্টি হবে।

বাপ্পা। নোশেরা—নোশেরা! কি দিয়ে তোমায় পুরস্কৃত ক'র্‌ব? তোমার যোগ্য পুরস্কার ত এ সংসারে নেই। নোশেরা—তুমি কি ক'রে জান্‌লে, যে আমি এ কক্ষে আবদ্ধ আছি?

নোশেরা। পিতার মুখে শুনেছি।

বাপ্পা। তিনি তোমায় বলেছেন?

নোশেরা। তিনি মন্ত্রণাকক্ষে মন্ত্রী ও সামন্তদের সঙ্গে এ বিষয় আলোচনা ক'রছিলেন—আমি কক্ষান্তর থেকে তা শুনেছি।

বাপ্পা। তার পর।

নোশেরা। যে কৌশলে এ কক্ষের এই গুপ্তদ্বার উন্মোচন করা যায় তা আমার জানা ছিল।

বাপ্পা। তারপর তুমি আমাকে মুক্ত ক'র্‌তে—আমার প্রাণরক্ষা ক'র্‌তে ছুটে এসেছ! নোশেরা—

নোশেরা। আজ্ঞে—

বাপ্পা। একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব?

নোশেরা। করুন।

বাপ্পা। ঠিক্ উত্তর দেবে—কিছু লুকাবে না?

নোশেরা। না।

বাপ্পা। আমায় কি তুমি ভালবাস? বল—চুপ করে রইলে কেন? উত্তর দাও—মুখ তোল—

নোশেরা। আমি যে মুসলমানী—বিধর্ম্মী। (ভীষণ শব্দ) সর্ব্বনাশ! এখনও পালাও—যাঃ! সব শেষ—

ইয়াজিদের প্রবেশ।

ইয়াজিদ। এই যে রাজপুতবীর—ও কে? নোশেরা! এখানে! তাইত—যাক্। আজ আমার আর সে বিচারে প্রয়োজন কি? রাজপুত সেনাপতি—তোমার সঙ্গে আমার একটা প্রয়োজন আছে।

বাপ্পা। বলুন—

ইয়াজিদ। গান্ধার পর্ব্বত কি তোমারই খড়্গাঘাতে বিভিন্ন হ'য়েছে?

বাপ্পা। হাঁ। আমার গুরুদত্ত মন্ত্রপূত খড়্গাঘাতে সে শৈলের দর্পচূর্ণ হ'য়েছে, সে বড় দম্ভ করে আমার পথরোধ করে দাঁড়িয়েছিল।

ইয়াজিদ। বটে! আমি তোমার নিকট এসেছি। কেন জান?

বাপ্পা। আমায় বধ কত্তে—অথবা বিচারের জন্য আমাকে রাজসভায় নিয়ে যেতে।

ইয়াজিদ। মূর্খ! সেরূপ কিছু নয়। আমি এসেছি তোমায় দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান ক'র্‌তে—আমি এসেছি তোমার খড়্গাঘাতের কত জোর তাই পরীক্ষা ক'র্‌তে—আমি এসেছি একবার দেখ্‌তে যে, যে বাহুচালিত খড়্গ গিরি ভিন্ন ক'র্‌তে সক্ষম—সে বাহু কত শক্তিশালী। এই দুইখানি তরবারি আছে—সমান ভারী—সমান তীক্ষ্ণ। যে খানা ইচ্ছা বেছে

নাও। উভয়ই বিষাক্ত—যার অঙ্গে খড়্গ প্রবেশ ক'র্‌বে তার মৃত্যু অনিবার্য্য।

বাপ্পা। তা হ'লে ক্ষান্ত হ'ন, গুরুর আশীর্ব্বাদে আমার শরীর অস্ত্রের অভেদ্য। এ যুদ্ধে আপনার মৃত্যু নিশ্চিত।

ইয়াজিদ। বালক, কি গর্ব্ব ক'র্‌ছ? স্বচক্ষে ইয়াজিদের খড়্গ চালনা দেখনি কি? নাও, অস্ত্র নাও। হ'তে পারে, তুমি দৈববলে বলীয়ান কিন্তু ইয়াজিদও দুর্ব্বল নয়।

বাপ্পা। তা জানি। তবু এ যুদ্ধে—

ইয়াজিদ। কোন কথা শুন্‌ব না—আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। নাও—অস্ত্র নাও—

বাপ্পা। আমায় ক্ষমা করুন—আমি আপনার এ আদেশ পালনে অক্ষম।

ইয়াজিদ। এখনও বল্‌ছি অস্ত্র নাও। দোস্‌রা জবান বল্লে আমি তোমায় অস্ত্র গ্রহণে বাধ্য করাব। মনে রেখ, তুমি আমার বন্দী।

বাপ্পা। বেশ, এই আমি অস্ত্র গ্রহণ ক'র্‌ছি। কিন্তু বৃথা রক্তপাতের জন্য আমি দায়ী নই।

ইয়াজিদ। তবে আর বিলম্ব কেন? এস।

বাপ্পা। আমি প্রস্তুত—(যুদ্ধ)

ইয়াজিদ। বালক, এইবার আত্মরক্ষা কর (খড়্গ বাপ্পার শরীর স্পর্শ করিল কিন্তু শরীরে প্রবেশ করিল না। ইয়াজিদ খড়্গ ফেলিয়া দিলেন) না, আর যুদ্ধের প্রয়োজন নাই। আমার খড়্গ তোমাকে সজোরে আঘাত করেছে, কিন্তু তোমার শরীরে প্রবেশ ক'র্‌তে পারেনি। আর এই দেখ, তোমার খড়্গাঘাতে আমার সমস্ত শরীর রক্তরঞ্জিত। আর যুদ্ধে প্রয়োজন কি?—তোমার ভাগ্যনক্ষত্র সুপ্রসন্ন। কারও সাধ্য নেই, তোমার পথরোধ করে। এ শৌর্য্য, এ রণকৌশল পূজিত হবার যোগ্য! যাও বীর, মুক্ত তুমি। দ্বারে সুসজ্জিত অশ্ব র'য়েছে, আমার আদেশে কেউ

তোমার পথরোধ ক'র্‌বে না। আমার মাথা ঘুর্‌ছে—পা টল্‌ছে—বিষের ক্রিয়া আরম্ভ হ'য়েছে।—ওঃ (ভূমিতে পতন। বাপ্পা সযত্নে তাহার মস্তক নিজের কোলের উপর লইলেন)।

বাপ্পা। কেন এ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'য়েছিলেন? আমি ত পূর্ব্বেই নিষেধ ক'রেছিলেম।

ইয়াজিদ। বালক, যে দেশে ইয়াজিদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অথবা ইয়াজিদের সমকক্ষ খড়গচালক আছে, সে দেশে ইয়াজিদ বাস করে না। এ পর্য্যন্ত স্পর্দ্ধা ক'রে বল্‌তে পার্‌তেম যে আমার সমকক্ষ খড়গচালক নেই; আজ তুমি আমার সে গর্ব্ব চূর্ণ ক'রেছ। এ প্রাণে আর প্রয়োজন কি? আশীর্ব্বাদ করি, সুখী হও। আর যদি গজনী জয় ক'র্‌তে চাও—খুব সাবধানে অগ্রসর হ'য়ো। পূর্ব্বে যত সহজে জয় ক'রেছিলে এখন আর তত সহজে হবে না। নোশেরা, জানি না তোমার কাছে কি অপরাধ করেছিলেম, যে, তোমার নিকট থেকে এক জীবনব্যাপী অবজ্ঞা সহ্য ক'র্‌লেম। যদি কোন অপরাধ ক'রে থাকি, ভাই বলে ক্ষমা ক'রো বোন। রাজপুতবীর, আমিও যুদ্ধ ব্যবসায়ী, আমার হস্তেও কোন দিন বোধ হয় তরবারির অপমান হয়নি—মৃত্যুর তীরে দাঁড়িয়ে একটা অনুরোধ ক'র্‌ছি—রাখ্‌বে কি?

বাপ্পা। আজ্ঞা করুন।

ইয়াজিদ। পার ত নোশেরাকে সুখী ক'রো। যাও তোমরা—কি চুপ ক'রে রইলে যে?

বাপ্পা। সুলতানকে সংবাদ দিয়ে বৈদ্য আনালে, এখনও বোধ হয় আপনার জীবনের আশা আছে।

ইয়াজিদ। বালক, দেখ্‌ছ না, সমস্ত শরীরের উপর কেমন ধীরে ধীরে মৃত্যুর করাল ছায়া অঙ্কিত হ'য়েছে। বিষের ক্রিয়ার সমস্ত শরীর নীলাভ হ'য়ে গিয়েছে—আমার বাঁচার আর কোন আশা নেই, আর আমি বাঁচতেও

চাই না। তোমরা সত্বর যাও, বিলম্ব হ'লে তোমাদের পথরুদ্ধ হতে পারে। যাও— [বাপ্পা ও নেশেরার প্রস্থান।

এস তবে মৃত্যু, আর বিলম্ব কেন? ওঃ—সমস্ত শরীরে একটা দাহ ছুটে বেড়াচ্ছে গেল, জ্বলে গেল। গজনী, এতকাল মাতৃস্নেহে পালন ক'রেছ, তোমায় বড় ভালবাসি—তাই আমার চেয়ে উপযুক্ত রক্ষকের হাতে আজ তোমায় সমর্পণ ক'রে আমি মহাশান্তিতে চিরনিদ্রার কোলে আশ্রয় গ্রহণ ক'র্‌ছি—ওঃ—ওঃ—খো—দা— (মৃত্যু)

অষ্টম দৃশ্য।

কক্ষ।

বাপ্পা, বালীয় ও সৈন্যগণ।

বাপ্পা। ভাই সব, মা ভবানীর কৃপায় বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে, তোমরা গজনী জয় ক'রেছ। ইতিহাস তোমাদের এ বীরত্বগাথা সগৌরবে বক্ষে ধারণ ক'র্‌বে। তোমরা রণশ্রমে কাতর—বিশ্রাম করগে'।

সৈন্যগণ। প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য। [প্রস্থান।

দেবের প্রবেশ।

দেব। এই সুলতানের মুকুট—তিনি পরাজিত—যুদ্ধে হত। এ এখন তোমার প্রাপ্য বন্ধু। (বাপ্পার উষ্ণীষ খুলিয়া মুকুট বাপ্পার মাথায় পরাইয়া দিলেন ও বাপ্পার উষ্ণীষ একখানি সোফার উপর রাখিয়া দিলেন:)

বাপ্পা। কর কি—কর কি? এ মুকুট আমার প্রাপ্য নয়।

(মুকুট মাথা হইতে খুলিলেন)

দেব। তবে—

বাপ্পা। এ মুকুটের অধিকারিণী সুলতান-কন্যা নোশেরা। আমার

গজনী জয়, সুলতানের পিতামহ কর্ত্তৃক বল্লভীপুরে শিলাদিত্যের পরাজয়ের প্রত্যুত্তর মাত্র। আমার প্রাপ্য ছিল, গজনীজয় প্রসূত আত্মপ্রসাদ। কিন্তু আজ আমি তা হ'তেও বঞ্চিত। যদি আজ সুলতান জীবিত থাকৃতেন!

দেব। তাঁর জন্য বৃথা খেদ ক'র্‌ছ বন্ধু। তুমিত জান, যোদ্ধার অদৃষ্ট বৈশাখী আকাশের মত অনিশ্চিত—কখনও বা মেঘমুক্ত কখনও বা মেঘযুক্ত।

বাপ্পা। তা সত্য দেব। কিন্তু নোশেরার পিতৃহন্তা হ'য়ে আজ কেমন ক'রে তার সম্মুখে দাঁড়াব। সে আমার প্রাণদান ক'র্‌তে গিয়েছিল—আর আজ আমারই জন্য সে পিতৃহীনা।

দেব। কবে চিতোর যাত্রা ক'রবে?

বাপ্পা। আজ একবার সুলতান কন্যার সঙ্গে দেখা করে, তোমাদের সঙ্গে মিলিত হব। [দেবের প্রস্থান।

কি ব'লে নোশেরাকে সান্ত্বনা দেব? সে কি আমাকে ক্ষমা ক'র্‌বে?

নোশেরার প্রবেশ।

বাপ্পা। এই যে নোশেরা। নোশেরা, আমি তোমার নিকট অপরাধী, আমিই তোমার পিতার মৃত্যুর কারণ। আমাকে ক্ষমা কর নোশেরা। আমায় বিশ্বাস কর, সুলতানের মৃত্যুতে আমি বাস্তবিক দুঃখিত। বল আমায় সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা ক'রেছ—

নোশেরা। আপনি ত কোন অপরাধ করেন নি।

বাপ্পা। আমি তোমার পিতার মৃত্যুর কারণ।

নোশেরা। ঘটনাস্রোত অন্যদিকে প্রবাহিত হ'লে তিনিও আপনার মৃত্যুর কারণ হ'তে পারেন।

বাপ্পা। তা সত্য। নোশেরা—আমি আজ চিতোর যাচ্ছি—

নোশেরা। আমি?

বাপ্পা। তুমি তোমার পিতৃ—রাজ্য—গজনীর রাণী হয়ে, এখানে থাকৃবে।

নোশেরা। গজনী আপনার।

বাপ্পা। তা হ'লে বুঝ্‌লেম তুমি আমাকে ক্ষমা করনি। নোশেরা, এই তোমার পিতার মুকুট—গ্রহণ ক'রে আমায় বিদায় দাও। আমি বন্দদের মুক্ত ক'রে দিতে আদেশ দিয়েছি—আহতদের শুশ্রূষার, আর হতবীরদের সমাধির বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছি। আমার দ্বারা বা আমার অনুচরবর্গের-দ্বারা গজনীর তৃণটা পর্য্যন্ত স্পর্শিত বা স্থানান্তরিত হয়নি। তোমার পিতার রাজ্য তুমিই গ্রহণ করে আমায় মুক্তি দাও—আমি বিদাই হই।

নোশেরা। আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য কিন্তু আমি এ মুকুট নিয়ে কি ক'র্‌ব ? আমি রমণী, আমিত এর সম্মান রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌ব না।

বাপ্পা। কোন চিন্তা নেই তোমার। রাজপুত আজ পরম মিত্রভাবে গজনী ত্যাগ ক'র্‌ছে। যদি কোন বিপদ ঘটে' আমাকে স্মরণ ক'র, রাজপুতখড়্গ তোমাকে সাহায্য ক'র্‌তে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাক্‌বে। অনুমতি কর, আমি বিদায় হই—

নোশেরা। (গলার স্বর কাঁপিয়া উঠিল) যাবেন ? আমাকে একাকী —রেখে—

বাপ্পা। যখনই সুবিধা হবে তোমাকে এসে দেখে যাব।

নোশেরা। যাবেন—যা - ন।

বাপ্পা। তুমি কাঁদ্‌ছ নোশেরা—ছিঃ (বলিয়া হাত ধরিতে গেলেন)

নোশেরা। (সরিয়া) না—আপনি যান—আপনি যান।

বাপ্পা। অদ্ভুত (ভাবিতে ভাবিতে প্রস্থান।)

নোশেরা। চ'লে গেলে! নিষ্ঠুর! আমায় পায়ে ঠেলে চ'লে গেলে। আর তোমায় দেখতে পাবনা,—আর তোমার মধুর "নোশেরা" ডাক শুনতে পাবনা। তুচ্ছ গজনী-সিংহাসন দিয়ে আমাকে আবদ্ধ ক'রে রেখে গেলে। আমি ত সিংহাসন চাইনি, আমি যে তোমায় চাই—তোমায় চাই—তোমার দাসী হতে চাই। ওঃ হোঃ হোঃ! ফিরে এস—ফিরে এস প্রিয়তম—আমি

তোমায় ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌ব না। (সোফার উপর পড়িয়া মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন)

বাপ্পা "আমার উষ্ণীব নোশেরা" বলিয়া পুনঃ প্রবেশ করিলেন, ও নোশেরার অবস্থা দেখিয়া ক্ষণেক স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। পরে নিকটে যাইয়া সস্নেহে তাহার হাত ধরিয়া ডাকিলেন—

"নোশেরা।" নোশেরা মুখ নীচু করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

বাপ্পা। নোশেরা, তুমি কাঁদছ কেন? আমি গেলে কি তোমার কষ্ট হয়?

নোশেরা। কষ্ট! আমি তোমায় ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌ব না—আমি তোমায় ভালবাসি—ভালবাসি—ভালবাসি।

বাপ্পা। ভালবাস—

নোশেরা। হাঁ। ভালবাসি—বড় ভালবাসি—সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভালবাসি। আমায় ফেলে যেওনা।

গীত।

তুমি যেওনা চরণে দলিয়া।
আমায় দুঃখের পাথারে ত্যজিয়া॥
তোমারই আশে রেখেছি এ প্রাণ
তোমারে সকল করিয়াছি দান,
তুমি হৃদে আশ, ক'র না নিরাশ
হেলার মরমে পীড়িয়া॥
তোমার বিরহ কেমনে সহিব, উছলিত চিত কেমনে বাঁধিব,
দিবস যামিনী কেমনে রাখিব,
নয়নের বারি রোধিয়া॥

(গান করিয়া বাপ্পার বুকে মুখ লুকাইলেন। বাপ্পা সস্নেহে তার মুখ-চুম্বন করিলেন।)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বিলাসমন্দির।

মানসিংহ, করিম, দুর্জ্জন ও নর্ত্তকীগণ।

মানসিংহ। (মদ্যপান করিতে করিতে) দেখ করিম—বেড়ে সরবত তোমার।

করিম। হুজুর মা বাপ—গরীবের উপর যথেষ্ট অনুগ্রহ।

মানসিংহ। দেখ দুর্জ্জন, এ সরবতের আস্বাদ যে না পেয়েছে, তার—

দুর্জ্জন। জীবনই বৃথা।

করিম। যা ব'লেছেন হুজুর, সে শালা গর্ভস্রাব।

মান। খুব বরাত জোর দুর্জ্জন, যে যুদ্ধক্ষেত্রে করিমকে আর এই সুন্দরীদের তুমি পেয়েছিলে। আরে ছাই, রাজত্ব ক'রে যদি দুদিন মজাই না ওড়াতে পারলেম তবে আর রাজায় ফকিরে তফাৎ রইল কি? আজ যেন আমোদটা জম্‌ছে না। দুর্জ্জন, করিম, আকণ্ঠ সুধা পান কর, সুধা বৃষ্টি কর—আর মতিজান ফতেজান রঙ্গিলা তোমরা সকলে নাচ, গাও, স্ফুর্ত্তি কর। আমোদ চাই, ভরপুর—আমাকে পরীর রাজ্যে নিয়ে যাও।

নর্ত্তকীগণ। যো হুকুম খোদাবন্।

গীত।

আজি পঞ্চমে তোল তান!

প্রেম তরঙ্গে, নৃত্য ভঙ্গে

আবেশে মাতাও প্রাণ॥

কর কটাক্ষ, বিঁধিয়া লক্ষ', উঠুক কাঁপিয়া পুরুষবক্ষ
বাজুক নুপুর, রুনু ঝুনু ঝুনু গুঞ্জরি প্রেম গান॥

বাপ্পার প্রবেশ।

বাপ্পা। মাতুল, একি ? ওঃ—(প্রস্থানোদ্যত)

মানসিংহ। কে ?

বাপ্পা। আমি বাপ্পারাও—

মানসিংহ। বাপ্পা—এস বৎস। ফিরে যাচ্ছিলে কেন ?

বাপ্পা। মাতুল—আমি এইমাত্র গজনী থেকে আস্‌ছি। প্রথমেই আপনার সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে এসেছি। ভগবান একলিঙ্গের কৃপায় আমি সুলতানের বিরাট বাহিনীকে পরাজিত ক'রে, চিতোরকে নিষ্কণ্টক ক'রেছি এবং গজনী জয় ক'রেছি।

মান। দীর্ঘজীবি হও। তা হ'লে গজনী এখন আমার—

বাপ্পা। না।

মান। তার অর্থ ? তুমি না গজনী জয় ক'রেছ—

বাপ্পা। আমি সেলিমের কন্যাকে তার পিতৃরাজ্য দান করেছি।

মান। কেন ? গজনী দান ক'র্‌বার তোমার কি ক্ষমতা আছে ? তুমি আমার সামন্ত—তোমাদ্বারা যা কিছু আহরিত হবে, সব—রাজা আমি আমার প্রাপ্য। তোমার জয় ক'র্‌বার শক্তি আছে, কিন্তু দান ক'র্‌বার অধিকার নেই।

বাপ্পা। সেলিমের কন্যা নিজের জীবন বিপন্ন ক'রেও আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত ক'র্‌তে গিয়েছিলেন ; তাই আমি সেই উপকারের প্রত্যুপকার স্বরূপ তাঁকে তার পিতৃরাজ্য দান ক'রেছি।

মান। সেলিমের কন্যা তোমার প্রাণরক্ষা করেছিলেন ব'লে, তুমি আমার প্রাপ্য গজনী দান ক'র্‌তে পার না—তোমার নিজস্ব যা, তাই ইচ্ছা ক'র্‌লে তুমি তাকে দিতে পার্‌তে।

বাপ্পা। সেই কারাগারে যদি আমার মৃত্যু হ'ত, তা হ'লে বোধ হয় আপনার গজনী জয় সম্পূর্ণ হ'ত না। সুলতান কন্যার এই উপকারের জন্য আপনারও তাঁকে পুরস্কৃত করা কর্ত্তব্য।

মান। আমার কি কর্ত্তব্য, কি অকর্ত্তব্য তা আমি বেশ জানি।

দুর্জ্জন ও করিম। নিশ্চয়

মান। সে বিষয়ে তোমার উপদেশের কোন প্রয়োজন নেই—

দুর্জ্জন ও করিম। কিছু না।

মান। তার উপর সে তোমার প্রাণ রক্ষা করেছে বলে, যে আমার তাকে গজনী ছেড়ে দিতে হবে এমন কোন কথা নেই।

দুর্জ্জন ও করিম। নিশ্চয় না—

মান। সুলতান কন্যাকে কয়েক সহস্র মুদ্রা দিয়ে আমি পুরস্কৃত ক'র্‌তে পার্‌তেম, তার জন্য গজনীদানের প্রয়োজন হ'ত না।

দুর্জ্জন। (জনান্তিকে) মহারাজ ভিতরে ভিতরে কিছু ডান হাত বাঁ হাত আছে।

মান। (জনান্তিকে) বুঝ্‌তে পেরেছি। (প্রকাশ্যে) লুণ্ঠিত দ্রব্য কোথায়?

বাপ্পা। লুণ্ঠিত দ্রব্য!

মান। গজনী লুণ্ঠন করে যে সকল দ্রব্য পেয়েছ তা কোথায়?

বাপ্পা। আমি গজনীর তৃণগাছটীও স্পর্শ করিনি।

দুর্জ্জন। (জনান্তিকে) শুন্‌লেন মহারাজ!

মান। কেন?

বাপ্পা। বিজিত রাজ্য লুণ্ঠন করা আমি পশুত্বের পরিচায়ক মনে করি।

মান। বটে! তাই—গজনী জয় করেছ—এই ধারণাটুকু নিয়ে চিতোরে ফিরে এসেছ।

বাপ্পা। আপনার অনুমান সত্য।

করিম। মহারাজ! সুলতান-কন্যা খুব সুন্দরী। এমন রূপ দুনিয়ায় নেই বল্লে চলে। ঠিক যেন আসমানের হুরী। সাধে কি ইয়াজিদ সাহেবের মাথা ঘুরে গিয়েছিল—

দুর্জ্জন। তার উপর, সামন্তমহাশয় ত বহুদিন তাঁর সঙ্গে এক বাটীতে এবং এক শিবিরে বাস করেছেন।

বাপ্পা। চিতোররাজ—আমার অপরাধ হ'য়ে থাকে, দণ্ড দিন। কিন্তু এই অর্ব্বাচীন মোসাহেবদের স্তব্ধ হ'তে আদেশ দিন।

মান। কেন? এরাত কোন অন্যায় কথা বলেনি। আমার রাজ্যে সত্য বল্‌তে কারও বাধা নেই।

বাপ্পা। উত্তম।

মান। সেই কুলটার রূপে মুগ্ধ হ'য়ে তুমি আমার নিকট বিশ্বাসঘাতকতা ক'রেছ—

বাপ্পা। চিতোররাজ! আপনি সুরা পান ক'রেছেন। প্রকৃতিস্থ হ'ন। সময়ান্তরে দেখা হবে (প্রস্থানোদ্যত)

মান। দাঁড়াও—আমার অনুমতি না নিয়ে কোথায় যাচ্ছ?

বাপ্পা। আদেশ করুন—

মান। সেলিমের কন্যা তোমার সহিত এসেছে?

বাপ্পা। হাঁ।

মান। কেন? গজনী ত্যাগ ক'রে তোমার সঙ্গে এসেছে কেন?

(দুর্জ্জন মানসিংহের কানে কানে কি বলিল)

মান। (জনান্তিকে) তাইত! বাহবা দুর্জ্জন—বাহবা বুদ্ধি। কথাটা আমার মাথায় খেলেনি (প্রকাশ্যে) বাপ্পারাও—

বাপ্পা। আজ্ঞা করুন—

মান। সেলিমের কন্যাকে এখনই হাজির কর। করিম—লেয়াও—

করিম। হুজুর—(মদ্যদান ও মদ্যপান)

মান। কি দাঁড়িয়ে রইলে যে? যাও—সত্বর সেলিমের কন্যাকে আমার এখানে নিয়ে এস—যাও—কি?

বাপ্পা। চিতোররাজ! সুলতান-কন্যার সম্বন্ধে সংযত ভাবে কথা বল্‌বেন।

মান। কেন? কাকে ভয়?

বাপ্পা। সুলতান কন্যা আমার পরিণীতা স্ত্রী।

দুর্জ্জন ও করিম। হোঃ হোঃ হোঃ (হাস্য।)

মান। তোমার পরিণীতা স্ত্রী—! কোন্ শাস্ত্র মতে তুমি যবনীকে বিবাহ করেছ?

বাপ্পা। হিন্দুশাস্ত্র মতে।

মান। এত রাক্ষস-বিবাহ।

বাপ্পা। তবু বিবাহ।

মান। বটে! এই জন্যই বুঝি সেলিমের কন্যাকে গজনী দান করেছ, অর্থাৎ প্রকারান্তরে তুমি গজনী জয় করেছ বলে, তুমি গজনী সিংহাসনে বস্‌তে চাও। বিশ্বাসঘাতক—রাজদ্রোহী! কে আছিস?

পাঁচজন সশস্ত্র সৈনিকের প্রবেশ।

বন্দী কর—(সৈনিকগণ অগ্রসর হইল দেখিয়া বাপ্পা তরবারি নিষ্কাসিত করিলেন)

বাপ্পা। খবরদার—চিতোর রাজ, এখনও আদেশ প্রত্যাহার করুন। আপনি স্বপ্নেও মনে ক'র্‌বেন না, যে শৃগাল সিংহের অঙ্গে হস্তক্ষেপ ক'র্‌তে পার্‌বে—এখনও আদেশ প্রত্যাহার করুন।

মান। বন্দী কর—বিশ্বাসঘাতকের আবার রক্তচক্ষু—বন্দী কর।

(সৈনিকগণ অগ্রসর হইল)

বাপ্পা। চিতোররাজ—তা হলে আমার অপরাধ নেই—

(তুরী ধ্বনি।)

(বালীয় ও কয়েক জন ভীল সৈন্যের প্রবেশ, তাহারা সৈন্যগণকে আক্রমণ করিতে গেল।)

বাপ্পা। (ইঙ্গিতে তাহাদের নিরস্ত করিয়া) বুঝে কাজ ক'র্‌বেন মহারাজ।

মান। ষড়যন্ত্র—ষড়যন্ত্র।

বাপ্পা। চিতোররাজ! আপনি ভ্রান্ত। বাপ্পারাও যদি ষড়যন্ত্র ক'র্‌ত, তবে সে বহুদিন পূর্ব্বে চিতোরের সিংহাসন সুলতানের নিকট বিক্রয় ক'র্‌তে পার্‌ত। বাপ্পারাও যদি অকৃতজ্ঞ হত, তবে আপনার মত বিলাসরত মদ্যপায়ীর হাত থেকে রাজদণ্ড কেড়ে নেওয়া তার পক্ষে বড় কঠিন হ'ত না।

(বালীয় ও সৈন্যগণ সহ প্রস্থানোদ্যত)

মান। তাইত—সুরায় মনুষ্যত্ব একেবারে নষ্ট করে দেয়। এ আমি কি কর্‌ছি? সৈন্যগণ—যাও এখান থেকে। দুর্জ্জন, করিম, তোমরা এদের নিয়ে এ স্থান ত্যাগ কর! [সৈন্যগণের প্রস্থান।

দুর্জ্জন। মহারাজ—

করিম। জনাবালি—

মান। আমার আদেশ তোমরা শুন্‌তে পাওনি?

[দুর্জ্জন, করিম ও নর্ত্তকীদলের প্রস্থান।

বাপ্পা, প্রাণাধিক আমার—আমায় ক্ষমা কর। আমি এতক্ষণ অজ্ঞান ছিলাম। নইলে, এতদিন পরে ভীষণ বিপদসঙ্কুল যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে তুমি পরাক্রমশালী অরাতিকে পরাস্ত করে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছ—কোথায় তোমাকে দেখে আমার প্রাণ আহ্লাদে নেচে উঠবে,—আনন্দে তোমায় বুকে ধ'রব, তা না করে তোমায় বন্দী ক'র্‌তে যাচ্ছিলেম! ওঃ—

সুরায় আমায় পশু ক'রে দিয়েছে। বল বাপ—আমায় ক্ষমা করেছ—তোমার ক্রোধশান্তি হয়েছে।

বাপ্পা। মাতুল আপনি কিসের ক্ষমা চাইছেন? আপনার পদাঘাত ও যে আমার পক্ষে আশীর্ব্বাদ।

মান। যাও বাপ্—বিশ্রাম করগে'। তুমি পথশ্রান্ত—ওঃ, সুরায় প্রাণকে একেবারে পাষাণ করে দেয়—মায়া, দয়া দূর করে দেয়—না—ও গরল আর স্পর্শ ক'র্‌ব না। যাও বাপ্পা—

বাপ্পা। যে আজ্ঞা। [প্রস্থান।

মান। না। এ বিষপাদপকে আর বর্দ্ধিত হ'তে দিতে পারি না। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। বাপ্পারাও জীবিত থাক্‌লে, আমার সিংহাসন নিষ্কণ্টক নয়। এ কণ্টক দূর ক'র্‌তেই হবে—যে ভাবে হয়। করিম—

(করিমের "হুজুর" বলিয়া প্রবেশ) দাও (করিমের মদ্যদান) দুর্জ্জন কোথায়? (দুর্জ্জনের প্রবেশ) দুর্জ্জন, বুঝতে পেরেছ, যে আর অগ্রসর হতে দেওয়া কর্ত্তব্য নয়। চল, মন্ত্রণা কক্ষে যাই। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শয়ন-কক্ষ।

বাপ্পা ও মায়া।

বাপ্পা। আবার যে ফিরে এসে তোমায় বুকে ধর্‌তে পারব, সে আশা ছিল না।

মায়া। নোশেরার কাছে আমি কত ভাবে ঋণী। যেদিন সেলিমের অত্যাচারে, ভয়ে ভীতা হ'য়ে আত্মহত্যা ক'র্‌তে গিয়েছিলেম, সে দিন সেই দেবীই আমাকে মহাপাতক থেকে রক্ষা করে ভগবান্‌কে ডাক্‌তে শিখিয়ে

দেন ; তাই আজ আমি তোমার দাসী—ইন্দ্রাণীর চেয়ে সুখী। আর, আজ তাঁরই কৃপায় আমার ইহকাল পরকালের সর্ব্বস্ব,আমার জীবন-তমসার পূর্ণচন্দ্র, তোমাকে ফিরে পেয়েছি! নাথ! কি করে তাঁর এ ঋণ পরিশোধ ক'র্‌ব?

বাপ্পা। নোশেরা আমাকে এ ঋণ পরিশোধের উপায় বলে দিয়েছে—কিন্তু—

মায়া। কিন্তু কি প্রভু?

বাপ্পা। সুদে আসলে তার দাবী অনেক—তুমি কি অত দিয়ে উঠ্‌তে পার্‌বে?

মায়া। তুমি যার স্বামী, তার পক্ষে অসম্ভব কি আছে? বল, সে কি চায়?

বাপ্পা। যদি বলি, সে আমায় চায়।

মায়া। তাতে আমি বিন্দুমাত্রও আশ্চর্য্য হব না, বরং ব'ল্‌ব তার চোখ দুটী অতি সুন্দর। নাথ! এ সংসারে আমার মত সুখী কে? আমার স্বামীর রূপগুণ দেখে আজ জগতের সমস্ত নারী আমার সৌভাগ্যে হিংসা ক'র্‌ছে।

বাপ্পা। ওঃ—ভারি সৌভাগ্য তোমার! তাদের ত অন্য কাজ নেই, তোমার এই রাখাল স্বামীর হিংসা ক'র্‌ছে।

মায়া। না—হিংসা ক'র্‌ছে না—তুমি সকলের প্রাণের মধ্যে যেয়ে উঁকি মেরে দেখে এসেছ কিনা?

বাপ্পা। তা হ'লে কিন্তু ঝগড়া বাধ্‌ল—

মায়া। তা বাধুক না।

বাপ্পা। ভারী এক রাখাল—গরু চরিয়ে বেড়ায়!

মায়া। কি! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! আমার স্বামী গরু চরিয়ে বেড়ায়—আমার স্বামী রাখাল! তা বেশ, আমার স্বামী রাখাল হ'ক আর [illegible] হ'ক সে আমার স্বামী—আমার দেবতা—তাতে আর কার কি?

বাপ্পা। রাখালের প্রেয়সী যে বড় লম্বা লম্বা কথা ব'ল্‌ছ!

মায়া। বলব না কেন? আমার স্বামী রাখাল—সে ত আমার গৌরব। ভারতের অদ্বিতীয় বীর—অদ্বিতীয় পণ্ডিত—স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তিনিও রাখাল ছিলেন—বৃন্দাবনে মাঠে মাঠে গরু চরিয়ে বেড়াতেন।

বাপ্পা। তা হ'লে তুমি আমার শ্রীরাধা।

মায়া। আমি তোমার শ্রীরাধা কিনা তা জানি না, তবে তুমি আমার—তুমি আমার—

বাপ্পা। বল, বল মায়া, বল্‌তে বল্‌তে থাম্‌লে কেন?—বল, বল, আমি তোমার কে?

মায়া। না—বলব না।

বাপ্পা। তা হ'লে আমি রাগ ক'র্‌ব।

মায়া। রাগ ক'র্‌বে? তবে বল্‌চি। তুমি আমার ধর্ম্ম, তুমি আমার মোক্ষ, তুমি আমার তীর্থ, তুমি আমার ইষ্টদেবতা; তুমি আমার ইহকাল, তুমি আমার পরকাল, তুমি আমার সর্ব্বস্ব। স্বামিন্, [illegible]—বল, যে স্নেহে এক দিন ধূলি থেকে আমায় বুকে তুলে নিয়েছ—সে স্নেহ অটুট থাক্‌বে। এম্‌নি ভালবাসা চিরকাল থাক্‌বে?

পরিচারিকার প্রবেশ।

বাপ্পা। কে? ও,—তা—হাতে কি?

পরি। আপনার জন্য মহারাজ এই মিষ্টান্ন পাঠিয়েছেন।

বাপ্পা। মিষ্টান্ন! এদিকে নিয়ে এস।

পরি। আর এই পত্র।

মায়া। ঐখানে রাখ। পত্র দাও।

[পরিচারিকার তথাকরণ ও প্রস্থান।

এর অর্থ কি?

বাপ্পা। স্নেহের নিদর্শন বা মনস্তুষ্টির উপকরণ, যা ইচ্ছা বল্‌তে পার; পত্র পড়—তা হ'লে বুঝতে পারবে।

মায়া। (পত্র পাঠ) "প্রাণাধিক বাপ্পা, তুমি আজ চিতোরের যে উপকার করিয়াছ, তাহার জন্য আমরা সকলে তোমার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। আমাকে ক্ষমা করিও এবং সেই ক্ষমার নিদর্শন স্বরূপ তোমার ও বধূমাতাদ্বয়ের জন্য যে মিষ্টান্ন পাঠাইতেছি তাহা গ্রহণ করিও। আশীর্ব্বাদক তোমার মাতুল"। হাঃ—হাঃ—হাঃ—মামার বয়স ৭২ বছরের উপর হয়ে গেছে বোধ হয়!

বাপ্পা। কেন?

মায়া। তাঁর ত বধূমাতার মধ্যে সবেধন নীলমণি এক আমি, তা লিখেচেন বধূমাতাদ্বয়। না, তুমি আবার বিয়ে করেছ!

বাপ্পা। যদি বলি মামার ভুল নয়, আমিই আবার বিয়ে করেছি।

মায়া। তাহ'লে পা ছড়িয়ে দিয়ে আমি কান্না সুরু করি।

বাপ্পা। মায়া! ঠাট্টা নয়—আমি আবার বিবাহ করেছি।

মায়া। বেশ করেছ। জয় মা ভবানী—আজ আমার বড় আনন্দের দিন। বল, বল নাথ, কাকে বিয়ে করেছ?

বাপ্পা। মায়া!

মায়া। স্বামিন্‌!

বাপ্পা। তুমি যে আমায় অবাক্‌ ক'র্‌লে! সপত্নীর সংবাদে কোথায় তুমি দুঃখিত হবে, তা না, এই নিষ্ঠুর সংবাদে—আমার এই মর্ম্মভেদী অত্যাচারের কথা শুনে তুমি আনন্দিতা হচ্ছ!

মায়া। কেন হবনা প্রভু! আজ আমি দোসর পেয়েছি—আজ আমি বোন পেয়েছি। আজ দুই বোনে প্রাণ ভরে তোমার সেবা করে তোমায় সুখী ক'র্‌ব। আমি জানিনা কি করে তোমায় আদর ক'র্‌ব—~~কি করে তোমায় সোহাগ ক'র্‌ব~~—কি কথা বলে তোমায় সন্তুষ্ট ক'র্‌ব, তাই

অনেক সময় আমার ভয় হয়, বোধ হয় আমার সেবায় তুমি সম্পূর্ণরূপে সুখী হও না। কত ত্রুটী হয়।

বাপ্পা। কিন্তু সপত্নী যে স্বামীর ভাগ নেবে, তাতে দুঃখ হবে না?

মায়া। কিসের দুঃখ নাথ! একই সময়ে, সহস্র সহস্র ভক্ত একই দেবতার পূজা করে। দেবতার পূজায় আবার ভাগ কি?

বাপ্পা। সপত্নীর সঙ্গে যদি ঝগড়া বাধে?

মায়া। কেন ঝগড়া বাধ্‌বে? গঙ্গা আর যমুনা যেমন পরস্পরের গলা ধরে, একপ্রাণ একদেহ হ'য়ে, প্রেমে মেতে আনন্দোচ্ছ্বাসে নাচ্‌তে নাচ্‌তে, উভয়েরই চিরঈপ্সিত সেই সাগরের দিকে—উদ্দাম আবেগে ছুটে গিয়েছে— আমরা দুই বোনও পরস্পরের গলা ধরে, তেমনই তোমার চরণ লক্ষ্য করে কর্ত্তব্যের পরপারে চলে যাব।

বাপ্পা। মায়া, তুমি দেবী—না মানবী? আকাশের মত উদার তোমার হৃদয়—মহত্ত্বের সর্ব্বোচ্চশিখরে দাঁড়িয়ে—কি স্বর্গীয় সুষমায় পরিপূর্ণ!

মায়া। নাও, তোমার কবিত্ব রাখ। তুমি শ্রান্ত—কিছু খাবে এস।

বাপ্পা। মাতুলের প্রেরিত স্নেহের উপহারও উপস্থিত।

তৃতীয় দৃশ্য।

কক্ষ।

মানসিংহ ও দুর্জ্জনের প্রবেশ।

মান। তাইত দুর্জ্জন—আমাদের এ ষড়যন্ত্রও ত ব্যর্থ হ'ল।

দুর্জ্জন। কি আর ক'র্‌ব মহারাজ? কাজত' এগিয়ে এনেছিলাম, কোথা থেকে সেই ভীলব্যাটা এসে হাজির হ'ল, আর কি গাছের দু'ফোঁটা

রস দিয়ে সব মাটী করে দিল। যত নষ্টের গোড়া হচ্ছে সেই ভীলছুঁড়ী আর ভীলছোঁড়া।

মান। তা'ত দেখ্‌তে পাচ্ছি। শুনলেম সেই ছুঁড়ী নাকি সেই ভীল ছোঁড়াকে ডেকে নিয়ে এসে কি একটা গাছের রস খাইয়ে বাঁচায়।

দুর্জ্জন। মহারাজ ছুঁড়ীটে মন্দ না—একবার দেখ্‌ব কি?

মান। না দুর্জ্জন। বাপ্পার একটা কিছু না করা পর্য্যন্ত আর কিছু না। তুমি বুঝ্‌তে পার্‌ছনা—বাপ্পা জীবিত থাক্‌লে আমার সিংহাসনের ভিত্তি শূন্যে। যে কোন মুহূর্ত্তে ভেঙ্গে মাটীতে গড়াতে পারে।

দুর্জ্জন। তা হলে এখন কি ক'র্‌ব আদেশ করুন।

মান। তারা কি আমাদের সন্দেহ ক'রেছে?

দুর্জ্জন। ভীলছোঁড়া আর ভীলছুঁড়ী সব বুঝ্‌তে পেরেছে, কিন্তু কিছু প্রকাশ করে নি! আপনার ভাগিনেয় মনে করেছেন, যে যুদ্ধক্ষেত্রে কঠিন পরিশ্রম করেছিলেন—তাই অবসাদ হেতু ঐ ব্যাধি।

মান। আর বাপ্পার স্ত্রী?

দুর্জ্জন। তিনি আপনার ভাগিনেয় সেরে উঠেছেন দেখে, আনন্দে সব ভুলে গিয়েছেন।

মান। তবু কতক। দুর্জ্জন, আমি আর এক কৌশল মনে মনে স্থির করেছি। বাপ্পা রাজপ্রাসাদের এক অংশে বাস ক'র্‌ছে। আজ রাত্রেই যা হয় একটা করতে হবে। এ কথা বেশীদিন গোপন থাক্‌বে না। যদি কোন ক্রমে বাপ্পা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারে, যে আমার দ্বারা এই সব কার্য্য হয়েছে, তা হ'লে সে সেই দিনই একটা বোঝাপড়া ক'রবে। আমি সে সুযোগ দিতে চাই না। দুর্জ্জন, তোমাকে বোধ হয় বিশ্বাস ক'র্‌তে পারি?

দুর্জ্জন। মহারাজ, আমি ত আপনার জুতোর ধূলো।

মান। এক কাজ ক'র্‌তে হবে—(কানে কানে বলিলেন) পার্‌বে?

দুর্জ্জন। হুজুর, আমি ত আজীবন স্ত্রীমহলেই কাটিয়েছি, কোন দিন এ

হাতে তলোয়ার ওঠেনি। আমি কি তা পারব? তলোয়ারের কোন্ দিকে যে ধার তাওত আমি জানি না—ও সব কাজে সমান সমান দরকার।

মান। আচ্ছা তাই হবে।

দুর্জ্জন। মহারাজ এখন একটু আধটু মিহি রকমের—

মান। কিছু না। মস্তকের উপর কেশাবলম্বিত তরবারি। [প্রস্থান।

দুর্জ্জন। মহারাজকে বড় বিচলিত দেখা যাচ্ছে। তা হবারই কথা। কিন্তু এখন আমি কি করি? রাজার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে শেষে যে আমাকেও ঘোড়া রোগে ধ'র্‌ল। প্রাণটা যে সেই ভীল-ছুঁড়ার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে। তাকে না পেলে যেন জীবনটা অসহ্য বলে বোধ হচ্ছে। ছুঁড়ীকে বল্‌ব একবার? ক্ষতি কি? রাজী হতেও পারে।

চতুর্থ দৃশ্য।

শয়ন-কক্ষ। অন্ধকার।

বাপ্পা নিদ্রিত।

অতি সন্তর্পণে ছদ্মবেশে মানসিংহের প্রবেশ।

মান। কিসের স্নেহ? বাপ্পা আমার কে? দূর সম্পর্কীয় ভাগিনেয় মাত্র! তার উপর স্নেহপরবশ হ'য়ে আমি চিতোর সিংহাসন হারাতে পারি না। এ বিষপাদপকে আর বৰ্দ্ধিত হ'তে দিতে পারি না। কে জানে যে একদিন এই বৃক্ষ উত্তরোত্তর বৰ্দ্ধিত হ'য়ে, শাখা-প্রশাখা বিস্তার ক'রে, আমার সিংহাসনের ভিত্তি শিথিল ক'রে দেবে না। নিষ্কণ্টক হব। আর বিলম্ব ক'র্‌ব না। অকাতরে নিদ্রা যাচ্ছে—বাপ্পারাও! সেদিন তোমার ভীলবন্ধু তোমার জীবন রক্ষা করেছিল, আজ দেখ্‌ব কে তোমাকে রক্ষা করে—(অস্ত্রাঘাত)

বাপ্পা। ওঃ—কে ?

বালীয়ের প্রবেশ।

বালীয়। হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ— (উচ্চহাসি)

(পরে বলিল) বাপ্পার সে ভীল নোকর হাজির আছে।

বাপ্পা। (উঠিয়া) কে আমার শয়নকক্ষে—কে ? উত্তর দাও—

বালীয়। বাপ্পা! হামি আছে আর এক আদমি আছে—

বাপ্পা। কে তুমি ? আর কি জন্য আমার শয়নকক্ষে প্রবেশ করেছ ? একি ? তরবারি! তুমি কি আমাকে হত্যা ক'র্‌তে এসেছিলে ? মূর্খ! জান না, যে গুরুর আশীর্ব্বাদে আমার অঙ্গ সর্ব্বঅস্ত্রের অভেদ্য ?

মান। আশ্চর্য্য!

বাপ্পা। কণ্ঠস্বর যেন পরিচিত বলে বোধ হচ্ছে। কে তুমি ?

বালীয়। আরে তাইত রে—তু রাজা আছিস্। ভীলের চোখ বড় কড়া আছে।

বাপ্পা। সে কি ? ছদ্মবেশে আমার মাতুল—চিতোররাজ মানসিংহ—আমার শয়নকক্ষে—আমাকে হত্যা ক'র্‌বার জন্য!—একি স্বপ্ন না সত্য! একি সম্ভব!

বালীয়। আরে রাজা তু কি মানুষ না দানা আছিস্—তোর ভাগিনাকে মারতে বিষ মিশানো সন্দেশ দিয়েচিস্—আজ তার জান লিতে আসিয়েচিস্। তু কি ভদ্দর আছিস্ ?

বাপ্পা। বিষমিশ্রিত সন্দেশ! বল কি বালীয়!

বালীয়! তোর মামাকে পুছ্ কর্।

বাপ্পা। মাতুল, একি সত্য ? উত্তর দিন—অধোমুখে রইলেন! তবে কি সত্য! মাতুল!—ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ—এই কি চিতোর-রাজের কৃতজ্ঞতা ?—আপনার সিংহাসন রক্ষা ক'র্‌বার জন্য আমি কি না করেছি!

আর আজ আমি—আপনার ভাগিনেয়—আপনার স্নেহের পাত্র—আমাকে হত্যা ক'র্‌বার জন্য—না—এ অসম্ভব, আমি নিশ্চয় স্বপ্ন দেখ্‌ছি। মাতুল! মাতুল! বলুন, এ স্বপ্ন—বলুন, বালীয় যা' বলেছে সব মিথ্যা। সত্য হ'লেও, অন্ততঃ একবার মিথ্যা কথা বলুন। আমি ত আপনার কোন অপকার করিনি—অপকার করা দূরে থাক্, সে চিন্তাও ত একবার আমার মনে আসেনি। কেন এ কাজ ক'র্‌লেন? আমার উপর যদি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন, আমাকে কেন স্পষ্ট বল্‌লেন না, আমি আপনার রাজ্য জন্মের মত পরিত্যাগ করে যেতেম।

বালীয়। রাজা, তফাৎ দেখিয়ে লে।

বাপ্পা। বালীয়! এ জন্যই বুঝি তুমি এক সপ্তাহ আমার শয়নকক্ষে রজনীতে পাহারা দেবার অনুমতি চেয়েছিলে। তোমার ঋণ এ জীবনে পরিশোধ হবে না ভাই।

মান। বাপ্পা—এখন আমাকে কি ক'র্‌বে?

বালীয়। দুষ্‌মন, তোকে হামি এই বর্ষায় গাঁথিয়ে লেবে—

(আক্রমনোদ্যত ও বাপ্পার বাধা প্রদান)

বপ্পা। ক্ষান্ত হও বালীয়। চিতোররাজ, অন্য কেউ যদি হত্যা করবার জন্য আমাকে বিষাক্ত আহার্য্য উপহার দিত বা রজনীতে তস্করের মত খড়্গহস্তে আমার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ ক'রে আমার শরীরে খড়্গাঘাত ক'র্‌ত, তবে আমি নিজহস্তে তার মস্তক স্কন্ধচ্যুত ক'র্‌তেম! কিন্তু আপনার সম্বন্ধে আমার বিধান অন্যরূপ। কারণ, আমি আপনার নিকট ঋণী! বিপদে আপনার নিকট আশ্রয় পেয়েছিলেম। কিন্তু আজ আমি আপনার প্রাণ দান করে সেই ঋণ পরিশোধ ক'র্‌লেম, স্মরণ রাখবেন। আপনার সমস্ত উপকারের কথা বাপ্পারাওয়ের স্মৃতিপটে থেকে চিরজীবনের জন্য লুপ্ত হ'য়ে গেল। আজ যে ঋণবাধ্য কৃতজ্ঞ বাপ্পাকে দেখ্‌চেন, কাল প্রত্যুষে তার অন্যমূর্ত্তি দেখবেন; আপনি মুক্ত—যান আপনার সিংহাসন

রক্ষার আয়োজন করুন গে'। [মানসিংহের প্রস্থান।
বালীয়, তোমার ভীলসৈন্যদের প্রস্তুত হ'তে আদেশ দাওগে'।

বালীয়। রাজপুত?

বাপ্পা। তারা মহারাজ মানসিংহের সৈন্য। তাদের সাহায্য গ্রহণ করবার আমার কোন অধিকার নেই। হাঁ, আর এক কথা, সুলতান-কন্যার যে সকল অনুচর তার সঙ্গে এসেছে, তাদেরও সজ্জিত হ'তে আদেশ দাও। উষার উদয়ের যেটুকু বিলম্ব। যাও। [বালীয়ের প্রস্থান।

বাপ্পা। একলিঙ্গদেব, মহর্ষি হারীত, গুরু গোরক্ষনাথ, তোমাদের চরণ স্মরণ ক'রে আজ আমি এক নব অভিযানে প্রবৃত্ত হ'তে যাচ্ছি। তোমাদের আশীর্ব্বাদের অক্ষয় কবচে আমাকে রক্ষা কর। কোন পথে চলেছি? এই কি ঠিক পথ? নিশ্চয়। আমার কি অপরাধে মাতুল পুনঃ পুনঃ আমাকে হত্যা ক'র্‌বার ষড়যন্ত্র ক'র্‌ছেন? মা ভবানী জানেন, আমি কোন দিন স্বপ্নেও তাঁর কোন অনিষ্টের চিন্তা মনে করিনি। তবু তিনি আমার আহার্য্যে বিষ মিশিয়ে দিয়েছেন, তস্করের মত খড়্গহস্তে আমার শয়নককক্ষে প্রবেশ করে আমার শরীরে খড়্গাঘাত করেছেন। না—এ অন্যায়ের প্রতিশোধ নেব। এতে যদি নরকগামী হতে হয়—আমি আজন্ম নরক বাস ক'র্‌ব—তাও স্বীকার—তবু এর প্রতিশোধ নেব।

(প্রস্থানোদ্যত)

মায়ার প্রবেশ।

মায়া। নাথ!

বাপ্পা। কে? মায়া! তুমি শোওনি যে?

মায়া। তুমি জেগে দুশ্চিন্তায় পীড়িত হচ্চ—আমার চ'খে ঘুম আস্‌বে কেন?

বাপ্পা। মায়া, তুমি কে?

মায়া। তোমার দাসী।

বাপ্পা। এত সুন্দর তুমি—বাহিরের চেয়ে ভিতর আরও সুন্দর! মায়া! তোমার মত জীবনসঙ্গিনী যার,—তার চেয়ে সংসারে সুখী কে!

মায়া। তোমার মত স্বামী যার—সেই। কোথায় যাচ্ছিলে?

বাপ্পা। মায়া আমি প্রত্যুষে চিতোররাজকে আক্রমণ ক'র্‌ব।

মায়া। তা আমি জানি—আমি সমস্ত শুনেছি।

বাপ্পা। তাই সৈন্য সজ্জিত কর্‌তে যাচ্ছিলেম।

মায়া। এখনও ত রাত শেষ হয়নি—শোবে চল।

বাপ্পা। উত্তেজিত মস্তিষ্কে নিদ্রাদেবীর কৃপালাভের সম্ভাবনা অতি অল্প।

মায়া। কে তোমাকে এ কথা বলেছে? আমি পাশে ব'স্‌লে নিদ্রাদেবী তোমার ক্রীতদাসী—এস। (হাত ধরিলেন)

বাপ্পা। তুমি সত্যই মায়া!

পঞ্চম দৃশ্য।

চিতোর—রাজপথ।

(দুই জন নাগরিক গল্প করিতে করিতে প্রবেশ করিল)

১ম না। আরে বল কি! শেষে মহারাজ মানসিংহ আত্মহত্যা ক'র্‌লেন!

২য় না। তা আর ক'র্‌বেন না। লজ্জা, ঘৃণা, আত্মগ্লানিতে মস্তিষ্কের বিকার উপস্থিত হয়। সেই রাত্রেই তিনি তাঁর শয়নকক্ষে আত্মহত্যা করেন। প্রত্যুষে বাপ্পারাও সদলবলে তাঁর গৃহ আক্রমণ করেন। গিয়ে দেখেন মহারাজের বুকে তখনও তরবারিখানা বিঁধে আছে। ঘরে

রক্তের কর্ম্মনাশা বয়ে যাচ্ছে। বাপ্পারাও অনেক চেষ্টা ক'র্‌লেন—কিন্তু মরামানুষ কি আর বাঁচে।

১ম না। রাজা রাজড়ার কাজই আলাদা ভাই। আমাদের ও সব শুন্‌তেই কেমন বাধ বাধ ঠেকে। না হয় দূর সম্পর্কই হ'ল, তবু ভাগ্নেত! তার উপর সে যে-সে লোক না—রাজপুত জাতীর একটা গৌরব! যাঁর তরবারির আঘাতে গিরি চূর্ণ হয়েছে—গুরুর আশীর্ব্বাদে যাঁর শরীর অস্ত্রের অভেদ্য—এমন আদরের ধন, এমন শ্লাঘার পাত্র, তাকে কিনা বিষাক্ত আহার দিয়ে, গুপ্তছুরিকার সাহায্যে হত্যা ক'র্‌বার চেষ্টা! আরে রাম! আমার ক্ষমতা থাক্‌লে ওকে সমাজচ্যুত ক'র্‌তেম।

২য় না। ও কথা আর ব'ল না ভাই। শেষকালে মানসিংহের ভীমরতি ধ'রেছিল। আর একটা মুসল্‌মান, রাজাকে কি এক সরাব খাইয়ে রাজার মাথা খারাপ করে দেয়। মতিচ্ছন্ন না হ'লে কি এসব মানুষে পারে? আচ্ছা ব'ল্‌তে পার—মানসিংহ কোন্ জাতীয় মামা?

১ম না। কোন্ জাতীয় কি রকম?

২য় না। কেন? রামায়ণ-মহাভারত ত তিন জাতীয় মামার বিবরণ পাওয়া যায়—যথা, কালনেমী, কীচক আর শকুনি। এখন মানসিংহ এর কোন শ্রেণীর মধ্যে পড়লেন?

১ম না। তা যদি বল, তা হ'লে মানসিংহ কালনেমী জাতীয়।

২য় না। যা বলেছ—ঠিক কালনেমা—নইলে মন্দোদরীকে নিয়ে ভাগাভাগি করে।

১ম না। যা বল, মানসিংহ কিন্তু শেষটা বড় বুদ্ধির কাজ ক'রেছেন—

২য় না। কি রকম?

১ম না। আত্মহত্যা করা। এর চেয়ে ভাল পথ আর কি ছিল? তা হ'লে এখন আমাদের নূতন রাজা হবেন কে?

২য় না। বীরবর বাপ্পারাও। কেন তুমি জান না? কাল যে তাঁর

অভিষেক। ঐ দেখ দলে দলে সব নগরবাসিগণ পতাকা হস্তে আনন্দ-উৎসবে যোগ দিয়েছে। এস আমরাও যোগ দিই।

১ম না। চল—চল। [প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

দরবার।

শূন্য সিংহাসন।

(ব্রাহ্মণগণ, সভাসদগণ, সামন্তগণ, বাপ্পা, দেব, বালীয়, মায়া ও পুরস্ত্রীগণ)

১ম ব্রাহ্মণ। বাপ্পারাও, আপনি নিজবাহুবলে প্রবল পরাক্রান্ত সুলতানকে পরাজিত করে চিতোরে শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা করেছেন। রাজপুতজাতি আজ আপনার নামে গৌরবান্বিত। আপনি এ সিংহাসন অলঙ্কৃত করে আমাদের সন্তুষ্ট করুন।

১ম সভা। আমাদের স্বাধীনতা আজ থেকে আপনার পদতলে। আমরা আপনাকে চিতোররাজ বলে অভিবাদন ক'র্‌ছি।

বাপ্পা। পরম পূজনীয় বিপ্রমণ্ডলী, শ্রদ্ধেয় সামন্তবর্গ ও সভাসদগণ, এ আমার মহৎ সম্মান। তিনবৎসর পূর্ব্বে কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে যেদিন এই সিংহাসনের তলে নতজানু হ'য়ে আশ্রয় যাচিঞা করেছিলেম—সেদিন মুহূর্ত্তেও কল্পনা করিনি যে এই মহৎ সম্মান আমার অদৃষ্টে সম্ভব হবে। তারপর যেদিন ইসলামীয় সৈন্য তাদের বীরহুঙ্কারে গগনমণ্ডল পরিপূর্ণ ক'রে নবীন রাজপুত জাতিকে গ্রাস ক'র্‌তে ধেয়ে এসেছিল, যেদিন মুষ্টিমেয় সৈন্য সহায় করে তাদের যুদ্ধদান ক'র্‌তে অগ্রসর হয়েছিলেম—সেদিন কে জান্‌ত যে এই মহৎ সম্মান আমার অদৃষ্টে সম্ভব হবে! কি ক'রে আমি এই গুরু দায়িত্বের সম্মান রক্ষা ক'র্‌ব। আমার ভরসামাত্র মা

ভবানীর কৃপা,—এই পূতচেতা বিপ্রমণ্ডলীর আশীর্ব্বাদ আর শ্রদ্ধেয় সামন্ত ও সভাসদবর্গের সহায়তা।

বিপ্রগণ। সাধু, সাধু, সাধু!

সামন্তগণ। জয় বাপ্পারাওয়ের জয়!

বালীয়। রাজা, হামার একটা ভিক্ষা আছে।

বাপ্পা। তোমার ভিক্ষা! বল—এখনই পূরণ ক'র্‌ব।

বালীয়। রাজা হুকুম দে, হামি হামার রক্ত দিয়ে তোর কপালে রাজ-টীকা লাগাইয়া দিবে।

বিপ্রগণ। অসম্ভব—এ কার্য্য কুল পুরোহিতের—

বাপ্পা। শ্রদ্ধেয় বিপ্রমণ্ডলী!—অসন্তুষ্ট হবেন না। বালীয়ের প্রার্থনা পূর্ণ করা কর্ত্তব্য কি না তা আপনারাই বিচার করে দেখুন।—এই বালীয় একদিন আমাকে তৃষ্ণায় মূর্চ্ছিত দেখে বহু চেষ্টায়ও পানীয় সংগ্রহ ক'র্‌তে না পেরে, নিজের বুকের রক্ত দিয়ে আমার প্রাণরক্ষা ক'র্‌তে উদ্যত হয়েছিল। তারপর যেদিন চিতোরের ভূতপূর্ব্ব মহারাজ মানসিংহের বিষাক্ত সন্দেশ আহার করে আমি মৃতকল্প হয়েছিলেম, সেদিন এই বালীয় আমার প্রাণ রক্ষা করে। বিপ্রমণ্ডলী—আমার প্রাণপ্রতিম সুহৃদ্‌দ্বয়—দেব ও বালীয়ের বন্ধুবাৎসল্যের বিষয় বল্‌তে হ'লে আমার জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তের প্রত্যেক ঘটনা আপনাদের নিকট ব্যক্ত ক'র্‌তে হয়। এখন আপনারাই বিবেচনা করে দেখুন, বালীয়ের এ প্রার্থনা পূর্ণ করা উচিত কিনা।

বিপ্রগণ। নিশ্চয়—আমরা একবাক্যে অনুমতি দিচ্ছি।

দেব। আপনাদের নিকট আমার একটী প্রার্থনা আছে। আমি বাপ্পার অভিষেকে রাজছত্র ধর্‌তে চাই।

বিপ্রগণ। আমরা অনুমতি দিচ্ছি।

বালীয়। বাপ্পা—রাজা—হামার জান—তু একবার সিংহাসনে মাকে লইয়ে বোস্। হামি পরাণ ভরিয়ে দেখিয়ে হামার কলিজা ঠাণ্ডা করি।

বাপ্পা। বিপ্রমণ্ডলী, আপনারা আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

(এই বলিয়া বাপ্পা সিংহাসনে উপবেশন করিলেন, বামে মায়া উপবেশন করিলেন—বালীয় অঙ্গুলী কাটিয়া রক্ত দিয়া রাজটীকা পরাইয়া দিলেন। বিপ্রগণ "স্বস্তি স্বস্তি" বলিয়া উঠিলেন, দেব ছত্র ধরিলেন।)

বালীয়। রাজা—হামার বাপ্‌কে ক্ষমা কর।

বাপ্পা। সে কি বালীয়! তোমার পিতা ত আমার নিকট কোন অপরাধ করেন নি।

বালীয়। হামার বাপ তৈমু সর্দ্দার—যে তোর বাপের জান লিয়েছিল—

বাপ্পা। এ্যাঁ, এ্যাঁ,—সেকি! তুমি! তুমি—বালীয়, আমার পিতৃহন্তার পুত্র! অসম্ভব—অসম্ভব!

বালীয়। হাঁ রাজা—হামি সেই আছে। সর্দ্দার তোর বাপ্‌কে খেদাইয়ে তার জান লেছে, হামি তার দেনাওনা দিতে তোর নোকর হইয়েছে। তাকে ক্ষমা করিয়ে দে! তার পরাণ কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে বাতাসে ঢুঁড়্‌তিছে।

বাপ্পা। বালীয়! সার্থক তোমার জন্ম। তুমিই আদর্শ পুত্র। স্বপ্নেও কোন দিন মনে করিনি যে পিতৃঘাতককে ক্ষমা ক'র্‌ব। আমি তোমার পিতাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা ক'র্‌লেম। আর আমার এই ক্ষমার নিদর্শন স্বরূপ এই নিয়ম ক'র্‌ছি, যে যত দিন চিতোর-সিংহাসন বাপ্পারাওয়ের বংশের অধিকারে থাক্‌বে, তত দিন চিতোর-রাজ অভিষেককালে তোমার বংশধরগণের হস্তে রাজটীকায় শোভিত হবে।

সকলে। জয় মহারাজ বাপ্পারাওয়ের জয়!

বাপ্পা। আর আমার প্রিয় সুহৃদ দেবের বন্ধুবাৎসল্যে সন্তুষ্ট হ'য়ে আমি এই নিয়ম কর্‌ছি যে যত দিন চিতোর-সিংহাসন আমার বংশের অধিকারে থাক্‌বে, তত দিন চিতোর-রাজের অভিষেক কালে দেবের বংশধরগণ চিতোর-রাজের মস্তকে রাজছত্র ধারণ ক'র্‌বে।

সকলে। জয়, মহারাজ বাপ্পারাওয়ের জয়!

সভাসদ। আজ এই শুভ অভিষেক উপলক্ষে নগর সপ্তাহ কাল আলোকিত হ'বে—অন্ধ আতুর ক্ষুধার্ত্তদের অন্ন-বস্ত্র প্রদান করা হ'বে এবং বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হবে।

সকলে। জয় মহারাজ বাপ্পারাওয়ের জয়! জয় চিতোরের জয়!

(পুরবাসী ও পুরবাসিনীগণের গীত।)

(১)

তুষ্ট মহেশ যাঁহার ধেনুর পূত দুগ্ধ করিয়ে পান,
"একলিঙ্গ দেওয়ান" উপাধি হারীৎ যাহারে করিল দান,
দেব আশীষে হইল ধরায় অস্ত্রে অভেদ শরীর যার,
গুরুপ্রদত্ত খড়্গে যে জন হেলায় করিল গিরি বিদার!
বীর বাপ্পা—ধীর বাপ্পা—বাপ্পার সম কে আছে আর?
ভক্তিপ্রণত মুগ্ধ হৃদয়ে গাহে বিশ্ব কীর্ত্তি যার॥

(২)

মুষ্টিমেয় সৈন্য সহায়ে যে জন করিল গজনী জয়,
রাখিল চিতোর-মান-গর্ব্ব—ম্লেচ্ছ দর্প করিল ক্ষয়,
হিমাদ্রি সম অচল অটল, নাহিক শঙ্কা হৃদয়ে যার,
কি দিয়ে তুষিব দেশভক্তে—ভক্তি ভিন্ন কি আছে আর!
বীর বাপ্পা ... ... ইত্যাদি।

(৩)

আশ্রয় মাগি দাঁড়াল যখন সম্মুখে তার শক্রকন্যা,
বক্ষে ফুটায়ে কাতর বেদনা—চক্ষে ছুটায়ে অশ্রু-বন্যা,
দানিল অভয় বাপ্পা তাহারে—কোথায় শঙ্কা তাহার আর?
হয় প্রয়োজন, দিবে প্রাণ বলি, ঘুচাতে দুঃখ আশ্রিতার।
বীর বাপ্পা ... ... ইত্যাদি॥

(৪)

অভিষেকে তাঁর বাজাও শঙ্খ, স্বরগ-আশীষ আসুক নামি,
দানুক তাঁহারে দীর্ঘ জীবন—দানুক শান্তি জগৎস্বামী।
দুর্জয় হ'ক শৌর্য্য তাঁহার—ভাসুক সুখেতে চিতোর তাঁর,
অশ্রু বিষাদ না রহে সেথায় বাপ্পারাও অধীন যার।
বীর বাপ্পা—ধীর বাপ্পা—বাপ্পার সম কে আছে আর?
ভক্তিপ্রণত মুগ্ধ হৃদয়ে গাহে বিশ্ব কীর্ত্তি যাঁর॥

সপ্তম দৃশ্য।

প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যান।

ভাবিতে ভাবিতে দেবের প্রবেশ।

দেব। পালাও দেব, পালাও—কুহকিনীর দেশ থেকে যতদূর পার পালিয়ে যাও। তোমার জীবনি-শক্তি—তোমার শান্তির স্মৃতি যে মলিন করে দিয়েছে তার কাছ থেকে যতদূর সম্ভব সরে যাও। কে এই লছমিয়া—যার কণ্ঠস্বরে, যার ভঙ্গিমায় আমার সমস্ত জগৎকে ওলট পালট করে দিয়েছে, যার চিন্তা আমাকে শান্তির কথা ভুলিয়ে দিয়ে ছায়ার মত মনের সঙ্গে জড়িয়ে থেকে মনকে বিদ্রোহী করে দিয়েছে? এক প্রবল বাসনা অহর্নিশি মনে জেগে আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'র্‌বার প্রয়াস পাচ্ছে। প্রাণ বড় বিশ্বঘাতক—সেও সেই আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে এক সুরে বল্‌ছে, 'একবার লছমিয়ার মুখ দেখ সব গোল মিটে যাবে'। কে এই লছমিয়া? একি সত্যই ভীল? যদি ভীল—তবে ভীলের ন্যায় কথা নয় কেন?—নাইবা ভীল হ'ল তাতেই বা আমার কি? আমিত স্বচক্ষে সেই প্রাণহীন প্রিয় দেহখানি দেখেছি, স্বহস্তে কালী স্রোতে সেই স্বর্ণ প্রতিমা

বিসর্জ্জন দিয়েছি। তবু প্রাণ কত আশা দিচ্ছে। কিন্তু কই, এত বড় বিশ্বের মধ্যে, এত বড় অতীতের গর্ভে, এমন ঘটনা ত একটাও ঘটেনি যে আত্মীয় স্বজন পরিত্যক্ত একটা মৃতদেহ জীবনী-শক্তি পেয়ে নড়ে উঠেছে। চিতোর ছেড়ে যাচ্ছি—ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে, কার্য্যের উত্তেজনায় এতদিন বেশ ছিলেম। কিন্তু আবার সেই ভিতরের কোলাহল ভরা উদ্যমে ধ্বনিত হ'য়ে উঠেছে—উঠুক—প্রলয়ের কালাগ্নি আমায় ভস্ম করুক। আমি নীরবে সহ্য ক'র্‌ব। করুণাময় ঈশ্বর! আমার সমস্ত নিয়েছ—এখন করুণা করে আমায় নাও—আমায় মুক্তি দাও।

লছমিয়ার প্রবেশ।

লছমিয়া। (স্বগত) গভীর চিন্তায় মগ্ন—কি ভাবছেন?

দেব। প্রাণ আর আমায় প্রলুব্ধ করোনা। জানি না আজ কেন মনের বল কমে যাচ্ছে। তবুও—তবুও—না, এতদিন মনের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করেছি—ক্ষত বিক্ষত হয়েছি—একদিনও শান্তি পাই নি। আজ মনের পরামর্শ শুন্‌ব। যাক প্রতিজ্ঞা—চিতোর ছেড়ে যাবার পূর্ব্বে আজ একবার তাকে দেখ্‌ব। দেখাব সে কে? দেখ্‌ব সে কেমন—যার কণ্ঠস্বর কর্ণে প্রবেশ ক'র্‌লে আমি চুম্বুক-আকৃষ্ট লৌহের মত নিজের অজ্ঞাতসারে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াই—যার কথা চিন্তা ক'র্‌তে ক'র্‌তে আমি শান্তির কথা বিস্মৃত হ'য়ে বিনিদ্র রজনী যাপন করি।

লছমিয়া। আপনি নাকি আজ চিতোর ত্যাগ করে যাচ্ছেন?

দেব। কে—ওঃ! তা—হাঁ—আমি আজ যাচ্ছি। (স্বগত) অদম্য আকাঙ্ক্ষা—আর অপূর্ণ রাখ্‌বার শক্তি আমার নেই—ফিরে তাকাই—একবার দেখি।

লছমিয়া। কেন আমাদের ছেড়ে যাবেন?

দেব। সেই আধ আধ স্বর—প্রাণে তেম্নি তরঙ্গ তুলে কাণে ঝঙ্কার

দিয়েছে—যাক্ প্রতিজ্ঞা অতল জলে—একি? কে তুমি? শান্তি, শান্তি! (বাহু প্রসারণ করিয়া ধরিতে গেলেন; পরে আত্মসংবরণ করিয়া) কে তুমি নারী? সত্য উত্তর দাও—সত্বর বল কে তুমি?

লছমি। আমি? আমি ত লছমি।

দেব। লছমি? কিন্তু তোমার মুখে আমি আমার হারাণ শান্তির মুখচ্ছবি দেখ্‌ছি—তোমার কণ্ঠস্বরে আমি যে তারই ঝঙ্কার শুন্‌তে পাচ্ছি—তোমার চলনে, তোমার ভঙ্গিমায় আমি যে তারই প্রতিকৃতি দেখতে পাচ্ছি—ঠিক্, ঠিক্ সেই রকম, বর্ণে বর্ণে মিল। আমার হৃদয়ের অতি গুপ্ততম স্তরে, সযত্নে আমি যে মুখখানি গেঁথে রেখেছি—তার সঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে। এত সাদৃশ্য দুইজনে! না, তা হ'তে পারেনা। অসম্ভব। বল, বল তুমি কে? আমি আমার শান্তির জন্য উন্মাদ—

লছমিয়া। কোন শান্তি?

দেব। আমার শান্তি। পিতৃমাতৃহীন এক বালক বাল্যকাল থেকে পিতৃমাতৃহীনা এক বালিকাকে বড় ভালবাসত। যৌবনে তাদের সেই ভালবাসা প্রণয়ে পরিণত হয়। তখন যুবক যুবতীকে বিবাহ ক'রে, তাকে নিয়ে কালীনদীর তীরে এক কুটীর বেঁধে বাস ক'র্‌তে লাগিল।

লছমিয়া। কালীনদীর তীর—কু—টী—র। তারপর?

দেব। তাদের সম্মুখে সংসারের অস্তিত্ব লুপ্ত হ'য়ে গিয়েছিল—প্রেমে আত্মহারা হ'য়ে তারা ভাবত, সংসারে আর কিছু নেই, শুধু তারা দুইজন। যুবতী যুবককে প্রাণের মত ভালবাসত। আর যুবক? সে সেই যুবতীর প্রেমে আপনার সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়েছিল। জোৎস্না-স্নাত রজনীতে যখন যুবতী নদীতীরে বসে গান ক'র্‌ত, যুবক তখন যুবতীর কোলে মাথা রেখে প্রকৃতির পেলব শয্যায় অঙ্গ ঢেলে, যুবতীর মুখের-উপর স্থির দৃষ্টি পেতে সেই সঙ্গীতের সুরের উপর ভেসে কোন অজানা চিরতৃপ্তির রাজ্যে চলে যেত।

লছমিয়া। বল বল—তারপর—

দেব। তাদের এ সুখ বোধ হয় ঈশ্বরের সহ্য হ'ল না। যুবক একদিন কোন এক তুচ্ছ কারণে যুবতীর উপর রাগ ক'রে তাকে একা কুটীরে ফেলে নদীতীরে গিয়েছিল। কিন্তু সেখানে বেশীক্ষণ থাকৃতে পারেনি, সে যেন তার কি কুটীরে ফেলে এসেছে। বায়ু সঞ্চালিত মেঘের মত ক্রোধ কোথায় ভেসে গেল—দ্রুত পদে সে কুটীরে ফিরল। কুটীরে গিয়ে যা দেখ্‌ল, তাতে তার সমস্ত শরীর হিম হ'য়ে গেল, চক্ষে অন্ধকার দেখল, বুকের রক্ত জমাট বেঁধে গেল। যুবতীকে এক অজগর সর্পে দংশন করেছে। মুহূর্ত্ত মধ্যে যুবক তার হৃদয়ের আলোকে বুকে তুলে নিল, কিন্তু রাখতে পার্‌লনা। তারপর উন্মত্তের মত সেই প্রাণহীন দেহ জড়িয়ে ধরে কত আর্ত্তনাদ করতে লাগল। আকুল কণ্ঠে কত আহ্বান কর্‌তে লাগল। কতবার যুবতীর হিম গণ্ডে প্রেমচুম্বন অঙ্কিত ক'র্‌ল শেষে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ে গেল। যখন জ্ঞান হ'ল, সব মনে পড়ল, তখন ধীরে ধীরে সেই মানিনীর দেহ কালী স্রোতে ভাসিয়ে দিল। বাতাস ফুক্‌রে ফুক্‌রে কেঁদে ফির্‌তে লাগল, বনের পাখীগুলি তাদের সঙ্গীত ভুলে ডাক ছেড়ে কাঁদ্‌তে লাগল, বৃক্ষপত্র মর্ম্মর শব্দ করে হা হুতাস ক'র্‌তে লাগল—কালীনদী সেই হৈম প্রতিমা বুকে করে গর্জ্জন ক'র্‌তে ক'র্‌তে ছুটে গেল। আর যুবক? সে মূর্চ্ছিত হয়ে কুটীর প্রাঙ্গনে পড়ে গেল। শূন্য কুটীর কেঁপে উঠল।

লছমী। তারপর—তারপর—

দেব। তারপর সেই মর্ম্মদাহী স্মৃতি বুকে করে উন্মত্তের মত আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি। আজ তোমার মধ্যে আমার শান্তিকে দেখে আবার সেই আগুন জ্বলে উঠেছে। বল, বল লছমি তুমি—একি? তুমি কাঁপছ কেন? তোমার পা টলছে—তোমার মুখ রক্তশূন্য—

লছমি। তারপর—তারপর তোমার সেই অভাগিনী শান্তির দেহ ভাস্‌তে ভাস্‌তে ভীলপল্লীতে গিয়ে লাগল। ভীলদের ঔষধগুণে তোমার মরা শান্তি বেচে উঠল।

দেব। এ্যা—এ্যা—শান্তি বেচে আছে—আমার শান্তি বেচে আছে? একি সম্ভব? না আমি জেগে স্বপ্ন দেখ্‌ছি!

লছমি। ওঃ—নাথ! আমিই তোমার সেই অভাগিনী শান্তি (দেবের পদতলে পড়িলেন)।

দেব। এ্যা—এ্যা—তুমি, তুমি আমার শান্তি? শান্তি! (হাত ধরিয়া তুলিলেন) শান্তি! এতদিন আমায় ভুলে—না—না এ অসম্ভব! অসম্ভব! ষড়যন্ত্র—বাপ্পা আর বালীয়ের আমাকে চিতোরে রাখ্‌তে ষড়যন্ত্র। পিশাচী—সরে যা, চলে যা এখান থেকে। আমার শান্তিকে আমি প্রাণের মধ্যে পুরে রেখেছি। তুই কুহকিনী—না, না, ঠিক সেই ঢলঢলে মুখখানি, সেই হাস্যময়ী প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি—দাঁড়াবার সেই স্নিগ্ধ ভঙ্গিমা। শান্তি, শান্তি এতদিন কোথায় ছিলি পাষাণী। এই দেখ্—তোকে বুকে না ধরে এ বুক পাষাণ হয়ে গিয়েছে। মানিনি! এতদিন কি মান করে থাকতে হয়?

লছমি। নাথ! ভীলদের ঔষধে প্রাণ পাই সত্য কিন্তু আমার স্মৃতি লুপ্ত হ'য়ে যায়। আমি কে, কোথা থেকে এসেছি, কেন আমার এ অবস্থা, আমার আর কে আছে, কিছুই আমার স্মরণ ছিল না! আজ তোমার মুখে গত জীবনের সমস্ত কথা শুনে আবার আমার সব কথা মনে পড়েছে।

দেব। শান্তি, আমায় ধর—আমার পা কাঁপছে, মাথা ঘুরছে।

(বালীয়ের পশ্চাদ্দিক হইতে প্রবেশ। দেব ও লছমিয়াকে তদবস্থায় দেখিয়া বালীয় কাঁপিয়া উঠিল ও ধনুকে তীর যোজনা করিল)

দেখ শান্তি! কুঞ্জে কুঞ্জে বিহগেরা কেমন সুললিত তান ধরেছে—প্রকৃতিদেবী আনন্দোচ্ছ্বাসে হাস্‌তে হাস্‌তে কেমন গড়িয়ে পড়ছেন। চারিদিকে আজ এক মহাতৃপ্তির, এক মহাআনন্দের রোল (বালীয়ের হাত হইতে সশব্দে তীর ধনু পড়িয়া গেল, সেই শব্দে দেব ও লছমিয়া

কাঁপিয়া উঠিলেন) কি শব্দ ? (ফিরিয়া) কে ? বালীয়! বালীয়! বালীয়! ভাই, এই দেখ আমার মরা শান্তি আজ বেঁচে উঠেছে—আমার মন্নানদীতে আবার জোয়ার ছুটেছে—আমার শুষ্ক মালঞ্চ আবার মুঞ্জরিত হয়েছে। [নিঃশব্দে বালীয়ের প্রস্থান।

বালীয়! বালীয়! একি! একটা কথা বলেও আমার এ সুখে আনন্দ প্রকাশ ক'র্‌লে না! অথচ একদিন এই বালীয় আমাকে অদৃষ্টের কঠিন পীড়নে জর্জ্জরিত দেখে, আমাকে সুখী ক'র্‌তে প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হয় নি। আশ্চর্য্য!

লছমি। (স্বগত) বুঝেছি বালীয়, তুমি না জেনে বিষ খেয়েছ। কিন্তু কি ক'র্‌বো—উপায় নেই।

বাপ্পা ও বালীয়ের প্রবেশ।

বাপ্পা। দেব! চিতোররাজ তোমাকে আজি, এখনই, চিতোর ত্যাগ ক'র্‌তে আদেশ দিয়েছেন।

দেব। (সবিস্ময়ে) চিতোররাজ!

বাপ্পা। হাঁ. চিতোররাজ। তুমি প্রস্তুত হও। আয় লছমি—

দেব। ও—বুঝেছি। বাপ্পা—বন্ধু—বালীয়ের নিকট তাহলে সব শুনেছ। তোমাদের লছমিই আমার শান্তি। এখন ত আমাকে দূর করে দিলেও আমি চিতোর ত্যাগ ক'র্‌ব না।

বাপ্পা। আশ্চর্য্য সংঘটন! দেব! সার্থক তোমার প্রেম, যার নিকট মৃত্যু পর্য্যন্ত মাথা হেঁট করেছে। লছমি! আর যে আমাদের সঙ্গে কথা বল্‌ছিস না।

লছমি। দাদা! আর ত আমি লছমি নই, আমিত এখন শান্তি।

বাপ্পা। বালীয়, একে তোমরা কোথায় পেয়েছিলে।

বালীয়। হামাগোর সর্দ্দার গাঙ্গে গিয়েছিল। ঘাটে একটা মড়া

লাগিয়ে আছে দেখিয়ে, সেটাকে তুলিয়ে দেখলো, যে সাপে কাটা, পরাণ আছে। বুড়া ওকে বাঁচাইয়ে কত পুছ কর্‌ল ও কুছু বল্‌তে পারল না। শেষে ওকে হামি হামার বাড়ী লইয়া আইল, রাজা—

বাপ্পা। কি বালীয়?

বালীয়! হামাকে ছাড়িয়ে দে।

বাপ্পা। সে কি বালীর! আজ এই আনন্দের দিনে তুমি আমাদের ত্যাগ করে যাবে।

বালীয়। রাজা, হামার ভীলের রক্ত বড়া গরম আছে, এই বুকে হাত দিয়ে দেখ্‌—টগ্‌বগ্‌ করিয়ে ফুট্‌তিছে। ভীলের হাতের ধনু দুবার পড়িয়ে যাবেনা। হামাকে ছাড়িয়ে দে, হামার লোক সব তোর কাছে থাক্‌বে, তারা তোর জন্যে জান দিবে—হামি একা চলিয়ে যাবে।

দেব। বালীয়, ভাই, আমি যদি কোন অপরাধ করে থাকি আমাকে ক্ষমা কর।

বালীয়। তু কি ক'র্‌বিরে দেবদাদা, তু কি ক'র্‌বি? হামি হামার কাছে দোষ করিয়েছে। হামাকে বিশ্বাস নেই তাই চলিয়ে যাচ্ছি। কুছু ভাবিস্‌ না, হামার লছমিয়াকে সুখী করিস্‌। দেবদাদা, হামার একটা কথা রাখ্‌বি?

দেব। বল।

বালীয়। হামার লছমিয়াকে এক একবার 'লছমিয়া' বলিয়ে ডাকিস্‌—তা'হলে হামার কথা মনে থাক্‌বে। লছমি—

লছমি। দাদা—(স্বগতঃ) ভগবান্‌ তোমাকে শান্তি দিন।

বালীয়। সুখে থাক্‌! রাজা হামি বিদায় হই। [প্রস্থান।

বাপ্পা। বালীয়, বালীয়— [প্রস্থান

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

দরবার মণ্ডপ।

(সিংহাসনে বাপ্পারাও। দেব, নৃপতিবর্গ, সামন্তবর্গ, অমাত্যগণ, ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ)

গীত।

বন্দিগণ—

জয় জয় জয় নরপতি।
জয় দুষ্ট দমনকর, সূর্য্যবংশধর
জয় জয় চিতোরপতি।
সুন্দর সুশাসন মুগ্ধ জগতজন
ভকতগণ গাহে স্তুতি।
শান্তিময়ী বসুমতী॥

দেব। এক্ষণে দরবার আরম্ভ হোক।

সকলে। জয় মহারাজ বাপ্পারাওয়ের জয়!

দেব। মহারাজ, আপনার জন্ম উৎসবে নৃপতিবর্গ ও প্রকৃতিপুঞ্জ যথাযোগ্য উপহার নিয়ে রাজদর্শনে উপস্থিত।

পারস্যরাজ। মহারাজ, সমবেত নৃপতিবর্গের মুখপাত্রস্বরূপ আমি আপনাকে ভারতের সার্ব্বভৌম নরপতি বলে অভিবাদন করি।

(রাজন্যবর্গের অভিবাদন)

১ম সামন্ত। সামন্তদের শক্তি ও সামর্থ্যচিতোররাজকার্য্যে ব্যায়িত হবে। আমরা আপনাকে সসম্মানে অভিবাদন করি।

সকলে। আমরা সকলেই মহারাজকে অভিবাদন করি। জয় মহারাজ বাপ্পারাওয়ের জয়।

দেব। পারস্যরাজ—

(পারস্যরাজ উপহার হস্তে অগ্রসর হইলেন)

পারস্যরাজ। ভক্তির নিদর্শন অনুপযুক্ত হলেও গ্রহণে ধন্য করুন।

বাপ্পারাও। এরূপ শুক্তি ভারতে বিরল। আসন গ্রহণ করুন।

দেব। কাবুলরাজ—

কাবুলরাজ। উপহার ক্ষণস্থায়ী হলেও—ভক্তি চিরস্থায়ী!

বাপ্পারাও। কাবুলের ফল জগত বিদিত। আসন গ্রহণ করুন।

দেব। কাশ্মীরাধিপ—

কাশ্মীরাধিপ। উপহার অকিঞ্চিৎকর—কিন্তু হৃদয়ের সরল অভিব্যক্তি।

বাপ্পারাও। কাশ্মীরের পরিচ্ছদ অতুলনীয়। আসন গ্রহণ করুন।

দেব। গুজ্জররাজ—

গুর্জ্জররাজ। যোগ্য মর্য্যাদা না হলেও শ্রদ্ধার পরিচায়ক। (বর্ম্মদান)

বাপ্পারাও। বীরের যোগ্য উপহার। আসন্ন গ্রহণ করুন।

দেব। কাশীরাজ—

কাশীরাজ। ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ— (তরবারি দান)

বাপ্পারাও। এ দান আপনারই যোগ্য। আসন গ্রহণ করুন।

দেব। মহীশুরাধিপ—

মহীশুরাধিপ। শ্রদ্ধার তুলনায় উপহার অতি তুচ্ছ।

বাপ্পারাও। গোলকাণ্ডার হীরক বাসব-বাঞ্ছিত। আসন গ্রহণ করুন।

সকলে। জয় মহারাজ বাপ্পারওএর জয়।

বাপ্পারাও। মন্ত্রি,—সভায় সকলেই উপস্থিত হয়ে আমাদের সম্মানিত করেছেন?

দেব। মহারাজ, তুরাণ ব্যতীত আর সকলেই উপস্থিত আছেন।

বাপ্পারাও। তুরাণের অনুপস্থিতির কারণ?

দেব। তিনি আমাদের আধিপত্য স্বীকার করেন না।

বাপ্পারাও। উপস্থিত রাজন্যবর্গ, সামন্ত ও সভাসদ্‌গণ, তুরাণ সম্বন্ধে আপনাদের অভিমত?

মহীশুরাধিপ। মহারাজ, তুরাণের এ দম্ভ আমাদের অসহ্য। আমরা সকলেই ত মহারাজের ঔদার্য্যে, বীর্য্যে ও সৌজন্যে মুগ্ধ হয়ে বশ্যতা স্বীকার করেছি। আমাদের বিনীত প্রার্থনা সত্বর তুরাণের এ দর্প খর্ব্ব করুন।

বাপ্পারাও। আপনাদের সকলেরই এই মত?

সকলে। হাঁ মহারাজ।

বাপ্পারাও। ভরসা করি, তুরাণের বিরুদ্ধে অভিযানে চিতোরকে সহায্যদানে আপনারা কুণ্ঠিত হবেন না।

মহীশুরাধিপতি। আমি সমবেত নৃপতিমণ্ডলীর প্রতিনিধি স্বরূপ রাজ সমীপে নিবেদন ক'র্‌ছি যে আমাদের অস্ত্রাগার ও ধনাগার মহারাজের কার্য্যে উন্মুক্ত থাক্‌বে।

১ম সামন্ত। আমরা সকলেই মহারাজের কার্য্যসাধনে প্রাণ দেব।

বাপ্পারাও। উত্তম, তবে তুরাণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হোক।

সকলে। জয় মহারাজ বাপ্পারাওএর জয়।

বাপ্পারাও। সমবেত রাজন্যবর্গ, সভাসদ ও সামন্তগণ, প্রাণ-প্রতিম প্রকৃতিপুঞ্জ, আমার জন্মতিথি উৎসবে এ দরবার কক্ষ আলোকিত করে যে আপনারা আমাকে কতদূর সম্মানিত করেছেন, তা আমি ভাষায় ব্যক্ত ক'র্‌তে অক্ষম। বহুদিন হ'তে হৃদয়ের অন্তস্থলে আমি একটী বাসনা পোষণ ক'র্‌ছি যে সমস্ত এসিয়া ব্যাপি এক কেন্দ্রীভূত মহাশক্তি প্রতিষ্ঠিত ক'রে চিতোরকে তার পরিচালক ক'র্‌ব, আর হিন্দু এবং মুসলমান সেই শক্তির আশ্রয়ে অনাবিল শান্তি ও সমৃদ্ধি উপভোগ ক'র্‌বে। আজ

আপনাদের এই শুভ মিলনে আমার প্রাণ উল্লাসে নেচে উঠ্‌ছে। বোধ হয় একদিন আমার সে বাসনা কার্য্যে পরিণত হবে। বন্ধুগণ আপনারাই চিতোর-সিংহাসনের স্তম্ভস্বরূপ, চিতোরের শক্তি আপনাদের তরবারিমুখে অধিষ্ঠিত। ভরসা করি, চিতোরের সঙ্গে আপনাদের এ সৌহার্দ্দ অটুট থাক্‌বে। আপনাদের উপহার বহুমানে আমি গ্রহণ ক'র্‌লেম। বন্ধুগণ, আমি পুনরায় আমায় হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সকলে। জয় মহারাজ বাপ্পারাওএর জয়।

দেব। অন্তকার এই উৎসব উপলক্ষে নগর সপ্তাহকাল আলোকিত হবে, প্রতিগৃহ পুষ্পপল্লবে ভূষিত হবে এমং অন্ধ আতুর ও দীন দরিদ্রদিগকে অন্নবস্ত্র দান করা হবে।

সকলে। জয় মহারাজ বাপ্পারাওএর জয়।

বাপ্পারাও। আপনারা সকলেই পথশ্রমে কাতর, এক্ষণে সভা ভঙ্গ হোক।

সকলে। জয় মহারাজ বাপ্পারাওএর জয়।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কক্ষ।

বাপ্পা ও মায়ার প্রবেশ।

মায়া। তবু ভাল, যে তোমার দেখা পেলাম।

বাপ্পা। এখন ত আমি আর সে রাখাল নই যে যখন তখন দৌড়ে তোমার প্রমোদ উদ্যানে গিয়ে তোমায় দেখা দেব। আজ আমি ভারতের সার্ব্বভৌম নরপতি—আমার মস্তকে গুরুভার দায়িত্ব। মায়া! সময় সময় আমার এ সব স্বপ্ন বলে মনে হয়। যে নিরাশ্রয় বালক একদিন তোমার

পিতার ভয়ে পর্ব্বত থেকে পর্ব্বতে, বন থেকে বনান্তরে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছিল—কে জানত যে সে একদিন চিতোর-সিংহাসনে বস্‌বে! শুধু তাই কেন, তার বাহুবলে পরাজিত হয়ে কাশ্মীর তুরাক, ইরাণ, কালিবাও প্রভৃতি তার রাজ্যসীমা বৃদ্ধি ক'র্‌বে!

মায়া। আর শুধু তাই বা কেন? রাজ্যবৃদ্ধি, স্ত্রীবৃদ্ধি, বংশবৃদ্ধি—তোমার কোন্ বৃদ্ধিটা যে কম তাত আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। যে সকল নৃপতিদের পরাস্ত করেছ, তারা কি হিন্দু কি মুসলমান সকলে মাথা হেঁটকরে তোমাকে কন্যাদান করেছেন। আর মা ষষ্ঠীর কৃপা ত তোমার উপর পূর্ণ মাত্রায়।

বাপ্পা। ঠিক পূর্ণমাত্রায় বলি কি করে? মা ষষ্ঠী যে এক চোখো। মায়া, তোমার যদি একটি ছেলে হোত—

মায়া। ওঃ, আমার ছেলের ভারি অভাব কিনা! প্রাতঃকাল থেকে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত আবার সূর্য্যাস্ত থেকে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত আমার কত ছেলে আমায় "মা" বলে ডাকে তা জান? তোমার রাজ্যের এ লক্ষ লক্ষ প্রজা কার সন্তান! তাদের মুখের "মা" ডাক আমার সমস্ত অভাব দূর করে প্রাণ ভরে দেয়। ওঃ, কথায় কথায় অনেক বেলা হয়েছে, আমি চল্‌লাম। তুমি শীঘ্র এস—

বাপ্পা। কোথায়?

মায়া। আমার পূজার ঘরে—

বাপ্পা। কেন?

মায়া। যাও, রোজ রোজ তোমার ও রঙ্গ আমার ভাল লাগে না।

বাপ্পা। রঙ্গটা কি দেখ্‌লে? তুমি যাবে পূজা ক'র্‌তে—আমি যাব কেন?

মায়া। (গলা জড়াইয়া ধরিয়া) তুমি না গেলে আমি কার পূজা ক'র্‌ব প্রভু? তুমিই যে আমার ইষ্ট দেবতা।

[প্রস্থান।

বাপ্পা। ভগবান, কোন উপাদানে এ অমূল্য রত্ন সৃষ্টি করেছ।

দূতের প্রবেশ।

কে—ওঃ, কি সংবাদ?

দূত। মহারাজ গজনীর সর্দ্দারগণ বিদ্রোহী হয়েছে। শাসনকর্ত্তাও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন।

বাপ্পা। কি? খোমান বিদ্রোহী!

দূত। এই পত্র (পত্রদান)

বাপ্পা। যাও, বাইরে আমার আদেশের অপেক্ষা কর গে'। (দূতের প্রস্থান) কে আছিস—নোশেরা। খোমান বিদ্রোহী! এই সংসার। সুযোগ পেলে পুত্র ও পিতার গলায় ছুরী দিতে দ্বিধাবোধ করে না।

নোশেরার প্রবেশ।

নোশেরা। নাথ!

বাপ্পা। আমিও ত মাতুলকে আক্রমণ ক'র্‌বার উদ্যোগ করেছিলেম। যদিও তিনি আমায় হত্যা ক'র্‌বার ষড়যন্ত্র করেছিলেন তথাপি নিরাশ্রয় অবস্থায় আশ্রয় দিয়েছিলেন। খোমান! তোকে ভালবেসে গজনীর শাসনভার দিলেম, আর তুই এইভাবে আমার স্নেহের প্রতিদান দিলি। পিতৃদ্রোহিতা—ক'র্‌লি!

নোশেরা। আমায় ডেকেছ প্রভু—

বাপ্পা। হাঁ—

নোশেরা। আজ তোমাকে এত চিন্তাকুল দেখ্‌ছি কেন?

বাপ্পা। এ কার্য্যময় সংসারে কে কবে নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে, নোশেরো?

নোশেরা। এত বিচলিত ত তোমাকে কখনও দেখিনি। শত আসন্ন বিপদেও যে তুমি পর্ব্বতের মত অচল, অটল, স্থির।

বাপ্পা। এবার বিচলিত হবার কারণ হয়েছে।

নোশেরা। দাসী কি সে কারণ শুনতে পায় না?

বাপ্পা। গজনী বিদ্রোহী হয়েছে—

নোশেরা। তাইতে চিতোর-রাজ এত চিন্তিত! মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে সুলতানের বিরাট বাহিনী আক্রমণ ক'র্‌তে যার প্রাণ বিন্দুমাত্রও কাঁপেনি, সামান্য গজনী বিদ্রোহে তার এত চাঞ্চল্য সাজে না নাথ। যাঁর শৌর্য্যের নিকট ইস্পাহান, কান্দাহার, কাশ্মীর, তুরাক, ইরাণ, কালিবাও, বন্দরদ্বীপ প্রভৃতির অধিপতিগণ মাথা হেঁট করে কন্যাদান করেছেন, তার পক্ষে এ তুচ্ছ বিদ্রোহ দমন করা যে মুহূর্ত্তের কার্য্যও নয়।

বাপ্পা। নোশেরা, কোন্ মহাশক্তিতে শক্তিমান হয়ে, গজনী সর্দ্দারগণ চিতোরের রাজদণ্ড উপেক্ষা করেছে তা যদি জান্‌তে, তবে এ বিদ্রোহকে তুচ্ছজ্ঞান ক'র্‌তে না।

নোশেরা। নাথ, আশ্রিতাকে কি এইভাবে ছলনা ক'র্‌তে হয়! অরাতি শক্তিমান বলে আজ তুমি এত চিন্তিত! অপরকে তুমি এ কথা বলে বোঝাতে পার, কিন্তু আমি যে তোমার পাশে দাড়িয়ে তোমার অদ্ভুত পরাক্রম দেখেছি। নিশ্চয় অন্য কারণ কিছু আছে—যা তুমি আমার নিকট গোপন ক'র্‌ছ।

বাপ্পা। নোশেরা, সত্যই আমি তোমার কাছে প্রকৃত কারণ গোপন করেছি—

নোশেরা। কেন?

বাপ্পা। বল্‌লে তুমি প্রাণে বড় আঘাত পাবে। বোধ হয় সহ্য ক'র্‌তে পারবে না—

নোশেরা। সহ্য ক'র্‌তে পার্‌ব না এমন আঘাত! এমন কি হতে পারে? ওঃ বুঝেছি, গজনীর শাসনকর্ত্তা পুত্র খোমান বুঝি এই বিদ্রোহ দমন ক'র্‌তে প্রাণ দিয়েছে। সেই সংবাদ আমায় গোপন ক'র্‌ছ!

হায় নাথ, আমার শক্তিতে তোমার এত সন্দেহ! পুত্র বীরের মত নিজ কর্ত্তব্য সাধনে সম্মুখ সংগ্রামে প্রাণ দিয়েছে, তাতে মায়ের নয়নে অশ্রু ঝর্‌বে কেন? মায়ের প্রাণ যে উল্লাসে নেচে উঠ্‌ছে! বীর পুত্র আমার তোমার শোণিতের অমর্য্যাদা করেনি।

বাপ্পা। হায় অভাগিনী, কেমন করে আমি সে কথা তোমাকে জানাব।

নোশেরা। তবে কি খোমান মরে নি?

বাপ্পা। না।

নোশেরা। কি বলছ প্রভু? রাজ্যে বিদ্রোহ, আর শাসনকর্ত্তা হ'য়ে সে অলসভাবে কাল কাটাচ্ছে! একি সম্ভব? সে যে আমার বীরপুত্র—যুদ্ধের নামে সে যে নেচে ওঠে। স্বামিন্, প্রভু—আর আমায় সংশয়ে রে'খ না—সব ভেঙ্গে বল।

বাপ্পা। তবে শোন নোশেরা, গজনীর বিদ্রোহী সর্দ্দারগণের নায়ক—তোমার পুত্র খোমান।

নোশেরা। খোমান বিদ্রোহী! আমার গর্ভে যে জন্মেছে, আমার স্তনদুগ্ধে যে বর্দ্ধিত হয়েছে, সেই সেই খোমান রাজদ্রোহী—পিতৃদ্রোহী! নাথ, এযে আমি কোন মতে বিশ্বাস ক'র্‌তে পার্‌ছি না।

বাপ্পা। কি প্রমাণ চাও?

নোশেরা। তোমার কথাই যথেষ্ট। কিন্তু এ আমি কোন মতে ধারণা ক'র্‌তে পার্‌ছি না। খোমান বিদ্রোহী! আমার গর্ভজাত সন্তান পিতৃদ্রোহী!! এত অপবিত্র আমার শোণিত—আমার স্তনদুগ্ধ! ওঃ স্বপ্নেও যা কোন দিন ভাবতে পারিনি! যাক, আর চিন্তা ক'র্‌বার সময় নেই। প্রভু, এ বিদ্রোহ দমন ক'র্‌তে আমি যাব।

বাপ্পা। তুমি!—

নোশেরা। আশ্চর্য্য হচ্ছ কেন ~~প্রিয়তম~~! তুমি যার স্বামী, তার পক্ষে কি এ কাজ এতই দুঃসাধ্য। আমি আজই গজনী যাত্রা ক'র্‌ব।

বাপ্পা। কিন্তু—

নোশেরা। করজোড়ে মিনতি ক'র্‌ছি তুমি অমত কর' না। আশীর্ব্বাদ কর, যেন বিদ্রোহী পুত্রকে শৃঙ্খলিত ক'রে তোমার চরণে উপহার দিতে পারি। আমি মাত্র দশ হাজার সৈন্য চাই।

বাপ্পা। আমি স্বীকৃত। কিন্তু দেব তোমার সঙ্গে যাবে।

নোশেরা। তোমার যদি ইচ্ছা হয়—বেশ তাই হ'ক।

লছমিয়ার প্রবেশ।

লছমিয়া। আর দেবী বুঝি একা থাক্‌বে?

বাপ্পা। কে? লছমি!

লছমিয়া। হাঁ লছমি। বেশ বিচার তোমার রাজা—

বাপ্পা। তুমিও যেতে চাও?

লছমিয়া। যাব না! পরের সঙ্গে সারা জীবন যুদ্ধ ক'র্‌লেম আর আজ নিজের ছেলের সঙ্গে যুদ্ধ বেধেছে—আমি ঘরে বসে থাকব! আজ পুত্রের শক্তি পরীক্ষা ক'র্‌ব—আনন্দে যে আমার প্রাণ নেচে উঠ্‌ছে। রাজা, অনুমতি দাও—

বাপ্পা। বেশ যাও— [সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

গজনী-সীমান্ত; রণস্থল।

খোমান, সর্দ্দারগণ ওসৈন্যগণ।

খোমান। ভাইসব, চিতোরের বিরাট বাহিনী রাক্ষসের মত তোমাদের স্বাধীনতা গ্রাস ক'র্‌তে ধেয়ে আস্‌ছে। তোমরা সুলতান সেলিমের পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছ—তোমাদের খড়্গে কতবার রাজপুতের স্বাধীনতা বিপন্ন

হয়েছে—আজ দেখো ভাই, সে খড়োগর অমর্য্যাদা ক'র না, কাফেরের নিকট স্বাধীনতা বিক্রয় করোনা, বিধর্ম্মীর পদতলে রাজশ্রী কে ডালি দিওনা।

সৈন্যগণ। কখনই না।

খোমান। কোন অধিকারে আজ বাপ্পারাও গজনী-সিংহাসনের উপর আধিপত্য বিস্তার ক'র্‌তে চান? আমি সুলতান সেলিমের দৌহিত্র—ন্যায়তঃ এ সিংহাসন আমার। আজ চোখ রাঙ্গিয়ে বাপ্পারাও তোমাদের রাজার হাত থেকে রাজদণ্ড কেড়ে নিতে চান! ভাইসব, প্রাণপণ করে যুদ্ধ কর—রাজপুতকে গজনীর ভিতর এক পদ ও অগ্রসর হতে দিওনা। তাদের জানিয়ে দাও, যে গজনী পাঠানের—রাজপুতের নয়।

সৈন্যগণ। নিশ্চয়—নিশ্চয়।

খোমান। ভাইসব, মাতামহ সেলিম, বাপ্পারাওএর নিকট পরাজিত হয়ে যে ঋণ করে গিয়েছেন সে ঋণ শুধ্‌বার ভার তোমাদের উপর। আজ সে ঋণ পরিশোধের চমৎকার সুযোগ উপস্থিত। সুদ সমেত সে ঋণ পরিশোধ কর—মাতামহের অপমানের প্রতিশোধ নাও।

সৈন্যগণ। আমরা জান দেব। [প্রস্থান।

(লছমিয়া, নোশেরা, দেব, ও সৈন্যগণ)

নোশেরা। ঐ—ঐযে কুলাঙ্গার পুত্র সৈন্যদের উৎসাহিত ক'রছে। সৈন্যগণ, রাজদ্রোহীকে শাস্তি দাও। রাজপুত্র বলে তার উপর এক কনা করুণা ও কেউ দেখিওনা। মনে থাকে যেন, তোমাদের মস্তকের উপর বীরবর বাপ্পারাও এর বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডিয়মান—দে'খ, যেন সে পতাকা তোমাদের উপর অভিমান করে শির না নোয়ায়।

সসৈন্যে খোমানের প্রবেশ।

খোমান। আক্রমণ কর—আক্রমণ কর সৈন্যগণ। দেখ ভাই সব, একজন চিতোরিও যেন গজনী প্রবেশ ক'র্‌তে না পারে, একজন চিতোরিও যেন রাজসমীপে পরাজয় বার্ত্তা দিতে না ফেরে।

লছমিয়া। খোমান—

খোমান। এ কে? মাসিমা, মা,—তোমরা! চিতোর কি বীরশূন্য যে আজ রমণী বিদ্রোহ দমন ক'র্‌তে এসেছে!

লছমিয়া। না পুত্র, চিতোর বীরশূন্য নয়। আজ মা তার স্তনদুগ্ধের শক্তি পরীক্ষা ক'র্‌তে এসেছে। দেখতে এসেছে, যে যে শিশুকে হাতে গড়ে লালন পালন করে সে জগতে ছেড়ে দিয়েছে, সে তার পুত্র নামের উপযুক্ত কি না! আজ মাতা পুত্রে যুদ্ধ—ইতিহাস অবাক বিস্ময়ে যার বিষয় ভাবছে। পুত্র, পরিচয় দাও।

খোমান। উত্তম। আমরাও প্রস্তুত। [যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কক্ষ।

মায়া ও বাপ্পার প্রবেশ।

মায়া। আজও কোন সংবাদ পাওনি, অথচ বেশ নিশ্চিন্ত মনে বসে আছ!

বাপ্পা। কি করতে বল?

মায়া। কেন তুমি নোশেরাকে যেতে দিলে? অনুমতি দেবার পূর্ব্বে কেন আমায় একবার জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে না?

বাপ্পা। তুমি তাকে ফেরাতে পার্‌তে?

মায়া। সে আমি বুঝ্‌তাম। আমি কি তোমার মত সে যা বল্‌ত তাই শুনতাম।

বাপ্পা। কি ক'র্‌তে?

মায়া। দুই হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরে টান্‌তে টান্‌তে ঘরে নিয়ে

যেতাম। ওঃ কতদিন তার মুখের সেই আধ আধ 'দিদি' ডাক শুন্‌তে পাই নি ঘর যে আমার আঁধার হয়ে গেছে। যেমন করে পার আমার নোশেরাকে এনে দাও—

বাপ্পা। সতীনের উপর যে বড় দরদ!

মায়া। পুরুষের মত অত সঙ্কীর্ণ হৃদয় আমাদের নয়। সতীন হ'ক্ যা হ'ক সে আমি বুঝ্‌ব। ছুড়ীকে এবার পেলে হয়। আমার দুধের বাছা খোমান, ছেলে বুদ্ধির বশে একটা অন্যায় কাজ করেছে, তাই তাকে শাসন ক'র্‌তে, রণরঙ্গিনী মূর্ত্তিতে লোক লস্কর নিয়ে সেজে গুজে গিয়েছেন! যাবার সময় একবার আমাকে বলেও গেল না। হ্যাগা, এই বুদ্ধি নিয়ে এই প্রকাণ্ড সাম্রাজ্য চালাচ্ছ! মা চোখ রাঙ্গিয়ে কথা বল্‌লে যারা ভয়ে বুকের মধ্যে এসে মুখ লুকোয়, মায়ের মুখ গম্ভীর দেখ্‌লে আপনা হ'তে যাদের চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে মাটিতে পড়ে, তাদের শাসন ক'র্‌তে আবার সৈন্য সামন্ত!

বাপ্পা। এতটা পূর্ব্বে বুঝ্‌তে পার্‌লে আমি নোশেরাকে না পাঠিয়ে তোমাকেই পাঠাতেম্।

মায়া। আমিও জান্‌তে পার্‌লে তোমার পাঠানর অপেক্ষা রাখ্‌তেম না—নিজেই যেতেম।

বাপ্পা। গিয়ে কি ক'র্‌তে?

মায়া। আমার বুকের ধনকে বুকে তুলে নিতেম।

বাপ্পা। হাঃ হাঃ হাঃ—তবেত সবই ক'র্‌তে!

মায়া। ক'র্‌তেম কিনা তা এখন কি করে বোঝাব। স্নেহের শাসনের চেয়ে কঠিন শাসন আর কি আছে? খোমান কি আমার মুখের দিকে চাইতে পারত! সে আমায় দেখবামাত্র কেবল আমার বুকে, মুখ রেখে নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন ক'র্‌ত। একদিন এই ভারতে প্রেমে বনের পশু পর্য্যন্ত বশ হয়েছিল—যমুনার জল উজান বয়েছিল! কি? হা ক'রে চেয়ে রয়েছ যে—

বাপ্পা। তোমায় দেখ্‌ছি—

মায়া। দেখবার একটা জিনিষই বটে! তা কি দেখেছিলে?

বাপ্পা। কি দেখ্‌ছিলাম তা বল্‌তে পারব না—তোমায় বোঝাতে পারব না। তবে দেখে দেখে আমার প্রাণ ভরে গিয়েছে—বড় মধুর! বড় সুন্দর!

মায়া। ইস! ভাবে যে একেবারে বিভোর হয়ে গেলে!

শৃঙ্খলাবদ্ধ খোমানকে লইয়া রক্তাক্ত কলেবর নোশেরার প্রবেশ।

নোশেরা। মহারাজ, এই আপনার বিদ্রোহী পুত্র—বিচার করে শাস্তি বিধান করুন—

মায়া। নোশেরা, নোশেরা! একি? সর্ব্বাঙ্গ যে ক্ষত বিক্ষত—অজস্র ধারে শোণিত নির্গত হচ্ছে। কে আমার এ সর্ব্বনাশ ক'র্‌ল—কেন আমায় না বলে গিইছিলি?

নোশেরা। দিদি! বল্‌লে ত তুমি যেতে দিতে না। আমার অন্তিম সময়ের আর বড় বিলম্ব নেই। ম'রবার পূর্ব্বে আমি ঐ হতভাগ্যের বিচার দেখ্‌তে চাই। আমি শুধু তাই দেখবার জন্য এখনও প্রাণকে ধ'রে রেখেছি। মহারাজ, ঐ আপনার কুলাঙ্গার পুত্র। আমি ওকে রাজদ্রোহিতা এবং পিতৃদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত ক'রছি। শাস্তি বিধান করুন।

মায়া। নোশেরা—সর্ব্বনাশী—কি করেছিস? কি করেছিস? আমার বাছার কুসুমকোমল অঙ্গে কোন প্রাণে ঐ লৌহ শৃঙ্খল পরিয়েছিস! খোমান, খোমান—পুত্র আমার!

নোশেরা। মহারাজ, অপরাধীর বিচার করুন।

মায়া। মহারাজ আমার পুত্রের অঙ্গ হ'তে শৃঙ্খল খুলে দিতে আদেশ দিন।

বাপ্পা। একলিঙ্গদেব—আমার হৃদয়ে বল দাও। রাজধর্ম্মে যেন পতিত না হই। (প্রকাশ্যে) খোমান, স্বপক্ষে তোমার কিছু বল্‌বার

আছে? নীরব—বুঝলেম, বলবার মত তোমার কিছু নেই। রাজদ্রোহীর শাস্তি প্রা—ণ—দ—ণ্ড। কৈ হ্যায়?

রক্ষীর প্রবেশ।

মায়া। এ্যা! প্রাণদণ্ড!

নোশেরা। (স্বগত) হৃদয় কেন কেঁপে উঠছ?—দৃঢ় হও।

বাপ্পা। একে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাও—নিয়ে যাও—(রক্ষীর তথা করিতে গমন)

মায়া। দাড়াও। মহারাজ পিতা হ'য়ে পুত্রহত্যা ক'র্‌বেন?

বাপ্পা। রাণি, এখন আমি পিতা নই—এখন আমি বিচারক।

মায়া। হ'ন বিচারক, তবুও পিতা।

বাপ্পা। উপায় নেই। রাজার আইনে রাজপুত্রের জন্য স্বতন্ত্র বিধান নেই।

মায়া। মহারাজ, আমি আপনার কাছে খোমানের জীবন ভিক্ষা চাই।

বাপ্পা। তা হয় না রাণি। নিয়ে যাও—

মায়া। খোমানকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাবে, আর আমি তাই দাঁড়িয়ে দেখ্‌ব? না, তা আমি হতে দেব না। মহারাজ, মহারাজ, আমি পুত্রহীনা, আমায় পুত্রভিক্ষা দিন—আমি নতজানু হয়ে ভিক্ষা চাচ্ছি আমার সন্তানের জীবন ভিক্ষা দিন। তবুও নীরব—তবুও দয়া হ'লো না! নোশেরা, তুই একবার অনুরোধ কর, তুই একবার নতজানু হয়ে চিতোর-রাজের নিকট সন্তানের জীবন ভিক্ষা কর। চুপ করে রইলি? রাক্ষসী, পাষাণী, খোমান তোর সন্তান না! তাকে দশমাস দশদিন গর্ভে ধরিস নি—বুকের রক্ত দিয়ে তাকে মানুষ করিস নি!

নোশেরা। দিদি, বৃথা আমায় তিরস্কার ক'র্‌ছ। রাজা তাঁর রাজধর্ম্ম পালন ক'র্‌ছেন, কোন অধিকারে আমি তার মধ্যে কথা কইব!

মায়া। কোন অধিকারে! তোর পুত্রকে বধ ক'র্‌তে নিয়ে যাচ্ছে, আর তুই কোন অধিকারে কথা কইবি! এই তোর অপত্যস্নেহ! তুই মা না রাক্ষসী! তোর প্রাণ না পাষাণ!

নোশেরা। দিদি—নারী হ'য়ে তুমি এ কথা বল্‌লে! অন্যে না বুঝুক, তুমি ত বুঝ্‌ছ, তুমিত জান, মায়ের প্রাণ কোন আঘাতে কোন সুরে বেজে ওঠে। যার প্রতিকার নেই, তা সহ্য করা ভিন্ন আর কি উপায় আছে?

বাপ্পা। (স্বগত) হৃদয় দৃঢ় হও। কর্ত্তব্য! কর্ত্তব্য!! (প্রকাশ্যে) নিয়ে যাও—

মায়া। কে নিয়ে যাবে? এই আমি আমার বাছাকে বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখলেম, দেখি কে সিংহীর বুক থেকে তার শাবক ছিনিয়ে নিতে পারে। মহারাজ, রাজধর্ম্ম পালন ক'র্‌তে হলে কি দয়া, মায়া, স্নেহ, মমতা, সব এই ভাবে বিসর্জ্জন দিতে হয়!

বাপ্পা। রাণি বৃথা অনুযোগ ক'র্‌ছ। খোমান কি এক তোমারই সন্তান—আমার কি কেউ নয়? জান কি মায়া, আজ এ বুকে কি ঝড় বইছে—জান কি মায়া, কর্ত্তব্য আর স্নেহ আজ এ হৃদয়ে কি ভীষণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েছে? কি ক'র্‌ব? উপায় নেই। লক্ষ লক্ষ নরনারীর দণ্ড মুণ্ডের কর্ত্তা আমি—আমি অবিচার ক'র্‌তে পারি না। কর্ত্তব্য! কর্ত্তব্য!! কর্ত্তব্য!!!

মায়া। তবে তুমি তোমার কর্ত্তব্য কর, আমি ও আমার কর্ত্তব্য করি। পার, মায়ের বুক থেকে ছেলে ছিনিয়ে নাও। দেখি তুমি কত বড় পাষাণ—

বাপ্পা। একি! একি স্বর্গীয় শোভা! মূর্ত্তিমতী করুণা যেন করুণা বৃষ্টি ক'র্‌তে সংসারে নেমে এসেছে! চোখে, মুখে প্রতি অঙ্গ-সঞ্চালনে যেন করুণার বন্যা ছুটে চলেছে! মায়া—মায়া—মুক্ত তোমার সন্তান।

[রক্ষীর প্রস্থান।

মায়া। মহারাজের জয় হো'ক। চল পুত্র, মায়ের বুকে বিশ্রাম ক'র্‌বে চল।

নোশেরা। আঃ—

বাপ্পা। একি? নোশেরা, তুমি অমন ক'র্‌ছ কেন?

নোশেরা। জানিনা, কেন প্রাণ আমার আনন্দে নেচে উঠছে। আমি যে আর এ অধীরতা সহ্য ক'র্‌তে পারি না! বুক যে ভেঙ্গে যাচ্ছে!

মায়া। নোশেরা! নোশেরা! খোমানকে ফিরে পেয়েছি, এ আনন্দের দিনে তুমি আমায় এই ভাবে ছেড়ে যাচ্ছ! আমি তোমায় ছেড়ে কেমন করে থাকব?

নোশেরা। দিদি! আশীর্ব্বাদ কর যেন জন্ম জন্ম এই স্বামী, আর তোমার মত দিদি পাই। বিদায়—(মৃত্যু)

মায়া। নোশেরা! নোশেরা! (মূর্চ্ছা)

বাপ্পা। কুলাঙ্গার—তোর কীর্ত্তি দেখ!

পঞ্চম দৃশ্য।

বনপথ।

খোমান ও তাহার ভ্রাতা জালিমের প্রবেশ।

খোমান। বল কি জালিম—একি সম্ভব! জ্যেষ্ঠপুত্র আমি বর্ত্তমানে সিংহাসনে বস্‌বে বালক অপরাজিত!

জালিম। পিতার মুখে আমি এইরূপই শুনেছি।

খোমান। কি অপরাধে আমি সিংহাসন হতে বঞ্চিত হব?

জালিম। যবনীর গর্ভে জন্মেছ, এই অপরাধ।

খোমান। এই অপরাধ! যবনীর সন্তান কি এতই হেয়—যবনীর গর্ভ কি এতই অপবিত্র!

জালিম। পিতা বল্লেন, পবিত্র রাজপুত রক্তে যার জন্ম, সে ভিন্ন চিতোর-সিংহাসনে অন্তের বস্‌বার অধিকার নেই।

খোমান। অধিকার নেই! মুসলমান যদি চিতোর জয় করে, তখন তার সিংহাসনে বসা কে বন্ধ ক'র্‌বে?

জালিম। সে নাকি স্বতন্ত্র কথা।

খোমান। অপরাজিত সিংহাসনে বস্‌বে, আর আমি পিতৃভক্তির দোহাই দিয়ে মনকে বুঝিয়ে, কাপুরুষের মত তাই মেনে নেব! কোন গুনে সে আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? সে কনিষ্ঠ, আমি জ্যেষ্ঠ; সে বন্দরাধিপ ইস্‌ফ্‌গুলের দৌহিত্র, আর আমি গজনীর সুলতানের দৌহিত্র। বুদ্ধিমত্তায় বা শৌর্য্যে কোন বিষয়েই সে আমার সমকক্ষ নয়। তবু সে সিংহাসন পাবে, কারণ তার—মা—রাজপুতনী! না জালিম, তাহবে না, না—কোনমতেই না—

জালিম। কি করে বাধা দেবে দাদা?

খোমান। কেন? পিতার মৃত্যুর পর অস্ত্রমুখে মীমাংসা ক'র্‌ব, সিংহাসনের উপযুক্ত কে—আমি না অপরাজিত। যবনীর শোণিত ধমণীতে প্রবাহিত বলে তখন সিংহাসন গ্রহণে আমাকে কেউ বাধা দিতে পার্‌বে না।

বাপ্পার প্রবেশ।

বাপ্পা। খোমান!

খোমান। পিতা—

বাপ্পা। আমার দুর্ভাগ্য যে অন্তরাল থেকে আমি তোমার সমস্ত উক্তি শুন্‌তে পেয়েছি! তুমি বিদ্রোহী হয়েছিলে, আমি শুদ্ধ রাণীর কাতরতায় তোমাকে মার্জ্জনা করেছি। আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি তুমি চিতোরে থাক্‌লে এ সিংহাসন নিষ্কণ্টক নয়। আমি তোমাকে এবং তোমার ভ্রাতৃগণকে চিতোর থেকে চিরজীবনের জন্য নির্ব্বাসিত ক'র্‌লেম।

খোমান। চিরজীবনের জন্য নির্ব্বাসিত!

বাপ্পা। হা—চিরজীবনের জন্য নির্ব্বাসিত।

খোমান। পিতা, একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব?

বাপ্পা। বল—

খোমান। আপনার অবর্ত্তমানে সিংহাসন কার?

বাপ্পা। শুনে তোমার লাভ?

খোমান। লাভ না থাকলে জিজ্ঞাসা করে আপনাকে বিরক্ত ক'র্‌তেম না—

বাপ্পা। উত্তম, তবে শোন। আমার অবর্ত্তমানে চিতোর সিংহাসন অপরাজিতের।

খোমান। অপরাজিত রাজদণ্ড পরিচালন ক'র্‌বে, আর আমরা নির্ব্বাসিত! এই আপনার বিচার পিতা!

বাপ্পা। হাঁ, তুমি এবং যবনীগর্ভ-সম্ভূত আমার পুত্রগণ চিতোর থেকে নির্ব্বাসিত এই আমার বিচার। শুদ্ধ তাই নয়, তোমাদের আপন আপন মাতার নামে শপথ ক'র্‌তে হবে যে এ জীবনে আর কখনও চিতোরে প্রত্যাবর্ত্তন ক'র্‌বেনা।

খোমান। এই যদি আপনার ইচ্ছা হয়—তাই হবে। কিন্তু পিতা, অপরাজিতকে এই শান্তিময় নিষ্কণ্টক রাজ্য দিলেন—আর আমাদের সহায়হীন—সম্পদহীন—গৃহহীন করে এই অপরিচিত জগতে ছেড়ে দিলেন!

বাপ্পা। কে বল্‌লে তোমরা সহায়হীন? তোমাদের মায়ের আশীর্ব্বাদ অক্ষয় কবচের মত শত বিপদ থেকে তোমাদের রক্ষা ক'র্‌বে। কিসে তোমরা সম্পদহীন? তোমাদের দেহে শক্তি আছে, হৃদয়ে সাহস আছে, কটিতে শাণিত তরবারি আছে, শোণিতে পবিত্রতা আছে। যাও পুত্রগণ, এই বিশাল সংসারে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করগে'। যার শোণিতে

তোমাদের জন্ম সে নিজের শৌর্য্যে এই সুবিস্তীর্ণ ভূভাগের অধিপতি। পুত্র! সে শোণিতের যেন অমর্য্যাদা না হয়।

খোমান। পিতা এক ভিক্ষা চাই—

বাপ্পা। বল—

খোমান। যেদিন আপনার মৃত্যু সংবাদ পাব, সেইদিন একবার চিতোরে ঢুক্‌বার অনুমতি চাই।

বাপ্পা। বেশ।

খোমান। তাহলে বিদায় পিতা—

বাপ্পা। যাও পুত্রগণ, নোশেরার পবিত্র নামানুসারে "নোশেরা পাঠান" বলে জগতে নিজেদের পরিচিত করগে'; আশীর্ব্বাদ করি সুখী হও।

[জালিম ও খোমানের প্রস্থান।

বাপ্পা। এই সিংহাসন! মূর্খ তারা, যারা মনে করে সমস্ত সুখ, সমস্ত শান্তি রাজার রাজদণ্ডে লুক্কায়িত। রাজার স্নেহ থাকতে নেই—দয়া থাকতে নেই—মায়া থাকতে নেই—সব বিসর্জ্জন দিতে হবে! পুত্রকে হত্যা ক'র্‌বার আদেশ দিতে হবে স্নেহের পুত্তলিকে নির্ব্বাসিত ক'র্‌তে হবে— নিজের বুকে নিজহস্তে কুঠারাঘাত ক'র্‌তে হবে! অথচ অশ্রুকে জোর করে চোখের মধ্যে চেপে রাখ্‌তে হবে! এত কঠোর—এত কঠোর এই রাজধর্ম্ম!

দেবের প্রবেশ।

দেব। সৈন্য প্রস্তুত—চল তুরাণ অভিমুখে যাত্রা করি।

বাপ্পা। দেব! ভ্রম—সব ভ্রম।

দেব। কি ভ্রম?

বাপ্পা। এতদিন যা বুঝেছি সব ভ্রম—যা করেছি সব পণ্ডশ্রম। ভেবেছিলেম হিন্দু মুসলমানের এই চিরব্যবধানের মাঝখানে নিজে সেতু হয়ে দাঁড়াব। কিন্তু বৃথা চেষ্টা—আমায় দ্বারা তা' হ'ল না।

দেব। কাজ অসম্পূর্ণ রে'খনা, চল তুরাণ জয় করে চিতোর-সিংহাসন নিষ্কণ্টক করি।

বাপ্পা। নিষ্কণ্টক ক'র্‌ব এই সিংহাসন—যার ভিত্তি মাতুলের উষ্ণহৃদয় শোণিতে রঞ্জিত! হাঃ হাঃ হাঃ—দেব, এযে অভিশপ্ত!

দেব। এ তুমি আজ কি বলছ বাপ্পা?

বাপ্পা। ঠিক বল্‌ছি। আজ অন্তরালে দাঁড়িয়ে খোমানের ভ্রাতৃ-বিরোধের সঙ্কল্প শুনলাম। এখন ও কি তুমি বল্‌তে চাও, যে এ সিংহাসন নিষ্কণ্টক হবে। যে মুহূর্ত্তে আমি মর্‌ব সেই মুহূর্ত্তে দেখ্‌বে কালানল জ্বলে উঠ্‌বে। আর কত চেপে রাখ্‌বে! ভুল—মহা ভুল। তা হবার নয়।

দেব। বিলম্ব হচ্ছে—চল।

বাপ্পা। বেশ চল।

(দূরে সঙ্গীত—উদাসীন গাহিতেছে—

"তিমির হইতে তিমিরে মিশিতে
জীবন—তটিনী ছুটিয়া যায়।")

কে গাচ্ছে?

দেব। বোধ হয় কোন উদাসীন—

বাপ্পা। এই দিকেই আস্‌ছে—

গাহিতে গাহিতে উদাসীনের প্রবেশ।

গীত।

তিমির হইতে, তিমিরে মিশিতে
জীবন—তটিনী ছুটিয়া যায়।
জনম আঁধার, মরণ আঁধার
মাঝে বিভাসিত জীবন ভায়।

শত শত শত মিলনমণ্ডল, দ্বীপাকারে কত শোভে সমুজ্জ্বল
কোথা শস্যফলে, কেহ নদীতলে,
ভেঙ্গে চুরে ডুবে মিশে চলে যায়॥
কাম আদি ষড়-জলচরগণ, বিহরিছে ঘেরি সে দ্বীপ ভীষণ
কেহ ছিঁড়ে খায়, কেহ বা ডুবায়
যেবা দীপ্ত মোহতীরে ভুলে যায়।
তবে কেন জীব করে আকিঞ্চণ,
মহাযাত্রা ছেড়ে জীবন মিলন,
জানে নাক তারা ঘটাকাশ পারা,
প্রাণাকাশ মহা আকাশে মিলায়॥

[গাহিতে গাহিতে উদাসীনের প্রস্থান।

বাপ্পা। উদাসীন —উদাসীন—(ডাকিতে ডাকিতে অগ্রসর হইলেন)

দেব। (হাত ধরিয়া) বাপ্পা— বাপ্পা—

বাপ্পা। যাক। দেব, তুরাণ জয় আর আমার দ্বারা সম্পূর্ণ হ'ল না। আর রাজত্বে প্রয়োজন কি? এখন ত বানপ্রস্থের সময়। সুমেরুতলে তাপস-ধর্ম্মে জীবনের অবশিষ্ট দিনকটি অতিবাহিত ক'রব। অপরাজিত কে সিংহাসনে বসিয়ে রাজকার্য্য পরিচালন ক'র। আমায় বিদায় দাও বন্ধু—

দেব। বাপ্পা! জীবনে কোন দিন তোমার অবাধ্য হই নি আজও হব না। কিন্তু তুমি এখনই—

বাপ্পা। শুভকার্য্যে বিলম্ব ক'রতে নেই। আমি আর অপেক্ষা ক'রতে পারি না। ঐ দূতের মুখে আমি তাদের আহ্বান শুনতে পেয়েছি। দেব, এই বোধ হয় আমাদের শেষ সাক্ষাৎ। আলিঙ্গন দাও বন্ধু— (আলিঙ্গনবদ্ধ হইলেন) বিদায় দেব—

দেব। যাও বন্ধু, একলিঙ্গদেব তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন—

[বাপ্পার প্রস্থান।

চিতোর আজ শ্মশান! (প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

শূন্যে অপ্সরাগণ।

গীত।

আয়রে ভেসে, হাওয়ায় মিশে ডেকে আনি মহাজনে।
ধরার মাঝে, শতেক কাজে, ভুলেছে পথ নাহি মনে॥
ফুলের মাঝে গুটি গুটি, চুপি চুপি হেসে উঠি,
সোহাগ ভরে, আদর ক'রে জানাব তারে কানে কানে॥
আয় চলে আয় এই খানে, বাধিস না আর মহাপ্রাণে,
এসেছি ফিরে নিতে তোরে কাজ আজ তোর অবসানে॥

—০:•:০—

সপ্তম দৃশ্য।

রাজপথ।

(বিপরীত দিক্ হইতে দুইজন লোকের প্রবেশ)

১ম। ম'শাই—ও ম'শাই?

২য়। কি ম'শাই?

১ম। আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে পারি কি?

২য়। কেন পারবেন না—একটা কেন বিশ্‌টে জিজ্ঞাসা করুন না! আপনার মুখ আছে বলে যান, আমার কান আছে শুনে যাই।

১ম। বল্‌তে পারেন, চিতোরের আজ এ অবস্থা কেন?

২য়। কি অবস্থা ম'শাই?

১ম। গৃহে গৃহে রোদনধ্বনি, প্রত্যেকের মুখে শোকের চিহ্ন, যেন তারা অতি আপনার কাকেও হারিয়েছে—সবাই গম্ভীর, সবাই বিমর্ষ।

এমন কি চিতোর নগরীকেও যেন কার বিরহে মুহ্যমান বলে বোধ হচ্ছে।

২য়। ম'শাই কি গোর থেকে উঠে এলেন, না জননী-গর্ভ থেকে সদ্য ভূমিষ্ঠ হলেন।

১ম। তার অর্থ?

২য়। তার অর্থ যা হয় তাই। মশাইএর বাড়ী কোন দেশে?

১ম। বাড়ী আমার এখানেই—

২য়। বাড়ী এখানে, অথচ আপনি জানেন না, যে মহারাজ বাপ্পারাও সুমেরুতলে দেহত্যাগ করেছেন—আশ্চর্য্য! (প্রস্থান)

১ম। তা হলে ত আমরা যথার্থ অনুমান করেছি।

খোমানের প্রবেশ।

খোমান। কি সংবাদ?

১ম। আমাদের অনুমান সত্য।

খোমান। সত্য! যাক, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হয় নি। আর বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নয়। সত্বর এস— [উভয়ের প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

শ্মশান—সজ্জিত চিতা।

বস্ত্রাচ্ছাদিত বাপ্পারাও এর মৃতদেহ। অপরাজিত প্রভৃতি বাপ্পার পুত্রগণ ও পুরোহিত দণ্ডায়মান। দেব অধোবদনে এক পার্শ্বে উপবিষ্ট, চতুর্দ্দিকে নগরবাসী ও নগরবাসিনীগণ দণ্ডায়মান।

পুরো। কুমার অপরাজিত! এখন আপনার পিতার অন্তিম কার্য্য করুন।

অপরাজিত। পিতা—পিতা! আমায় ফেলে কোথায় গেলেন? আপনিত মুহূর্ত্তও আমায় না দেখে থাকৃতে পার্‌তেন না। পিতা—পিতা! দেখুন আপনার স্নেহের অপরাজিত আজ আপানার বুকে আশ্রয় না পেয়ে হাহাকার ক'র্‌ছে।

পুরো। কুমার, অধীর হবেন না। মানবমাত্রেই নিয়তির দাস। আপনার পিতা পরম পুণ্যাত্মা, তাই তিনি সজ্ঞানে সমাধিগত হয়েছেন। তাঁর জন্য খেদ ক'র্‌বেন না—পুত্রের কার্য্য করুন।

অপরাজিত। গুরুদেব, যে মুখ থেকে সর্ব্বদা স্নেহের নিদর্শন আর আশীর্ব্বচন পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি, আজ কোন প্রাণে আমি সেই মুখে আগুন জ্বালিয়ে দোব। পিতা নিজে না খেয়ে মুখের গ্রাস কত আদরে কত স্নেহ আমার মুখে তুলে দিয়েছেন আর আজ আমি তাঁর মুখে—না—না—এ আমি পারব না। আমায় ক্ষমা করুন।

পুরো। মন্ত্রীবর, আপনি কুমারকে সান্ত্বনা দিন।

দেব। কি আর সান্ত্বনা দেব প্রভু? আমার নিজের হৃদয়ই যে আজ হাহাকারে পূর্ণ। আমার সান্ত্বনা দেবার শক্তি কোথায়? অপরাজিত, বাপ! এ যে তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

অপরাজিত। এ অতি নিষ্ঠুর কর্ত্তব্য।

পুরো। আর বিলম্ব কেন? চিতা প্রস্তুত—(সকলে মৃতদেহ ধরিয়া চিতায় তুলিতে গেলেন। ঠিক সেই সময় ভ্রাতৃগণ ও অনুচরবর্গের সহিত খোমানের প্রবেশ)

খোমান। ক্ষান্ত হও—

দেব। কে? খোমান! খোমান, খোমান, বাপ্পা আমাদের ছেড়ে গিয়েছে।

খোমান। কাকা! আমি সব শুনেছি। আপনার নিকট আমাদে

একটি প্রার্থনা আছে। আমরাও বাপ্পারাওএর সন্তান, আমরা পিতার দেহ ভূগর্ভে নিহিত ক'র্‌তে চাই।

সকলে। অসম্ভব!

খোমান। কেন? যে অধিকারে, যে অপত্যস্নেহের দাবী করে অপরাজিত প্রভৃতি আমার ভ্রাতৃগণ পিতার দেহ দগ্ধ ক'র্‌তে যাচ্ছে, ঠিক সেই অধিকারে, সেই স্নেহের দাবীতে আমরাও এই দেহ ভূগর্ভে প্রোথিত কর্‌তে চাই।

পুরো। হিন্দুর কবর হতে পারে না।

খোমান। কেন পারবে না? হিন্দু যদি মুসলমানীকে বিবাহ করে, এবং সেই মিলনে যদি কোন সন্তান জন্মে, তবে সে সন্তান ইচ্ছা ক'র্‌লে তার পিতার দেহ কবরস্থ ক'র্‌তে পারে। দেখুন, আমি বৃথা তর্ক বিতর্কের ধার ধারি না। আমি সহজ সরল উত্তর চাই, আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ ক'র্‌তে আপনারা প্রস্তুত কি না?

পুরো। প্রস্তুত যদি নাই হই?

খোমান। অস্ত্রমুখে বাধ্য করাব।

পুরো। সার্থক পুত্র তোমরা! নির্ব্বাসিত হয়েও পিতার মৃতদেহের অংশ নিতে রাক্ষসের মত ধেয়ে এসেছ! ধন্য তোমাদের পিতৃভক্তি! যাও এই মুহূর্ত্তে এ স্থান ত্যাগ কর।

খোমান। বড়ই দুর্ভাগ্য আমাদের, যে তোমার এ আদেশ পালনে আমরা অক্ষম!

পুরো। এখানে রাজপুত যারা আছ, আমি ব্রাহ্মণ, আমার আদেশ এ রাক্ষসগুলাকে দূর করে দিয়ে এ পবিত্র দেহ রক্ষা কর।

রাজপুত। আমরা প্রস্তুত।

খোমান। ভাইসব, যারা "নোশেরা পাঠান" বলে জগতে পরিচিত তারা অসি হস্তে স্বীয় অধিকার রক্ষা ক'র্‌তে প্রস্তুত হও।

মুসলমানগণ। আমরা প্রস্তুত।

খোমান। তবে আর বিলম্ব কেন? আক্রমণ কর—(আক্রমনোদ্যত ও পুরবাসিনীগণের সহিত মায়া আসিয়া উভয় দলের মধ্যে দাঁড়াইলেন)।

মায়া। পুত্রগণ, এ সব কি?

খোমান। বড়মা, আমাদের সৌভাগ্য যে আপনি এখানে এসেছেন। এখন আমরা সুবিচার পাবার আশা করি।

মায়া। কিসের বিচার বৎস?

খোমান। আমরা আমাদের পিতার দেহ ভূগর্ভে প্রোথিত ক'র্‌তে চাই।

মায়া। তিনি যে হিন্দু, খোমান!

খোমান। বড়মা, জ্যেষ্ঠ হয়েও আমার মা মুসলমানী বলে আমি সিংহাসন থেকে বঞ্চিত হয়েছি। যবনী গর্ভজাত বলে রাজ্য থেকে বঞ্চিত হব—পিতার দেহ কবরস্থ ক'র্‌তে পার্‌ব না! বড়মা, ন্যায় বিচার করুন।

মায়া। এ আমায় কি পরীক্ষায় ফেল্‌লে প্রভু? এই দেখবার জন্যই কি আমায় রেখে গিয়েছ? এস নাথ—এস প্রভু, একবার স্বর্গ থেকে এই নরলোকে নেমে এসে এ বিবাদ ভঞ্জন করে দিয়ে যাও,—তোমার হতভাগ্য পুত্রগণকে রক্ষা কর। পুত্রগণ, এই আমি তোমাদের সম্মুখে তোমাদের পিতার পবিত্র দেহ উন্মোচন ক'র্‌ছি—একবার সেই সৌম্য স্নিগ্ধ মুখের দিকে চেয়ে দেখ, তারপর তোমাদের যা ইচ্ছা তাই কর। (বলিতে বলিতে বস্ত্র উন্মোচন করিলেন। সকলে সবিস্ময়ে দেখিলেন, দেহ নাই—তৎপরিবর্ত্তে রাশি রাশি শ্বেতপদ্ম।) একি? একি ধন্য, ধন্য তুমি প্রভু!

সকলে। অদ্ভুত!

খোমান। আশ্চর্য্য!

মায়া। এ কীর্ত্তি তোমারই যোগ্য! তুমি ত মানুষ নও—তুমি

দেবতা। ধন্য আমি, যে আমাকে তুমি সহধর্ম্মিনী বলে গ্রহণ করেছিলে। পুত্রগণ! দেখ, তোমরা তোমাদের পিতার কত স্নেহের সামগ্রী। বৎসগণ, ভ্রাতৃবিরোধে ক্ষান্ত হ'য়ে, সেই মহাপুরুষ তোমাদের জন্য স্বর্গ থেকে এই শ্বেতপদ্মাকারে যে আশীর্ব্বাদ পাঠিয়েছেন, গ্রহণ ক'রে ধন্য হও।

খোমান। পিতা! আপনি দেবতা। অজ্ঞান আমি, তাই আপনাকে চিন্‌তে পারিনি। বড়মা, আপনার আদেশ শিরোধার্য্য। আর আমার কোন ক্ষোভ নেই। অপরাজিত, ভাই, জন্মের মত চিতোর পরিত্যাগ ক'রে যাচ্ছি। (অপরাজিত ও খোমান আলিঙ্গনবদ্ধ হইলেন।)

মায়া। পুত্রগণ, স্বামী আমায় আহ্বান করেছেন—আমি এই সজ্জিত শূন্য চিতায় তাঁর ইঙ্গিত পেয়েছি।

সকলে। মা, মা, আমাদের ছেড়ে যাবেন?

মায়া। পুত্রগণ, পতির অনুগমন করাই নারীর ধর্ম্ম। আমায় বাধা দিও না। আশীর্ব্বাদ করি, সুখী হও। পূজ্য যাঁরা আছেন, তাঁরা আমার প্রণাম গ্রহণ করে আশীর্ব্বাদ করুন।

পুরো। যাও মা সতীলক্ষ্মী, পতিসোহাগিনী হয়ে পতির পাশে বিরাজ করগে'।

মায়া। লছমি, বোন, আমায় বিদায় দাও।

লছমি। যাও সতি, অমরধামে পতির সঙ্গে মিলিত হওগে'। আশীর্ব্বাদ কর, আমরাও যেন তোমার মত নারীধর্ম্ম পালন ক'র্‌তে পারি।

মায়া। পতি, গুরু, দেবতা, চরণে স্থান দাও।

(চিতারোহণ)

পুরবাসি ও পুরবাসিনীগণের সমবেত সঙ্গীত এবং পুষ্প চন্দন ও লাজবৃষ্টি।

গীত।

আজি পূতঅঙ্গ পরশে, হরষে বহ্নি মধুর হাসিছে।
ঐ যে স্বরগের দ্বারে, ঘনদুন্দুভি বাজিছে॥

বরিষ লাজ কুসুমরাশি—দেহ দেবতনু ঢাকিয়া,
যুক্ত করে সতীর তরে লহ দেবাশীষ মাগিয়া,
কর জয় জয় সতীর প্রভায় হের রাজবারা হাসিছে।
রাখিও চরণে দীন সন্তানে, জননী আশীষ মাগিছে।

শূন্যে বাপ্পা ও মায়ার জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি।